भारत सरकार | সোমনাথ
অনন্ত শক্তির অভিজ্ঞতা

सोमलिङ्गं नरो दृष्ट्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते।
लभते फलं मनोवाञ्छितं मृतः स्वर्गं समाश्रयेत्॥

সোমনাথ

ঐতিহ্যের ৭৫ বছর

সোমনাথ ভারতের অজেয় সভ্যতার প্রতীক। ১০০০ বছরের বেশিদিন ধরে ধ্বংসাত্মক আক্রমণের মুখোমুখি হয়েও সোমনাথ আজও আমাদের সাহস ও গর্বের প্রতীক হিসেবে দন্ডায়মান।

৭৫ বছর আগে, লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সঙ্কল্প সোমনাথের আধুনিক পুনরুজ্জীবনের পথ খুলে দিয়েছিল।

আজ, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এই পবিত্র ভূমি ভারতের সাংস্কৃতিক নবজাগরণের ঘোষণা করছে।

এই স্বর্ণালি উৎসবের সাক্ষী হোন

মূল কার্যক্রম

কলস যাত্রা | ভজন সন্ধ্যা | ওঁকার মন্ত্রোচ্চারণ

সোমনাথ বুকালেটে মন্ত্র লিখন | সোমনাথের সঙ্গে সম্পর্কিত কাহিনী বর্ণন

শ্রী সোমনাথ মন্দির কমপ্লেক্স, প্রভাস পাটান। ৮-১১ মে, ২০২৬

"সোমনাথ হচ্ছে আশার সেই সঙ্গীত যা আমাদের শেখায় যে ধ্বংসের চেয়ে সৃষ্টির শক্তি বহুগুণে বেশি"

-প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী (চেয়ারম্যান শ্রী সোমনাথ ট্রাস্ট)

স্ক্যান করুন

সোমনাথের দৈবী শক্তি ও মহিমায় অবদানের মাধ্যমে এর স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাসের অংশ হতে।

CBC 09101/13/0007/2627

যুদ্ধ-সঙ্কটে দেশবাসীকে পেট্রল-ডিজেল ও রান্নার গ্যাস ব্যবহারে ‘সংযমী’ হতে বললেন প্রধানমন্ত্রী

সংবাদ সংস্থা, হায়দরাবাদ, ১০ মেঃ বিশ্বজুড়ে জ্বালানি অস্থিরতা আর পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতির আবহে দেশবাসীকে জরুরি বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পেট্রল, ডিজেল থেকে শুরু করে রান্নার গ্যাস, প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেশবাসীকে অতি মাত্রায় ‘সংযমী’ হওয়ার আহ্বান জানালেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর স্পষ্ট কথা, ভারত যেহেতু পেট্রোপণ্যের ক্ষেত্রে এখনও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় এবং চাহিদার বড় অংশই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়, তাই এই অমূল্য সম্পদের অপচয় রোধ করা এখন জাতীয় কর্তব্য। রবিবার হায়দরাবাদে প্রায় ৯,৪০০ কোটি টাকার একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সেই মঞ্চে তাঁর পাশে ছিলেন তেলঙ্গানার কংগ্রেস শাসিত সরকারের মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডিও। ভার্চুয়ালি প্রকল্পের উদ্বোধন সেরে ভাষণের এক পর্যায়ে বিশ্ব রাজনীতির টালমাটাল পরিস্থিতি ও ভারতের অর্থনীতির প্রসঙ্গ তোলেন মোদি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘‘বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে পেট্রল, ডিজেল বা গ্যাসের মতো পণ্য আমাদের অত্যন্ত বুঝে ব্যবহার করতে হবে। যা আমরা আমদানি করি, তার ব্যবহার প্রয়োজন অনুযায়ী সীমিত রাখতে হবে। এতে একদিকে যেমন বিদেশি মুদ্রার সাশ্রয় হবে, তেমনই পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের ফলে তৈরি হওয়া বিশ্বজনীন সঙ্কটের বিরূপ প্রভাবও ভারতের ওপর কম পাবে।’’ বিশেষ করে হরমুজ প্রণালীর অস্থিরতা ও জলপথে পণ্য পরিবহণে অনিশ্চয়তার যে ছায়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পড়েছে, তার মোকাবিলাতেই প্রধানমন্ত্রীর এই সতর্কতা বলে মনে করা হচ্ছে। জ্বালানি নিরাপত্তায় ভারত যে কেবল বিদেশের মুখাপেক্ষী হয়ে বসে নেই, সেই আশার কথাটিও শুনিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি জানান গত কয়েক বছরে ভারত সৌরশক্তির উৎপাদনে বিশ্বের প্রথম সারির দেশ হয়ে উঠেছে। পেট্রলের সঙ্গে ইথানল মিশিয়ে ব্যবহারের উদ্যোগে ব্যাপক সাফল্য মিলছে, যা খনিজ তেলের ওপর নির্ভরতা কমাচ্ছে। রান্নার গ্যাসের ক্ষেত্রে কেবল সিলিন্ডারের ওপর ভরসা না করে পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহে জোর দেওয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর মতে, একদিকে দেশবাসীর পরিমিত ব্যবহার আর অন্যদিকে সরকারের এই বহুমুখী বিকল্প জ্বালানি নীতি, এই দুয়ের মেলবন্ধনেই বিশ্ববাজারের অস্থিরতাকে ভারত সফলভাবে সামাল দিতে পারছে। রবিবাসরীয় হায়দরাবাদের মঞ্চ থেকে দেশবাসীর প্রতি তাঁর এই ‘সংযম’ পালনের আর্জি আগামী দিনে ভারতের জ্বালানি নীতিতে এক নতুন দিকনির্দেশ হিসেবেই দেখা হচ্ছে।

শুভেন্দুকে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর, ৫ মন্ত্রীদের জানালেন অভিনন্দন

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১০ মেঃ পশ্চিমবঙ্গের নবম মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাশাপাশি শপথ নেওয়া ৫ জন মন্ত্রীকেও শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী। গত শনিবার এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী জানান, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করায় শুভেন্দু অধিকারী জি-কে অভিনন্দন। তিনি জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত একজন নেতা হিসেবে নিজের পরিচয় তৈরি করেছেন। তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তিনি খুব কাছ থেকে জেনেছেন। তাঁর ভবিষ্যতের সফল কার্যকালের জন্য তাঁকে আমার অনেক অনেক শুভকামনা জানাই।অপর একটি টুইটে প্রধানমন্ত্রী জানান, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করায় দিলীপ ঘোষ জি, অগ্নিমিত্রা পল জি, অশোক কীর্তনিয়া জি, ক্ষুদিরাম টুডু জি এবং নিশীথ প্রামাণিক জি-কে অভিনন্দন। এই নেতারা তৃণমূল স্তরে অক্লান্ত পরিশ্রম এবং মানুষের সেবা করেছেন। আমি আত্মবিশ্বাসী যে মন্ত্রী হিসেবে তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নযাত্রাকে আরও শক্তিশালী করবেন। আমার অনেক অনেক শুভকামনা জানাই তাকে।

বিজেপি সরকারের কাছে জনকল্যাণই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণঃপ্রধানমন্ত্রী

বেঙ্গালুরু(সংবাদ সংস্থা), ১০ মে ঃ বিজেপি সরকারের কাছে জনকল্যাণই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার সকালে বেঙ্গালুরুতে আয়োজিত এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের মূলমন্ত্র হলো সবকা সাথ, সবকা বিকাশ। আমাদের আদর্শ হলো সুশাসন। সেই কারণেই প্রতিটি রাজ্যে জনগণ বিজেপিকে দ্বিতীয়-তৃতীয়বারের মতো ক্ষমতায় আসার সুযোগ করে দেয়। কিন্তু কংগ্রেসের কোনও রাজ্য সরকারই দ্বিতীয়বারের মতো ক্ষমতায় ফিরতে পারেনি।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, আমরা কেন্দ্রে ১২ বছর ধরে ক্ষমতায় আছি, দেশের ২১টিরও বেশি রাজ্যে বিজেপি-এনডিএ সরকার রয়েছে। আমরা রাজ্যের উন্নয়নকে দেশের উন্নয়নে পরিণত করার মন্ত্র নিয়ে কাজ করছি। কিন্তু, অন্যদিকে কংগ্রেসের দিকে তাকান, যে দলকে ৪০ বছর আগে ৪০০-র বেশি আসন দেওয়া হয়েছিল। গত ৩টি নির্বাচনে, সবকিছু যোগ করেও তারা ১০০-র সংখ্যা ছুঁতে পারেনি। মোদী বলেন, আপনাদের মনে থাকবে, মাত্র ১০ বছর আগেও বাংলায় আমাদের মাত্র ৩ জন বিধায়ক ছিলেন। কিন্তু এখন সেখানে ২০০ জনেরও বেশি বিধায়ক নিয়ে বিজেপি সরকার রয়েছে। এখন কেরলমেও আমরা ১ জন থেকে ৩ জন বিধায়কে পৌঁছেছি। এখন সেই দিন বেশি দূরে নয়, যখন কেরলমেও বিজেপি-এনডিএ জোটের সংখ্যা ৩ থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠতার সীমা অতিক্রম করবে।প্রধানমন্ত্রী এও বলেন, ‘‘সাহস ও শক্তির উত্তরাধিকারই আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি। এই চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা তিন দিন আগে ‘ অপারেশন সিঁদুর’-এর প্রথম বার্ষিকী পালন করেছি। সোমবার সকালে, ১১ তারিখে, আমি গুজরাটের সোমনাথে থাকব, যেখানে মন্দির পুনর্নির্মাণের উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।

বাংলাদেশে হিন্দু সন্ন্যাসী চিন্ময় ব্রহ্মচারীর জামিন খারিজ হাই কোর্টে

ঢাকা(সংবাদ সংস্থা), ১০ মেঃ বাংলাদেশের চট্টগ্রামের আইনজীবী সাইফুল ইসলাম আলিফ হত্যা মামলায় গত শনিবার হিন্দু সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীকে জামিন দিতে অস্বীকার করল বাংলাদেশের হাই কোর্ট। বিচারপতি কে এম জাহিদ সরওয়ার এবং বিচারপতি শেখ আবু তাহেরের ডিভিশন বেঞ্চ তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করে দেয়। তবে তাঁর বিরুদ্ধে থাকা আরও চারটি মামলায় সোমবার শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে।জানা গেছে , চিন্ময় দাসের পক্ষে আদালতে সওয়াল করেন আইনজীবী অপূর্ব কুমার ভট্টাচার্য। অন্যদিকে সরকারের পক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল শায়লা শারমিন এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাটর্নি জেনারেল মহম্মদ আলামিন। এর আগে ৩০ এপ্রিল জাতীয় পতাকা অবমাননার অভিযোগে দায়ের হওয়া রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় তাঁকে জামিন দিয়েছিল হাই কোর্ট।প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের ৩১ অক্টোবর চাঁদগাঁও মোহড়া ওয়ার্ড ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ খান কোতোয়ালি থানায় চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী-সহ ১৯ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা দায়ের করেন। ওই মামলায় ২০২৪ সালের ২৫ নভেম্বর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ হওয়ার পর চট্টগ্রাম আদালত চত্বরে তাঁর সমর্থকদের বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনায় আইনজীবী সাইফুল ইসলাম আলিফকে পিটিয়ে ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে খুন করা হয় বলে অভিযোগ। পরে হাই কোর্ট হত্যা মামলা-সহ পাঁচটি পৃথক মামলায় কেন চিন্ময় দাসকে জামিন দেওয়া হবে না, তা জানতে চায়।চট্টগ্রামের একটি আদালত চলতি বছরের ১৭ এপ্রিল একটি মামলায় তাঁকে জামিন দিলেও তিনি এখনও কারাগারেই রয়েছেন। ২০২৪ সালের নভেম্বর থেকে তাঁকে চট্টগ্রাম জেলে রাখা হয়েছে। যে মামলায় তিনি জামিন পেয়েছিলেন, তা ২০২৩ সালে বিএনপি নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী মীর মহম্মদ নাসির উদ্দিন দায়ের করেছিলেন। সেখানে জমি দখল, হুমকি ও মারধরের অভিযোগ আনা হয়েছিল চিন্ময় ব্রহ্মচারীর বিরুদ্ধে।এছাড়া আইনজীবী সাইফুল ইসলাম আলিফ হত্যা মামলাতেও তাঁর বিরুদ্ধে বিচার প্রক্রিয়া চলছে। এই মামলাতেই গত শনিবার হাই কোর্ট তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে আরও অন্তত ছয়টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। ২০২৫ সালের ১ জুলাই পুলিশ চিন্ময় ও আরও ৩৮ জনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট জমা দেয়।উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের ২ জানুয়ারিও আদালত তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করেছিল। ২০২৪ সালের ২৫ নভেম্বর ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে তাঁকে আটক করে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা শাখা।চিন্ময় ব্রহ্মচারীর গ্রেফতারের প্রতিবাদে ঢাকা ও চট্টগ্রামে একাধিক বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছিল। প্রায় ৪০ বছর বয়সি এই হিন্দু সন্ন্যাসী চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলার বাসিন্দা। ২০০৭ সাল থেকে তিনি চট্টগ্রামের হাটহাজারীর পুণ্ডরীক ধামের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ‘ সনাতন জাগরণ মঞ্চ’-এর প্রতিষ্ঠাতা। বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর নির্যাতনের অভিযোগ তুলে ধরার ক্ষেত্রে এই মঞ্চ সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে।

২০ জুন ‘পশ্চিমবঙ্গ প্রতিষ্ঠা দিবস’ পালনের প্রশাসনিক প্রস্তুতি নেওয়া হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১০ মেঃ ২০ জুন ‘ পশ্চিমবঙ্গ প্রতিষ্ঠা দিবস’ পালনের প্রশাসনিক প্রস্তুতি নেওয়া হবে। রাজ্য প্রশাসন সূত্রে এমনই খবর মিলেছে। তৃণমূল সরকার বিধানসভায় বিল এনে ১ বৈশাখকে ‘ বাংলা দিবস’-এর স্বীকৃতি দেয়। এর তীব্র বিরোধিতা করেছিল বিজেপি।বিজেপি গত কয়েক বছর ধরেই ‘ পশ্চিমবঙ্গ প্রতিষ্ঠা দিবস’ পালন করে। লোকভবনে (সাবেক রাজভবন) দিনটি পালনের চল হয়েছিল। বিভিন্ন রাজ্যের রাজভবনে তা পালন করা হতো। গত শনিবার রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হয়েই শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেছেন, ১৯৪৭-এর ২০ জুন জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের ভারতভুক্তির সিদ্ধান্ত হয়েছিল। সে কারণে ওই দিনটিকেই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে পালন করা হবে।তার জন্যে রাজ্য বিধানসভা এবং মন্ত্রিসভায় প্রস্তাব আনা হবে। বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, সে ক্ষেত্রে পুরোনো সিদ্ধান্ত বাতিল করে নতুন করে বিল পাস করতে হবে। সূত্রের খবর, শীঘ্রই বিষয়টি খতিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে সরকার।প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথের ‘বাংলার মাটি বাংলার জল’ গানটিকে রাজ্য সঙ্গীত হিসেবেও ঘোষণা করা হয়েছিল তৃণমূল আমলে।

ফিফা বিশ্বকাপ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান কবে, কারা পরিবেশন করবেন

জুরিখ, ১০ মেঃফিফা গত শুক্রবার ঘোষণা করেছে এবারের বিশ্বকাপের তিনটি আয়োজক দেশের প্রতিটিতে প্রথম ম্যাচের আগে পৃথক উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে। ফিফা এক্স-এ একটি পোস্টে জানিয়েছে, আগামী ১১ জুন মেক্সিকো সিটিতে বিশ্বকাপ শুরু হচ্ছে। সেখানে গ্র্যামি পুরস্কার বিজয়ী মেক্সিকান পপ ব্যান্ড মানা পারফর্ম করবে। এই লাইনআপে আলেহান্দ্রো ফার্নান্দেজ এবং বেলিন্ডার মতো শিল্পীরাও থাকবেন।আগামী ১২ জুন টরন্টোতে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার বিপক্ষে কানাডার গ্রুপ পর্বের উদ্বোধনী ম্যাচের আগে কানাডিয়ান গায়িকা অ্যালানিস মরিসেট, মাইকেল বুলে, অ্যালেসিয়া কারা এবং লস অ্যাঞ্জেলেস-ভিত্তিক ডিজে ও আমেরিকান সঞ্জয় সঙ্গীত পরিবেশন করবেন।এদিন অর্থাৎ ১২ জুন লস অ্যাঞ্জেলেসে প্যারাগুয়ের বিপক্ষে

মার্কিন দলের ম্যাচের আগে একটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান শিল্পী হিসেবে থাকবেন আমেরিকান গায়িকা-গীতিকার কেটি পেরি, যেখানে আটলান্টার র‍্যাপ তারকা নায়েভাডিউস উইলবার্ন, যিনি ফিউচার নামে বেশি পরিচিত, তিনিও সঙ্গীত পরিবেশন করবেন।

বিশ্ব মাতৃ দিবসে মায়েদের প্রতি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর শ্রদ্ধা

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১০ মেঃ ঃবিশ্ব মাতৃ দিবস উপলক্ষে বিশ্বের সকল মাতৃশক্তিকে শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার সকালে সামাজিক মাধ্যমের এক বার্তায় তিনি লেখেন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ, মানব জীবনের সবচেয়ে গভীর অনুভূতি হল ‘ আজ বিশ্ব মাতৃ দিবসে বিশ্বের সকল মাতৃশক্তির প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা ও সশ্রদ্ধ প্রণাম।প্রসঙ্গত, প্রতি বছর মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার বিশ্বজুড়ে মাতৃ দিবস পালন করা হয়। এ বছর ভারত-সহ বিশ্বের বহু দেশে ১০ মে মাতৃ দিবস পালিত হচ্ছে।এই বিশেষ দিনে সমাজ ও পরিবারের প্রতি মায়েদের অবদানকে স্মরণ করে বিভিন্ন স্তরে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানানো হচ্ছে।উল্লেখ্য, বিশ্ব মাতৃ দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্বরাও সামাজিক মাধ্যমে শুভেচ্ছাবার্তা প্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে বিশ্ব মাতৃ দিবসে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। রবিবার তিনি সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, সকল মায়ের প্রতি জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা, প্রণাম ও শুভেচ্ছা।মায়ের স্নেহ, ত্যাগ, মমতা ও আশীর্বাদেই আলোকিত হয়ে ওঠে আমাদের জীবন।প্রত্যেক মা সুস্থ, সুখী ও আনন্দময় জীবন লাভ করুন, পরম করুণাময় ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনাই করি।পাশাপাশি, বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়ও শ্রদ্ধা জানান মাতৃ দিবসে। এদিন সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, মাতৃ দিবস উপলক্ষ্যে একজন মা হিসেবে পৃথিবীর সকল মাতৃ শক্তির কাছে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রণাম।অন্যদিকে বিশ্ব মাতৃ দিবসে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন বিজেপি নেতা তরুণজ্যোতি তেওয়ারি। তিনি রবিবার সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে

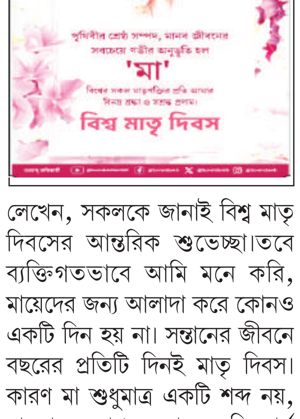

লেখেন, সকলকে জানাই বিশ্ব মাতৃ দিবসের আন্তরিক শুভেচ্ছা।তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, মায়েদের জন্য আলাদা করে কোনও একটি দিন হয় না। সন্তানের জীবনে বছরের প্রতিটি দিনই মাতৃ দিবস। কারণ মা শুধুমাত্র একটি শব্দ নয়, মা মানে আশ্রয়, সাহস, নিঃস্বার্থ ভালোবাসা আর জীবনের সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা।আমার জীবনে মা-ই আমার সবচেয়ে বড় শক্তি। ছোটবেলা থেকে প্রতিটি কঠিন সময়ে, প্রতিটি লড়াইয়ে, প্রতিটি সাফল্য আর ব্যর্থতার মুহূর্তে মা নিঃশব্দে পাশে দাঁড়িয়েছেন। বাবা খুব ব্যস্ত থাকতেন। ছোটবেলায় হয়তো সেই ব্যস্ততাকে আমি বুঝতে পারিনি, অনেক সময় অভিমানও হয়েছে। কিন্তু আজ যখন আমি নিজে ওকালতি পেশার সঙ্গে যুক্ত, তখন বুঝতে পারি দায়িত্ব আর ব্যস্ততা মানুষকে কতটা গ্রাস করে। পরিবারকে সময় দিতে না পারার কষ্টটা এখন অনুভব করতে পারি।কিন্তু মা তিনি কখনও ক্লান্ত হন না। নিজের সব কষ্ট, সব চাওয়া-পাওয়া লুকিয়ে রেখে সন্তানের হাসির মধ্যেই নিজের পৃথিবী খুঁজে নেন। একজন মা হয়তো সবসময় নিজের কথা বলেন না, কিন্তু সন্তানের প্রতিটি না বলা কষ্ট তিনি অনুভব করেন।পৃথিবীর সকল মায়েদের প্রতি রইল গভীর শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং কৃতজ্ঞতা।

সফিউজ্জামান শেখের ফের পাঁচ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ

মুর্শিদাবাদ, ১০ মে ঃ নওদা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি ও জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সফিউজ্জামান শেখকে রবিবার ফের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিল আদালত।জানা গেছে, গত ২৩ এপ্রিল ভোটের দিন নওদার শিবনগর এলাকায় একটি ভোটকেন্দ্রের বাইরে সংঘর্ষের ঘটনায় তাঁর নাম জড়ায়। এরপর ৪ মে ভোট গণনার দিন তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরদিন আদালতে তোলা হলে পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।রবিবার ফের তাঁকে আদালতে হাজির করা হলে ওই মামলায় জামিন মঞ্জুর হয়। তবে পৃথক একটি খুনের মামলায় সাক্ষীদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগে নতুন করে তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ। সেই মামলায় আদালত তাঁকে পাঁচ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয়।পুলিশ সূত্রে

সোমনাথ মন্দির আমাদের সভ্যতার এক অপরাজেয় সংকল্পের প্রতীকঃপ্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১০ মে ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, আগামী ১১ মে পুনর্নির্মিত সোমনাথ মন্দির উৎসর্গের ৭৫-তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে তিনি সেখানে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য লাভ করবেন। এই বিশেষ মুহূর্তকে সামনে রেখে তিনি সোমনাথ মন্দিরকে ভারতীয় সভ্যতা ও বিশ্বাসের অনন্য নিদর্শন হিসেবে অভিহিত করেছেন। প্রধানমন্ত্রী সেইসব বীর ও মহাপুরুষদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, যাঁরা ইতিহাসের কঠিনতম সময়েও সোমনাথের মর্যাদা রক্ষা ও পুনরুদ্ধারে আত্মত্যাগ করেছেন।সামাজিক মাধ্যমে নিজের একটি নিবন্ধ ভাগ করে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই পবিত্র স্থানটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে এর সুরক্ষা ও পুনর্নির্মাণের জন্য দেশের বহু প্রজন্মকে দীর্ঘ সংগ্রাম করতে হয়েছে। তাঁর মতে, সোমনাথ কেবল একটি দেবালয় নয়, বরং এটি ভারতের প্রাণশক্তির এক অটুট সংকল্প। সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ যেমন

প্রতিকূলতার মাঝেও মানুষের অদম্য সাহসের কথা বলে, সোমনাথও ঠিক তেমনি বারবার ধ্বংসস্তূপ থেকে জেগে ওঠার প্রেরণা দেয়। তিনি উল্লেখ করেন, প্রভাস তীর্থের পরিক্রমা যেন সমগ্র পৃথিবী পরিক্রমারই নামান্তর, যেখানে ভক্তরা ভারতীয় সভ্যতার সেই চিরন্তন জ্যোতি অনুভব করেন যা কোনোদিন নির্বাপিত হয়নি। প্রধানমন্ত্রী তাঁর লেখায় মহারাজ ধারসেন চতুর্থ, রাজা ভোজ, পুণ্যশ্লোক অহল্যাবাই হোলকার এবং বীর হামীরজি গোহিলের মতো অসংখ্য ব্যক্তিত্ব ও বীর যোদ্ধাদের স্মরণ করেন। বিশেষ করে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ১৯৪৭ সালের ১৩ নভেম্বর সর্দার প্যাটেল সমুদ্রের জল হাতে নিয়ে এই মন্দির পুনর্নির্মাণের যে শপথ নিয়েছিলেন, আজ তা এক মহীরুহে পরিণত হয়েছে। ১৯৫১ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ এই মন্দিরের উদ্বোধন করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন।বিগত এক দশকের কর্মকাণ্ডের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী জানান, বর্তমান সরকার ’বিকাশও, ঐতিহ্যও’ (বিকাশ ভি, বিরাসত ভি) মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে কাজ করছে। সোমনাথ থেকে কাশী এবং অযোধ্যা থেকে কেদারনাথ-প্রতিটি আধ্যাত্মিক কেন্দ্রকে আধুনিক পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। আগামী এক হাজার দিন ধরে বীর ও দানবীরদের স্মরণে বিশেষ পূজার আয়োজন করার কথা ঘোষণা করে তিনি দেশবাসীকে সোমনাথ ধাম দর্শনের আহ্বান জানান। তিনি বিশ্বাস করেন, সোমনাথের চত্বরে দাঁড়ালে কেবল ভক্তি নয়, বরং ভারতের সেই অপরাজেয় চেতনার স্পন্দন অনুভব করা যায় যা যুগ যুগ ধরে রাষ্ট্রকে পথ দেখিয়ে আসছে।

আসানসোল বস্তিন বাজার দুর্গা মন্দিরে পুনরায় নিত্যপুজো শুরু, পুজো দিলেন নবনির্বাচিত বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি,আসানসোল, ১০ মে ঃ দীর্ঘ প্রায় ১৩ বছর পর ফের শুরু হল আসানসোলের বস্তিন বাজার দুর্গা মন্দিরের নিত্যপুজো। রবিবার আসানসোল উত্তরের নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখার্জি জেলা সভাপতিকে সঙ্গে নিয়ে মন্দিরে পুজো দেন এবং নিত্যপুজো পুনরায় চালুর আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একসময় নিয়মিত পুজো হলেও বিগত কয়েক বছর ধরে নানা রাজনৈতিক টানাপোড়েন ও বিতর্কের জেরে মন্দিরে নিত্যপুজো কার্যত বন্ধ ছিল। সেই পরিস্থিতির অবসান ঘটিয়ে বিজেপি নির্বাচনে জয়লাভের পর মন্দিরে পুনরায় নিয়মিত পুজো চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রবিবার সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হওয়ায় এলাকায় উৎসবের আবহ তৈরি হয়।এদিন মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা নেতৃত্ব, স্থানীয় কর্মী-সমর্থক ও বহু ভক্ত। বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখার্জি মন্দিরে বিশেষ পুজো দেওয়ার পাশাপাশি এলাকার শান্তি, উন্নয়ন ও সম্প্রীতির কামনা করেন।তিনি বলেন, ধর্মীয় আচার ও সংস্কৃতির ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বহু বছর পর মন্দিরে নিত্যপুজো শুরু হওয়ায় এলাকাবাসীর মধ্যেও খুশির আবহ লক্ষ্য করা যায়।

‘‘সেই সর্বজনীন মা-ই আমার আরাধ্য’’, মাতৃ দিবসে মমতার শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১০ মেঃ বিশ্ব মাতৃ দিবসে সকল মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার নিজের সামাজিক মাধ্যমে এক বার্তা পোস্ট করেন তিনি। পোস্টে তিনি বিশ্ব মাতৃ দিবসে সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে লেখেন, ‘‘মাগো তোমার ভালবাসায় জীবন আমার ধন্য, মাগো তোমার সান্নিধ্যে হৃদয় আমার পুণ্য।’’এছাড়াও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন , একই মহীয়সী মা আছেন আমাদের গর্ভ ধারিণীর মধ্যে, আমাদের দেবীগণের মধ্যে, আমাদের মাতৃভূমিতে, আমাদের বসুন্ধরায়। আমার নানা গানে-কবিতায় আমি তাঁরই বন্দনা করেছি, আমার সামাজিক উচ্চারণেও তাঁরই অর্চনা। সেই সর্বজনীন মা-ই আমার আরাধ্য।উল্লেখ্য, প্রতি বছর মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার বিশ্ব মাতৃ দিবস পালিত হয়। মাতৃত্ব, মায়ের ভালোবাসা ও সমাজে মায়েদের অবদানকে সম্মান জানাতেই দিনটি উদযাপিত হয় বলে তিনি মনে করেন

খাদ্যে বিষক্রিয়ায় মৃত্যু শিশু কন্যার, শোক গোঘাটে

নিজস্ব প্রতিনিধি,হুগলি , ১০ মেঃ গোঘাটে খাদ্যে বিষক্রিয়ার ঘটনায় মৃত্যু হল এক শিশু কন্যার। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোঘাটের বদনগঞ্জ ফুলুই-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঝিদিহা এলাকায়।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শাহানা পরিবারের সদস্যরা বিগত কয়েক দিন আগে দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর হঠাই অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরিবারের চার সদস্যেরই বমি ও শারীরিক অসুস্থতা দেখা দিলে তড়িঘড়ি তাঁদের আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরবর্তীতে অবস্থার অবনতি হওয়ায় পরিবারের চার বছরের শিশু কন্যা ও আট বছরের পুত্র সন্তানকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় রবিবার চার বছরের শিশু কন্যার মৃত্যু

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

রাশিফল

মেষঃকিছু পরিবারের কিছু সদস্য তাঁদের ঈর্ষণীয় ব্যবহারের দ্বারা আপনাকে বিরক্ত করতে পারে। কিন্তু আপনার মেজাজ হারানোর প্রয়োজন নেই অন্যথায় পরিস্থিত হাতের বাইরে চলে যেতে পারে। মনে রাখবেন যা সারানো যায় না তা অবশ্যই সহ্য করে নিতে হয়।

বৃষঃআজ ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক আগ্রহ অনুধাবনের জন্যও দিনটি ভালো। আপনি যদি বিদেশের কোনও জমিতে বিনিযোগে করে থাকেন তবে আজ এটি একটি ভাল দামে বিক্রি করা যেতে পারে, যা আপনাকে লাভ অর্জনে সহায়তা করবে। আজ প্রত্যেকে আপনার বন্ধু হতে চাইবে- এবং আপনিও তা স্বীকার করে খুশি হবেন। প্রেম অপরিমিত, সীমাহীন আপনি এই কথাগুলি অবশ্যই আগে শুনেছেন।

মিথুনঃ সন্ধ্যাবেলায় একটু আরাম করুন। টাকাপয়সা লাভ আপনার প্রত্যাশামাফিক হবে না। আজ প্রত্যেকে আপনার বন্ধু হতে চাইবে- এবং আপনিও তা স্বীকার করে খুশি হবেন। একবার আপনার জীবনের সঙ্গে প্রেম মিলে গেলে অন্য কিছুর প্রয়োজন বোধ করবেন না। আপনি আজকে এই সত্য বুঝতে পারবেন।

কর্কট রাশি ঃযদি সম্ভব হয় তাহলে দীর্ঘ ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন কারণ আপনি খুবই দুর্বল এবং এটি আপনাকে আরো দুর্বল করে তুলতে পারে। বিবাহের যোগ হতে পারে।

সিংহঃ আজকের দিনটা আপনার জন্য বিশেষ সুযোগ নিয়ে এসেছে। আজ আপনার আত্মবিশ্বাস সবচেয়ে বেশি থাকবে, যার ফলে আপনি আপনার আইডিয়া আর প্ল্যানগুলো আরও ভালভাবে উপস্থাপন করতে পারবে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে

কন্যাঃ কন্যা রাশির জন্য আজকের দিনটা আত্মবিশ্লেষণ আর উন্নতির জন্য উপযুক্ত। আপনি আপনার ভাবনা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে সফল হবে। সন্তান হতে পারে আজ

তুলাঃআঘাত এড়ানোর জন্য বসে থাকার সময় বিশেষ যত্ন নিন। উপরন্তু ভালো ভঙ্গিমা যে শুধু একজনের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায় তাই নয়, বরং স্বাস্থ্য এবং বিশ্বাস উন্নত করতেও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংসারে শান্তি হবে।

বৃশ্চিকঃ বিষাদ ঝেড়ে ফেলে দিন- যা আপনাকে জড়িয়ে রেখেছে এবং আপনার উন্নতিকে ব্যাহত করছে। যারা ট্যাক্স ফাঁকি দেয় তারা আজ বড় সমস্যায় পড়তে পারে। শুভদিন

ধনুঃ আজকের দিনটা আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনা নিয়ে আসবে। আপনি আপনার সৃজনশীলতাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারবেন। শুভদিন

মকরঃ আজ আপনার দিনটা এনার্জি আর উদ্দীপনায় ভরা থাকবে। আপনি আপনার লক্ষ্যপানে জোরদারভাবে এগিয়ে যাবেন। আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাওয়ার ইঙ্গিত আছে, তাই আত্মবিশ্বাসী থাকুন আর যেকোনও চ্যালেঞ্জের জন্য প্রস্তুত থাকুন। ।

কুম্ভঃআপনার দীর্ঘায়িত অসুস্থতার সাথে লড়াই করার সময় উপলব্ধি করুন যে আত্ম বিশ্বাসই হল বীরত্বের সারবত্তা। আজও কাউকে অর্থ ঋণ দেওয়ার চেষ্টা করবেন না এবং যদি প্রয়োজন হয় তবে সেই সময়কাল সম্পর্কে তিনি লিখিতভাবে এটি গ্রহণ করবেন যে সে কী পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করবে। আপনার রসিক স্বভাব সামাজিক অনুষ্ঠানে আপনাকে জনপ্রিয় করে তুলবে।

মীনঃআপনি আপনার আবেগ নিয়ন্ত্রণ করুন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার ভয় থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা করুন, কারণ তাৎক্ষণিকভাবে আপনার স্বাস্থ্যের প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং ভাল স্বাস্থ্য উপভোগে আপনার প্রতিবন্ধকতা আছে। কাজের সুযোগ হতে পারে আজ। প্রেম আসবে ।

আবহাওয়া

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় রবিবারও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সঙ্গে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়াও। আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত রাজ্য জুড়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। সোমবার, ভোট গণনার দিন কলকাতা-সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গে ৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত গতিবেগে ঝড় হতে পারে। দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সর্বত্রই ওই দিন ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।শনিবার সন্ধ্যা থেকে রাতের মধ্যে বিভিন্ন জেলায় দমকা হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি হয়। এই বৃষ্টির সৌজন্যে তাপমাত্রা বেশ কিছুটা নেমেছে। দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় রবিবারও ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৮৭শত করা এবং সর্বনিম্ন ৫৯ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হতে পারে আবহাওয়া সূত্র থেকে জানা যায় আজ।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৭টা ৫৫মিনিট এবং রাত ০৮ টা ৫৫মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ১২টা ৫৫মিনিট এবং রাত ০২টা ৫৪ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ০৯মনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০১মিনিটে হতে পারে।

পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 159 Monday, 11 May, 2026 ✻ ৩১ বর্ষ, ১৫৯ সংখ্যা ✻ ২৭ বৈশাখ ১৪৩৩, সোমবার, ১১ মে ২০২৬ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তায় জেড ক্যাটাগরির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে রাজ্য পুলিশ!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ মেঃ পশ্চিমবঙ্গের নতুন মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তায় কোনও ফাঁক রাখতে চাইছে না প্রশাসন। সূত্রের খবর, আপাতত আগামী কয়েক মাস রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পাহারায় মোতায়েন থাকবে জোড়া বাহিনী। অর্থাৎ, কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি তাঁর নিরাপত্তায় দেখা যাবে রাজ্য পুলিশকেও। ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর থেকেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা পেতেন শুভেন্দু অধিকারী। ২০২১ সালে তিনি বিধানসভার বিরোধী দলনেতা হওয়ার পরেও সেই নিরাপত্তা বজায় ছিল। যদিও তৎকালীন রাজ্য সরকার ভবানীপুরের বিধায়কের জন্য পুলিশি নিরাপত্তা দিতে চেয়েছিল, কিন্তু শুভেন্দু নিজে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন। বিরোধীনেতা থাকাকালীন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তাঁর ওপর হামলার চেষ্টা হওয়ায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক তাঁকে জেড পর্যায়ের নিরাপত্তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। শনিবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত সিআরপিএফ-এর সেই ঘেরাটোপেই ছিলেন তিনি। নিয়ম অনুযায়ী, মুখ্যমন্ত্রী পদে বসার পর শুভেন্দুর নিরাপত্তার দায়িত্ব এখন রাজ্য পুলিশের। কিন্তু ৬ মে রাতের সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ড নবান্নের কর্তাদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। আপ্তসহায়কের খুনের পর শুভেন্দুর ব্যক্তিগত সুরক্ষা নিয়ে আর কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ প্রশাসন। তাই ঠিক হয়েছে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বর্তমানের জেড ক্যাটাগরির কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বহাল থাকছে। পাশাপাশি নবান্নের নির্দেশে রাজ্য পুলিশের একটি বিশেষ দলও তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্ব সামলাবে। শুভেন্দু অধিকারী ব্যক্তিগতভাবে তাঁর নিরাপত্তা নিয়ে অতিরিক্ত ঘটা বা বাড়াবাড়ি পছন্দ করেন না। নবান্ন সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রী যাতে কোনওভাবেই বিরক্ত না হন, সেদিকে কড়া নজর রাখা হচ্ছে। তাঁর দৈনন্দিন কর্মসূচিতে যাতে নিরাপত্তার কড়াকড়িতে কোনও ব্যাঘাত না ঘটে, সেভাবেই ব্লু-প্রিন্ট সাজানো হচ্ছে। আপাতত কয়েক মাস এই 'ডবল লেয়ার' নিরাপত্তাতেই মুড়ে রাখা হবে বাংলার নতুন মুখ্যমন্ত্রীকে। প্রশাসনের লক্ষ্য একটাই, চন্দ্রনাথ রথ হত্যাকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি যেন কোনওভাবেই মুখ্যমন্ত্রীর আশেপাশে না ঘটতে পারে।

শুরু হয়ে গেল অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার নিয়ে আলোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ মেঃ সোমবার সকাল সাড়ে ১১টায় নতুন মুখ্যমন্ত্রীর ক্যাবিনেট বৈঠক। স্থান নবান্নের সভাঘর। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার পর প্রথম বৈঠকে শুভেন্দু। সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, কেন্দ্রের প্রকল্পের যেগুলো আগের সরকার গ্রহণ করেনি, তা নিয়ে আলোচনা হতে পারে। আয়ুষ্মান ভারত এখানে গ্রহণ করা হয়নি। নির্বাচনী প্রচারেও এসে বারবার বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এই নিয়ে মমতা সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। বিজেপি নেতৃত্ব অভিযোগ করেছিলেন, এইভাবে একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্প মমতা সরকার বাংলায় চালু হতে দেননি কেবল রাজনৈতিক প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়েই। সেক্ষেত্রে ক্ষতির মুখে পড়ছিলেন রাজ্যের বাসিন্দারাও। মমতা সরকারের পতনের পর থেকেই স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের গ্রহণযোগ্যতা প্রায় অবলুপ্তির পথে। কারণ সেই কার্ড অনেক বেসরকারি হাসপাতালই নেওয়া বন্ধ করে গিয়েছে। প্রশ্নের মুখে পড়ে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারও। সেই বিষয়টি নিয়েও শুভেন্দুর বৈঠকে আলোচনা হতে পারে বলে জানা যাচ্ছে। মহিলারা যাতে আর্থিক সুবিধা পান, তার জন্য এই প্রকল্পে অন্য নাম দিয়ে চালু করা হতে পারে বলে প্রশাসনিক সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে। আগেই বিজেপি ঘোষণা করেছিল, বলা ভালো তাঁদের সংকল্প পত্রেও উল্লেখিত ছিল, অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার চালু করা হবে বাংলায়। তাতে মহিলারা মাথা পিছু ৩ হাজার টাকা করে পাবেন। সেই বিষয়েই কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নাকি এদিনের বৈঠকে, সেটাই দেখার।

প্রধানমন্ত্রীকে প্রাণে মারার ছক?

বেঙ্গালুরুতে উদ্ধার জিলেটিন স্টিক!

সংবাদ সংস্থা, বেঙ্গালুরু, ১০ মেঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বেঙ্গালুরু সফরের আগে বড়সড় উদ্বেগ তৈরি হয়। রবিবার শহরের উপকণ্ঠে প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানের ভেন্যুর কাছ থেকে উদ্ধার হল অন্তত দুটি জেলেটিন স্টিক। ঘটনাকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় প্রশাসনিক মহলে। অবিলম্বে গোটা এলাকায় নিরাপত্তা আরও কড়া করা হয়েছে এবং শুরু হয় জোরদার তদন্ত। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বেঙ্গালুরুর কাগলিপুরা এলাকার কাছে একটি আশ্রম সংলগ্ন এলাকায় এই বিস্ফোরক জাতীয় বস্তু উদ্ধার হয়। প্রধানমন্ত্রীর মূল অনুষ্ঠানস্থল থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরে ফুটপাথের ধারে পড়ে ছিল জেলেটিন স্টিকগুলি। পুলিশ জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর আগমনের আগে নিয়মমাফিক নিরাপত্তা তল্লাশির সময় রবিবার

সকালে সন্দেহজনক বস্তুগুলি নজরে আসে। সঙ্গে সঙ্গেই এলাকা ঘিরে ফেলে নিরাপত্তারক্ষীরা। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড এবং ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই এক সন্দেহভাজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন কীভাবে ওই বিস্ফোরক ওই এলাকায় এল এবং এর পিছনে কোনও বড়সড় ষড়যন্ত্র রয়েছে কি না। প্রধানমন্ত্রী এদিন বেঙ্গালুরুর উপকণ্ঠে অবস্থিত একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী আর্ট অফ লিভিং ফাউন্ডেশনের সমাজসেবা, আধ্যাত্মিকতা এবং সামাজিক পরিবর্তনের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, ''উন্নত ভারত গড়তে পরিবেশ রক্ষা, যুবশক্তির উন্নয়ন এবং মানসিক সুস্থতার উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন।'' মোদি আরও বলেন, ''বেঙ্গালুরু এখন শুধু প্রযুক্তির শহর নয়, ভারতের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক চেতনারও অন্যতম কেন্দ্র হয়ে উঠেছে।'' সফরে তিনি আর্ট অফ লিভিং ক্যাম্পাসে একটি নতুন ধ্যানকক্ষের উদ্বোধনও করেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে প্রাকৃতিক চাষ, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং টেকসই জীবনযাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, ''ইকোলজি এবং ইকোনমিকে আলাদা করা যায় না।'' এদিন বঙ্গজয়ের প্রসঙ্গ তুলে কর্নাটকের বিজেপি নেতৃত্বকে পেপটক দিলেন প্রধানমন্ত্রী। শুধু বাংলা নয় অসমে জয় প্রসঙ্গেও বলেছেন। মোদির দাবি, নতুন ইতিহাস রচনা করেছে বিজেপি। বলেন, ''অসমে লাগাতার তিনবার সরকার গঠন করেছে এনডিএ। বাংলায় প্রথমবার বিজেপি এত বড় আশীর্বাদ পেয়েছে। আর এখন দুই সপ্তাহ আগে গুজরাটে পঞ্চায়েতে দারুণ জয় পেয়েছে বিজেপি। সব নতুন ইতিহাস রচনার মতো ঘটনা ঘটছে।'' এরপরই প্রধানমন্ত্রীর মুখে শোনা যায় গত ১০ বছরে বাংলায় বিজেপির লড়াইয়ের কাহিনী। ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বাংলায় তখন বিজেপি টিমটিম করে জ্বলছে। সেভাবে সংগঠন সেভাবে ছিল না বললেই চলে। ওই বছরের নির্বাচনে মাত্র তিনটি আসনে জিতেছিল বিজেপি। অর্থাৎ বিধানসভায় বিজেপির মাত্র তিনজন বিধায়ক ছিল। ২০২১ সালে সেই সংখ্যাটা একলাফে বেড়ে হয় ৭৭। আর ২০২৬-এ ২০০ পার। এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেই প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''দশ বছর আগে বাংলায় শুধু আমাদের তিনজন এমএলএ ছিল। আর এখন ২০০-র বেশি বিধায়ক নিয়ে বিজেপি সরকার গঠন করেছে। যা ইতিহাস রচনার থেকে কম কিছু নয়।'' বাংলায় প্রথম সরকার গঠন করেছে বিজেপি। ৪ মে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জিতেছে দল। রাজ্যের একাধিক এলাকা থেকে তৃণমূলকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দিয়েছে গেরুয়া ঝড়। ৪৫ শতাংশের বেশি ভোট পেয়েছে বিজেপি। বাংলায় মোট ২০৭টি আসনে জিতেছেন তাঁরা। অন্যদিকে, তৃণমূলের ঝুলিতে মাত্র ৮০টি আসন। গতকালই মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথগ্রহণ করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। শপথ নেওয়ার পর থেকেই কাজে লেগে পড়েছে। সোমবারই নবান্ন সভাঘরে একাধিক বৈঠক করার কথা রয়েছে শুভেন্দুর। তবে জেলেটিন স্টিক উদ্ধারের ঘটনায় প্রশাসনের উদ্বেগ বাড়ছে। তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন, এগুলি কি স্থানীয় খনি বা পাথর ভাঙার কাজে ব্যবহারের জন্য সেখানে ছিল, নাকি ইচ্ছাকৃতভাবে রাখা হয়েছিল। এখনও পর্যন্ত সরকারিভাবে কোনও সম্ভাবনাই উড়িয়ে দেওয়া হয়নি। প্রধানমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে আগে থেকেই কড়া নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়েছিল। তার মধ্যেই এই বিস্ফোরক উদ্ধারের ঘটনায় নিরাপত্তা ব্যবস্থার গুরুত্ব আরও বেড়ে গেল বলে মনে করছে প্রশাসন।

চিতাবাঘ হাতে শান্তিকুঞ্জে হাজির অনুগামীরা

জনপ্লাবনে ভেসে গেলেন 'ব্যারিকেডহীন' মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনধি, কাঁথি, ১০ মেঃ বাড়ির মেজো ছেলে আজ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। গত কয়েকমাস রাজ্যজুড়ে দৌড়ে বেড়িয়েছেন। ফলে পরিবারের সঙ্গে তেমন সময় দিতে পারেননি। আর শনিবার মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিয়ে রাতে কাঁথির শান্তিকুঞ্জের বাড়িতে পৌঁছন শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার বিকেল পর্যন্ত বাড়িতেই কাটালেন। শুভেন্দু মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরের দিন শান্তিকুঞ্জের সামনে মানুষের ভিড়। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর প্রথম দিন বাড়িতে কীভাবে কাটালেন শুভেন্দু? শনিবার সকালে ব্রিগেড ময়দানে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন শুভেন্দু। এরপর একাধিক কর্মসূচি সেরে রাতে কাঁথির শান্তিকুঞ্জের বাড়িতে তিনি পৌঁছন। মুখ্যমন্ত্রীতে বাড়িতে আসার পর এদিন সকালে শান্তিকুঞ্জের সামনে মানুষের ঢল নামে। শুভানুধ্যায়ীদের ভিড় সামাল দেয় কেন্দ্রীয় বাহিনী। শুভেন্দুর বাবা শিশির অধিকারী এবং দুই ভাই দিব্যেন্দু অধিকারী ও সৌমেন্দু অধিকারী শুভানুধ্যায়ীদের সঙ্গে দেখা করলেন দফায় দফায়। বিভিন্ন সরকারি অধিকারিকরাও মুখ্যমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানাতে আসেন। ফুল, মিষ্টি-সহ কচি কাঁচাদের আনা উপহার গ্রহণ করলেন দিব্যেন্দু, সৌমেন্দুরা। সারা শান্তিকুঞ্জ পদ্মফুলের উপহারে ভর্তি হওয়ার অবস্থা। যদিও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সকাল থেকে কোনও শুভানুধ্যায়ীদের সঙ্গে দেখা করেননি। বিগত এতদিনের

শারীরিক ধকলের জন্যই তিনি এদিন সকাল থেকে বিশ্রাম নেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে মা গায়ত্রী দেবী, বাবা শিশির অধিকারী ও মাসি মুক্তি ভট্টাচার্যকে প্রণাম করেন বাড়ির মেজো ছেলে শুভেন্দু। আজ বিশ্ব মাতৃ দিবস উপলক্ষে আলাদাভাবে উদযাপন হয়নি অধিকারী বাড়িতে। শুভেন্দুর জন্য এদিন মা ও মাসি মিলে একাধিক পদের আয়োজন করেন। জানা গিয়েছে, এদিন মধ্যাহ্নভোজে মুখ্যমন্ত্রীর পাতে ছিল মোচার তরকারি, সর্ষে ইলিশ, পোনা কালিয়া, করলা সেদ্ধ, মুরগির মাংস। শেষ পাতে ছিল টক দই। এদিন বেলা বাড়তে দলে দলে মানুষ ভিড় করতে থাকে শান্তিকুঞ্জের সামনে। আশেপাশের বাড়ির ছাদ, বারান্দা থেকেও প্রতিবেশীরা অপেক্ষা করেছেন শুভেন্দুকে দেখার জন্য। দূরদূরান্ত থেকে মানুষজন দীর্ঘ সময় ধরে শুভেন্দুকে দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছেন। কলকাতার দমদম থেকে ব্রঞ্জের চিতাবাঘ নিয়ে সোজা শান্তিকুঞ্জের সামনে হাজির হয়েছিলেন এক অনুরাগী। এক মহিলা সমর্থক শঙ্খ নিয়ে এসেছিলেন। শুভেন্দুর নামে মুহুর্মুহু স্লোগান উঠতে থাকে। প্রতিবেশীরা সেসব মুহূর্ত মোবাইল ফোন বন্দিও করছিলেন। বিকেলের দিকে গলায় গেরুয়া উত্তরীয়, পরনে সাদা-পাঞ্জাবি পরে শান্তিকুঞ্জের বাইরে আসেন রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী। সেসময় ভিড় যেন আরও হামলে পড়ে। ভিড়ের মধ্যেই শুভেন্দুকে মিশে যেতে দেখা যায়। কার্যত, জনপ্লাবনে ভেসে গাড়ির কাছে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী। উচ্ছ্বসিত জনতা তাঁর সঙ্গে একবার হাত মেলানোর জন্য তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। অনেকের সঙ্গেই তিনি হাত মেলান। পদ্মফুলও দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রীর হাতে। এরপর কালো এসইউভি-তে চড়ে কলকাতার পথে রওনা হন বাংলার প্রথম বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী। রাস্তাতেও বহু মানুষ শুভেন্দুকে দেখা, অভিবাদনের জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। কাঁথিতে গাড়ি থেকে নামেন মুখ্যমন্ত্রী। অসংখ্য মানুষের শুভেচ্ছা গ্রহণ করেন তিনি। কাঁথি থেকে রওনা হয়ে ফের কোলাঘাটে থমকায় মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়। সেখানেও রাস্তায় নেমে অপেক্ষারত অসংখ্য মানুষের সঙ্গে হাত মেলান শুভেন্দু।

মোদি সরকারের 'ডিজিটাল' সিদ্ধান্তই ধরিয়ে দেবে শুভেন্দুর পিএ-র খুনিদের? মিলল 'ক্লু'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ মেঃ ফাস্ট্যাগের পেমেন্টের লিঙ্কই কি শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত-সহায়ক খুনে সেই 'ক্লু' হয়ে দাঁড়াবে? সেটার উত্তর ভবিষ্যতে মিলবে। তবে বালি টোলপ্লাজায় ফাস্ট্যাগের পেমেন্টের ইউপিআই পেমেন্টের লিঙ্কই এখন পুলিশের তুরুপের তাস হয়ে উঠতে চলেছে বলে সূত্রের খবর। তদন্তকারীরা মনে করছেন, যে গাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, সেটি সম্ভবত ঝাড়খণ্ড থেকে আনা হয়েছিল। সেটি যখন বালি টোলপ্লাজা পার যাচ্ছিল, তখন ফাস্ট্যাগের মাধ্যমে টাকাও দিয়েছিল। আর সেই ইউপিআই পেমেন্টের (এখন জাতীয় সড়কের টোলপ্লাজায় অনলাইন পেমেন্ট বাধ্যতামূলক করেছে নরেন্দ্র মোদি সরকার) লিঙ্ক ধরে

শুভেন্দুর আপ্ত-সহায়ক চন্দ্রনাথ রথের খুনের ঘটনায় দোষীদের কাছে পৌঁছাতে চাইছে পুলিশ। আপাতত অবশ্য কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। গত বুধবার রাতে বুধবার রাতে মধ্যমগ্রামের বাড়িতে ফিরছিলেন শুভেন্দুর আপ্ত-সহায়ক চন্দ্রনাথ (আদতে পূর্ব মেদিনীপুরের ছেলে হলেও এখন মধ্যমগ্রামে থাকতেন)। মধ্যমগ্রামে রাত সাড়ে ১০ টা থেকে ১১ টার মধ্যে তাঁর গাড়ি থামাতে বাধ্য করে আততায়ীরা। তারপর একেবারে কাছ থেকে গুলি করে পালিয়ে যায়। গুলিবিদ্ধ হন চন্দ্রনাথ এবং গাড়ির চালক বুদ্ধদেব বেরা। মৃত্যু হয় চন্দ্রনাথের। বুদ্ধদেবের চিকিৎসা চলছে। সেই রাতেই রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা বলেন, ''আমরা তদন্ত শুরু করে দিয়েছি। আমরা একটি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছি, যেটিকে অপরাধের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। তদন্তে উঠে এসেছে যে নম্বর প্লেট বিকৃত করা হয়েছে। যে গাড়ির নম্বর ব্যবহার করা হয়েছে, সেটা আসলে শিলিগুড়ির একটি গাড়ির। কিন্তু আসলে এটা বিকৃত করা হয়েছে। আমরা ঘটনাস্থল থেকে কয়েকটি কার্তুজ ও লাইভ রাউন্ড বাজেয়াপ্ত করেছি। আমরা যে তথ্য পেয়েছি, সেটা ধরে এগিয়ে চলেছি। আর এই মুহূর্তে আমি শুধু এই তথ্যগুলোই জানাতে পারি।'' তারইমধ্যে বিজেপি অভিযোগ করেছে যে ওই ঘটনার পিছনে তৃণমূল কংগ্রেসের হাত আছে। যদিও তৃণমূলের তরফে বলা হয়, 'আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর থাকা সত্ত্বেও গত তিনদিন ধরে বিজেপি-সমর্থিত দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা সংঘটিত নির্বাচন-পরবর্তী হিংসার ঘটনায় আরও তিনজন তৃণমূল কর্মীর হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি আমরা। আমরা এই বিষয়ে কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাচ্ছি। আদালতের নজরদারিতে সিবিআই তদন্ত করতে হবে।'

মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর আজ প্রথমবার নবান্নে যাবেন শুভেন্দু!

বৈঠক জেলাশাসক ও এসপিদের সঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ মেঃ গতকালই ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পশ্চিমবঙ্গে প্রথম বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন হয়েছেন শুভেন্দু। আর এরপরেই পুলিশ এবং সরকারি আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করবেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর সোমবার প্রথম বার নবান্নে যাবেন শুভেন্দু অধিকারী। বেলা ১২টা নাগাদ নবান্নের সভাঘরে প্রশাসনিক বৈঠক করার কথা তাঁর। সেই বৈঠককে কেন্দ্র করে নবান্নের নিরাপত্তা কেমন, তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখে পুলিশ। তার পরে নবান্নের সভাঘরে অজয় এবং অখিলেশ নিরাপত্তা সংক্রান্ত জরুরি বৈঠকও সারেন। সোমবার রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের নিয়ে প্রথমে বৈঠক করবেন শুভেন্দু। তবে শুধু প্রশাসনিক পর্যালোচনা নয়, সোমবার আরও দু'টি বৈঠক করার কথা তাঁর। দুপুরে জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। তার পরে বিকেলে রাজ্য পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গেও একটি বৈঠক রয়েছে শুভেন্দুর। সূত্রের খবর, বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন রাজ্য পুলিশের

জোরদার করতে তৎপর হাওড়া এবং কলকাতা পুলিশ। শুধু সভাঘরে নয়, নবান্নের নিরাপত্তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। রবিবার বেলা গড়াতেই কলকাতা পুলিশের কমিশনার অজয় নন্দ এবং হাওড়ার অখিলেশ চতুর্বেদী পৌঁছে যান নবান্নে। সঙ্গে ছিলেন পুলিশের বেশ কয়েক জন উচ্চ আধিকারিকও। প্রথমেই দুই সিপি-র নেতৃত্বে নবান্ন চত্বর খতিয়ে দেখে পুলিশ। কোথায় কী নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে, তার খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করা হয়। নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর নিরাপত্তা কী রকম থাকবে, যেখানে তিনি বৈঠক করবেন সেই সভাঘরের নিরাপত্তা ডিজি, কলকাতার পুলিশ কমিশনার-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জোনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা। নবান্ন সূত্রে খবর, এসপি, সিপি দের পাশাপাশি এবার জেলাশাসকদের সঙ্গেও বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আগামীকাল বিকেল চারটে থেকে জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠক ডাকা হল। সব জেলাশাসকদের স্বশরীরে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে আগামীকাল। নবান্ন সভাঘরে জেলাশাসকদের সঙ্গে ও বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন নিয়ে আগামীকাল পর্যালোচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী।

বিনামূল্যে ২০০ ইউনিট বিদ্যুৎ, শপথগ্রহণের পরই ঘোষণা বিজয়ের

সংবাদ সংস্থা, চেন্নাই, ১০ মেঃ তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আজ শপথগ্রহণ করলেন থালাপতি বিজয়। দক্ষিণের এই রাজ্যে শুরু হল নতুন যুগ। আর মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েই বড় ঘোষণা করলেন বিজয়। বলা ভালো, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রথম নির্দেশ দিলেন। সেই নির্দেশে জায়গা পেল নারীদের সুরক্ষা, বিনামূল্যে বিদ্যুৎ আর মাদকের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ। একইসঙ্গে রাজ্যবাসী ও তাঁর ভক্তদের জন্য বিশেষ বার্তাও দিয়েছেন। শপথগ্রহণের পর শুরুতেই বিজয়ের মুখে শোনা যায় তিনটি শব্দ। তামিল ভাষায় তিনটি শব্দ হল 'এন নেনজিল কুডিয়িরুক্কুম'। বাংলায় তর্জমা করলে দাঁড়ায়, 'যে আমার হৃদয়ে বাস করে'। এর আগেও তাঁর ভক্তদের এইভাবে সম্বোধন করতে দেখা গিয়েছে। এরপরই মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বিজয় বিনামূল্যে ২০০ ইউনিট বিদ্যুৎ সরবরাহের নির্দেশ দিয়েছেন। একইসঙ্গে মাদক সমস্যা

মোকাবিলায় একটি বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠন এবং নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একটি হেল্পলাইন নম্বর সহ বিশেষ বাহিনী গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর এটাই প্রথম নির্দেশ ছিল বিজয়ের। কৃষি, শিল্পব্যবস্থা নিয়েও কথা বলেছেন বিজয়। তিনি বলেন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জলের মতো মৌলিক বিষয়গুলির উপর তিনি মনোযোগ দেবেন। কৃষক ও জেলেদের যত্ন নেওয়া হবে। সবকিছু ভালো হবে। নিজের সম্পর্কে বিজয় বলেন, ''একজন সহকারী পরিচালকের ছেলে এখন মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে। আমি অভাব দেখেছি, খিদে দেখেছি। আমি কোনও রাজপরিবার থেকে আসিনি। আমি অনেক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছি। অনেকেই আমাকে অপমান করেছে। আমি আপনাদের ছেলের মতো, আপনাদের ভাইয়ের মতো। আপনারা আমাকে আপনাদের হৃদয়ে স্থান দিয়েছেন, গ্রহণ করেছেন।'' ১২০ জন বিধায়কের সমর্থন নিয়ে তামিলনাড়ুতে সরকার গঠন করল টিভিকে। সরকার গঠনের ম্যাজিক ফিগার ছিল ১১৮। কিন্তু, টিভিকে জিতেছিল মোট ১০৮টি আসনে। পরে কংগ্রেস ও বামেদের সমর্থন নিয়ে ১১৬-তে পৌঁছয় বিজয়ের দল। বাকি ছিল দু'টি আসনের। তা নিয়েও কম নাটক হয়নি। প্রথমে শোনা যাচ্ছিল আঞ্চলিক দল ভিসিকে সমর্থন করবে না টিভিকে-কে। যদিও কাল বিকেলে ভিসিকে নেতাদের সঙ্গে দেখা করেন টিভিকে দলের নেতারা। তারপরই বরফ গলে বলে শোনা যায়। শেষপর্যন্ত ভিসিকে ও আইইউএমএল-এর সমর্থনে সংখ্যাগরিষ্ঠাতায় পৌঁছে যায় টিভিকে-র দল।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ১৫৯ সংখ্যা, সোমবার, ২৭ বৈশাখ, ১৪৩৩

বিপ্লবী শান্তিসুধা ঘোষ

২৭ জুন, ১৯০৭;বরিশালের আলোকানন্দা গ্রাম। সেখানেই জন্ম নেন এক অসাধারণ নারী, যিনি একসঙ্গে ছিলেন শিক্ষাবিদ, বিপ্লবী চিন্তক, সমাজসেবী এবং নারীজাগরণের অগ্রদূত; শান্তিসুধা ঘোষ। পিতা ক্ষেত্রনাথ ঘোষ ছিলেন ব্রজমোহন কলেজের অধ্যাপক। জ্ঞান ও সংস্কৃতির আবহেই বড় হয়ে ওঠেন শান্তিসুধা। ছোটবেলা থেকেই তাঁর মধ্যে ছিল এক অদম্য মেধা আর স্বাধীনচেতা মন। ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত নিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯২৮ সালে বি.এ.-তে ঈশান স্কলার হন; যা সেই সময়ে ছিল বিরল সম্মান। এরপর ১৯৩০ সালে গণিতে এম.এ.-তে প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি প্রমাণ করেছিলেন; নারী শুধু সংসারের চার দেওয়ালে আবদ্ধ নয়, জ্ঞান-বুদ্ধিতেও পুরুষের সমকক্ষ, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে অগ্রগামী। কিন্তু শান্তিসুধার জীবন শুধু বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ ছিল না। দেশ তখন পরাধীন চারদিকে ব্রিটিশ শাসনের অত্যাচার, অপমান, শোষণ। এই বাস্তবতা তাঁকে ভেতর থেকে আলোড়িত করে তুলেছিল। তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হন শ্রীঅরবিন্দের আদর্শে। অরবিন্দের মধ্যে তিনি দেখেছিলেন এক বিরল সমন্বয়; বিপ্লব আর আত্মশক্তি। মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধা করলেও তিনি বিশ্বাস করতেন না কেবল অহিংস পথেই স্বাধীনতা আসবে। ১৯৩০ সাল; সতীন সেনের তরুণ সংঘ-এর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বরিশালে গড়ে তুললেন শক্তিবাহিনী। এটি ছিল এক নারী সংগঠন; যেখানে নারীদের প্রস্তুত করা হতো বিপ্লবী আন্দোলনের সহযোদ্ধা হিসেবে। সেই সময় নারীদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেওয়াই ছিল সমাজের চোখে বিদ্রোহ। আর শান্তিসুধা চাইছিলেন নারীদের শক্তিতে রূপান্তরিত করতে। তাঁর বিশ্বাস ছিল; দেশমাতৃকার মুক্তিযুদ্ধে নারীরাও সমান সৈনিক। তিনি ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন, হুগলির মহম্মদ মহসীন কলেজ এবং বরিশালের ব্রজমোহন কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। শ্রেণিকক্ষে তিনি ছিলেন শিক্ষিকা, আর শ্রেণিকক্ষের বাইরে; এক নীরব বিপ্লবী। ব্রিটিশ সরকার খুব দ্রুতই বুঝতে পারে; এই নারী শুধু পড়ান না, মানুষের মনেও আগুন জ্বালিয়ে দেন। ১৯৩৪ সালে তাঁকে কলকাতায় গ্রেপ্তার করা হয়। অন্তরীণ রাখা হয় বরিশালে। নজরদারি, অত্যাচার, মানসিক চাপ; সবই চলতে থাকে। তবুও মাথা নত করেননি তিনি। দীর্ঘ অসুস্থতার পর ১৯৩৭ সালে মুক্তি পান। এরপর কিছু সময় গান্ধীর আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত হন। কিন্তু সংগ্রাম তাঁর জীবনে কখনও থামেনি। ১৯৪২-৪৩; ভারত আবার উত্তাল। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের আগুন জ্বলছে চারদিকে। সেই সময় আবারও তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের সেবায়। যখন বাংলার মাটিতে মানুষ অনাহারে মরছে, তখন শান্তিসুধা নিজের জীবন ভুলে কাজ করেছেন অসহায়দের পাশে দাঁড়িয়ে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগ। নিজের জন্মভূমি বরিশাল ছেড়ে চলে আসতে হয় পশ্চিমবঙ্গে। একজন মানুষের কাছে এর চেয়ে বড় যন্ত্রণা আর কী হতে পারে! তবুও তিনি ভেঙে পড়েননি। তিনি শিক্ষা, সমাজচিন্তা, নারীজাগরণ এবং স্বাধীনতার আদর্শকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন শেষ দিন পর্যন্ত। হুগলি মহিলা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসেবে তিনি অসংখ্য নারীর জীবনে শিক্ষা দান করেন।

চিন দেশে বিশ্বকবি

২৫-শে বৈশাখ। কিন্তু কার নাম এই চু-চেন-তাং? এ তো আর আমাদের দেশী নাম নয়, খাস চিন দেশীয় নাম। বই পড়ে আরও অবাক হলাম যে, 'চু-চেন্-তাং' - হচ্ছেন আমাদের বিশ্বকবি। কবি তখন 'নোবেল পুরস্কার' পেয়েছেন 'গীতাঞ্জলি' লিখে (১৯১৩, ১০ নভেম্বর, মতান্তরে ১৩ নভেম্বর)। বিশ্বব্যাপি ছড়িয়ে পড়েছে বঙ্গ-দুলাল ভারত-রবির খ্যাতি। তাই দেশ-দেশান্তর থেকে প্রচুর আমন্ত্রণ আসছে কবিগুরুর কাছে। কেউ আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাদের দেশে পদার্পণ করে তাদের ধন্য করতে ; কেউ বা অনুরোধ জানিয়েছেন তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পদধুলি দিয়ে দেশের জ্ঞানী-গুণী ও ছাত্রদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলতে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর .. .. তিনি যে বিশ্বকবি, বিশ্বের ডাকে সাড়া না দিয়ে তিনি তাদের বিমুখ করবেন কী করে! তাই পূর্ব এশিয়া জাপান থেকে শুরু করে ব্রিটেন, আমেরিকা, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড, জার্মান, আরও কত কত দেশ তিনি ঘুরলেন, তার ইয়ত্তা নেই। তারপর ডাক এল চীন থেকে। পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে আমন্ত্রণ জানালো। সেসময় ভারতের বন্ধু, কৃষ্টি ও সভ্যতার সহযাত্রী চীনের আমন্ত্রণ পেয়ে কবি খুব খুশি হন, গ্রহণ করেন আন্তরিক আমন্ত্রণ। ওদিকে চীনে এক মহা হুলস্থুল শুরু হয়েছে। ভারতঋষি, বিশ্বকবি আসছেন চীন ভ্রমণে। কিভাবে তাঁকে সম্বর্ধনা জানানো হবে, কিভাবে কি হবে তাই নিয়ে সকলেই মহাব্যস্ত। কি ভাবে বিশ্বকবি'কে করা হবে স্বাগত, আদর-আপ্যায়ন, তাই নিয়ে দেশের ছোট-বড়ো, যুবক, ছাত্র সবার পক্ষ থেকে চীন সরকারের কাছে আবেদন গেল - মহামান্য অতিথি, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে যেন চীন-সম্রাটের রাজপ্রাসাদেই রাখার ব্যবস্থা করা হয়। এই উত্তম প্রস্তাবে সম্রাটের যে সৌভাগ্য, তাই সম্রাট গ্রহণ করলেন দেশের প্রস্তাব। ১৯২৪ সালে কবি পদার্পণ করলেন ঐতিহাসিক শহর পিকিং-এ। সমস্ত চীন দেশের লোক ভেঙে পড়েছে কবিকে দেখে ধন্য হতে। তিল ধারণের ঠাঁই নেই। সকলেই অবাক। কৈ, কবি কোথায়। এ যে শান্ত সুমাহিত সর্বসুন্দর ঋষি। চোখে-মুখে দীপ্ত অপূর্ব-সুন্দর জ্যোতি। মহাশ্রদ্ধায় অবনত হয় সকলের চিত্ত। চীন-সম্রাট শু-য়ান-তাং বিশ্বকবিকে অভ্যর্থনা জানালেন। দেশবাসীর পক্ষ থেকে তিনি তাঁকে উপহার দিলেন চারশো বছরের পুরানো একখানি ছবি, ভারত-চীনের অতীত দিনের মধুর সম্পর্ককে স্মরণ করে। এই প্রতীক উপহারে বিশ্বকবি অত্যন্ত খুশি হন। কবি যখন চীনে অবস্থান করছেন, সেই সময় এল পঁচিশে বৈশাখ। আনন্দময় সর্বত্র।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে।

পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাশ করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে।

সাধক রামপ্রসাদ

মা একটি সংসারকে নিজের কাঁধে নিয়ে বয়ে নিয়ে চলতে পারে। তিনি এত শক্তি সঞ্চয় করে যে তার আর কারোন ও অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন হয় না। নিজ শক্তির জোরে তিনি সব কিছু করতে পারে। গোটা বিশ্বকে পরিচালিত করার ক্ষমতা রাখে একজন নারী। তিনি হচ্ছেন মা। মা হচ্ছেন জীবন দায়িনী। তিনি জীবন দান করেন। মা শ্যামা হচ্ছেন সৃষ্টি কর্ত্রী। মাতৃশক্তি নিয়ে চলাফেরা করতে হয়। সাধক রামপ্রসাদ অজাতশত্রুতে পরিণত হতে পেরেছিলেন। তিনি জগতকে জয় করতে পেরেছিলেন। অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি যোগ সাধনা করতেন। সুর সঙ্গীত দিয়ে যোগ করা যেতে পারে। তাই সাধক রামপ্রসাদের মধ্যে একটি সাধনা শক্তি ছিল। তিনি সঙ্গীত সাধনা করেই শ্যামা মায়ের দেখা পেয়েছিলেন। নারীদের একটি অসীম শক্তি আছে। এই শক্তি দিয়ে নারীরা সব কিছু জানতে এবং বুঝতে পারে। আসলে মায়েরা হচ্ছেন মহা শক্তির আধার। তার মতো শক্তি আর কারোর নেই।

লর্ড হার্ডিঞ্জ হত্যায় বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস

রবীন্দ্রকুমার শীল

(ভারতে থাকার সময়ে বাংলার বিপ্লবী রাসবিহারী বোস দুটি উল্লেখযোগ্য গুপ্ত আক্রমণ গড়ে তুলেছিলেন। প্রথমটি হচ্ছে দিল্লিতে ভারতের ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জকে বোম দিয়ে হত্যা করার উদ্যোগ এবং দ্বিতীয় পদক্ষেপ হচ্ছে ভারতের দ্বিতীয় সিপাহি বিদ্রোহ সংগঠিত করা। কিন্তু দেখতে পাওয়া গেল যে দুটিই উদ্দেশ্য বিফলে গিয়েছিল। প্রথমটি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে যায়। ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জের দিকে তাক করে ঠিক মতো বোমাটা

ছোঁড়া হয়নি। তার ফলে হার্ডিঞ্জ আহত হন এবং প্রাণে বেঁচে যান। আর দ্বিতীয় পদক্ষেপ ছিল ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সিপাই বিদ্রোহ করা। বারাকপুরের প্রথম সিপাই বিদ্রোহ সারা ভারত জুড়ে প্রথম দিকে সাফল্য লাভ করলেও পরে তাকে কঠোর হাতে দমন করে ফেলেছিল ব্রিটিশ সেনারা। ফলে ব্রিটিশ সরকার ভারতে টিকে গেল। তারপরে রাসবিহারী বোস দ্বিতীয় সিপাই বিদ্রোহ তৈরি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। সব ঠিক ছিল। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকরা রাস বিহারী বোসের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে সব ফাঁস করে দিয়েছিল। সিপাইদের ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার খবর আগাম দিয়ে দিল ব্রিটিশ প্রশাসনকে। ফলে তাকে দমন করতে ব্রিটিশ সেনাদের বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। এরপরে ইতিহাস আরও বিশাল। তিনি জাপানে গিয়ে ইণ্ডিয়ান সেনা বাহিনী সংগঠিত করেন। সেই বাহিনী পরে আজাদ হিন্দ বাহিনী নাম গ্রহণ করে নেতাজি সুভাষ বোসের সেনা পতিত্বে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু ভগ্যের পরিহাস। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে জার্মান এবং জাপানের পরাজয়ে ফলে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনা অভিযান ব্যর্থ হয়। আত্মসমর্পণ করে। আর নেতাজিকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। রাসবিহারী বোসকে জাপান সরকার 'এশিয়ার সূর্য' আখ্যা দিয়েছিল।)

মে মাস বিপ্লবের মাস হিসাবে গণ্য। বাংলা কোনও কালেই গান্ধিজির অহিংসা আন্দোলনকে সমর্থন করেনি। বাংলা সব সময়ে সশস্ত্র বিপ্লবের পক্ষে ছিল। যেসব বিপ্লবীরা দেশের জন্য প্রাণ দিয়ে গিয়েছেন তাঁদেরকে স্মরণ করাই আমাদের কর্তব্য। প্রফুল্ল চক্রবর্তী ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকি, বিনয়-বাদল-দীনেশ, প্রীতিলতা, বাঘা যতীন, সূর্য সেন বসন্ত বিশ্বাস এর মতো বিপ্লরীরা দেশের জন্য ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে গিয়েছেন। এদেরকে স্মরণ করা আমাদের কর্তব্য।)

১৯১২ সাল। ২৩ ডিসেম্বর। দিল্লিতে কনকনে ঠাণ্ডা। দিল্লির চাঁদনি চক থেকে শুরু করে দেওয়ান-ই -আম পর্যন্ত রাস্তার দুই ধারে লোকে লোকারণ্য। কোথাও পা ফেলার জায়গা নেই। সাদা পোশাকের পুলিশ সতর্ক নরজদারি করতে শুরু করে দিয়েছে। কাউকে এক পাও এগোতে দিচ্ছে না। কড়া নিরাপত্তা। ভারতীয়দের বিশ্বাস করতে পারছে না ইংরেজ সরকার। চলছে নজরদারি। রাস্তার ভিড় করা জনতার মধ্যেও সাদা পোশাকের পুলিশ মিশে গিয়েছে। তারাও জনতার ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দিল্লির সেন্ট্রাল স্টেশন থেকে বড় লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের স্পেশাল ট্রেন এসে পৌঁছাল। হাতির পিঠে বসে আছেন লর্ড হার্ডিঞ্জ। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। উড়ছে ব্রিটিশ জাতীয় পতাকা। সেই সময়ে 'লীলাবতী' নাম গ্রহণ করে মহিলার ছদ্মবেশ ধারন করে মহিলা দলের সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এক যুবক। অল্প বয়স। প্রেমদাসজীর বারন্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন সেই যুবকটি। রাসবিহারী বোস তাঁকে নির্দেশ দিলেন বারন্দা থেকে রাস্তায় নেমে আসতে। সঙ্গে সময় নষ্ট না করে এক ছুটে রাস্তায় এসে উপস্থিত হল সেই বাঙালি তরুণটি। রাস্তায় দাঁড়িয়ে চূড়ান্ত নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করতে থাকল তরুণ যুবকটি। শরীর কঠিন। শক্তপোক্ত। গুরু রাসবিহারীর নির্দেশ পাওয়া মাত্র ভিড়ের মধ্যে থেকে হাতের বোমাটি লর্ড হার্ডিঞ্জের দিকে ছুঁড়ে দিলেন। বিশাল আওয়াজ হল। চারদিক কাঁপতে শুরু করে দিল। লর্ড হার্ডিঞ্জ দারুণভাবে আহত হলেন। অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেলেন। লেডি হার্ডিঞ্জ কিন্তু তখন মনোবল একেবারে হারাননি। তিনি মনকে একেবারে শক্ত করে রেখে দিয়ে ছিলেন। তখন তিনি কর্নেল ম্যাকওয়েলকে ডাকলেন। সকলের সাহায্য নিয়ে লর্ড হার্ডিঞ্জকে নিয়ে যাওয়া হল রাজপ্রসাদে। সেখানে ডাক্তাররা চিকিৎসা করলেন। তার ফলে সুস্থ হলেন লর্ড হার্ডিঞ্জ। রাসবিহারী বোস, অবোধবিহারী এবং তরুণ যুবকটি সবার চোখের আড়াল দিয়ে পলিয়ে গেলেন। কেউই তাঁদেরকে কেউ সন্দেহ করতে পারেনি। রাসবিহারী বোসের নির্দেশ ছিল কাজ শেষ হলে তরুণ যুবকটি লাহোরে ফিরে যাবে। কিন্তু তরুণ যুবকটি লাহোরে ফিরে না গিয়ে একেবারে রাসবিহারী বোসের আস্তানা দেরাদুনে গিয়ে উপস্থিত হন। তরুণ যুবকটি সেই সময়ে মনে করেছিলেন তার কাজ সাফল্য লাভে গুরু খুবই প্রশংসা করবেন। সে একেবারে আনন্দে মেতে উঠছিল। ভারতের বড় লাটকে হত্যা করতে পেরেছে। তাঁর কাজ সফল হয়েছে। এতদিন ধরে যে সব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল তা পরিপূর্ণতা লাভ করলো। সেই আনন্দে সেই যুবকটি লাহোর না গিয়ে একেবারে গুরুর আস্তানা দেরাদুনে গিয়ে উপস্থিত।দেরাদুনে গিয়ে তরুণ যুবকটিকে দেখে গুরু রাসবিহারী বোস সেখানে নেই। তিনি শুনলেন যে তাঁর গুরু রাসবিহারী বোস বড় লাটকে বোমা মারার প্রতিবাদ সভায় যোগ দিতে গিয়েছেন। সেই সভায় সভাপতিত্ব করছেন রাসবিহারী বোস স্বয়ং। গতকাল যিনি লর্ড হার্ডিঞ্জকে বোমা মারার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনিই দেবাদুনে এসে সেই বড় লাটকে মারার নিন্দা করতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি সভায় বলছেন, ' ত্রিশকোটি ভারতবাসী এরপর থেকে ঘিরে রাখবে আমাদের নয়নের মণি সম্রাট প্রতিভূকে।.. সর্ব্বোচ প্রতিনিধি আমাদের বড়লাট বাহাদুরের প্রতি নিক্ষিপ্ত এই বোমা আমাদের গায়ে এসে লেগেছে। ঈশ্বর করুণাময়ী। বড়লাট বাহাদুরের প্রাণহানি হয়নি।" গুরু রাসবিহারী বোসের এই বক্তব্য শুনে তরুণ যুবকটি একেবারে হতবাক। সে ভাবতে পারছিল না যে বিপ্লবী রাসবিহারী বোস এই রকম একজন ইংরেজদের ধামাধরা মানুষ। বড়োলাটকে হত্যা করার জন্য যিনি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁকে দিয়ে বোমা নিক্ষেপ করিয়েছিলেন দিল্লির শোভাযাত্রাকে লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করে তিনি আবার দেরাদুনে এসে বড় লাটকে বোমা মারার জন্য সমগ্র ভারতবাসীকে দুষতে শুরু করে দিয়েছেন। দুই মুখো নীতি গ্রহণ করছেন তাঁর গুরু। তাহলে কী তাঁর গুরু বিপ্লবী নন? এই রকম মনে সন্দেহ দেখা দিল তাঁর মনে। মনটা একেবারে খারাপ হয়ে গেল। তাঁর গুরুর এই আচরণ দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল যুবকটির। বড় লাটের পক্ষ নিয়ে বিপ্লবী গুরুর জ্বালামীয় বক্তৃতা শুনে তাঁর মনটা একেবারে বিষিয়ে গিয়েছিল। তিনি ভাবতে শুরু করেছিলেন এই কারণেই সে বিপ্লবী দলে নাম লিখিয়েছিল? এই দৃশ্য দেখবে বলেই সে বিপ্লবীদের হয়ে কাজ করতে শুরু করেছিল? এই রকম ইংরেজ সরকারের ধামাধরা ব্যক্তিকেই সে গুরু বলে গ্রহণ করে নিয়েছিল। তাঁর মনটা বিদ্রোহ হতে থাকলো। মাথা একেবারে ঠিক রাখতে পারছিল না। গুরুর আসল চেহারাটা প্রকাশ পেল। এই কারণে কি গুরু তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন লাহোরে ফিরে যেতে। গুরুর আসল চরিত্রটি প্রকাশ পেল তাহলে এতদিনে। কী করবে ভেবে কুল কিনারা করতে পরছিল না। দেরাদুনে তাঁকে কেউ চেনে না। তারপরে পুলিশের ভয় ছিল। পুলিশ যদি একবার জানতে পারে যে বাইরের অচেনা লোক দেরাদুনে এসে উপস্থিত। রাস্তাঘাট চেনে না। বিপদ সামনে। সাতপাঁচ ভেবে আবার রাসবিহারী বোসের আস্তানায় ফিরে গেলেন। প্রচণ্ড ক্ষিদে পেয়েছিল। পকেটে পয়সা নেই যে খাবার কিনে খাবে। সেখানে তখনও রাসবিহারী বোস এসে উপস্থিত হননি। প্রচণ্ড ক্ষিদে। গুরুর ঘরের দরজার কাছে বারন্দার সমানে এসে ঘুমিয়ে পড়ল। সন্ধ্যার সময়ে ফিললেন রাসবিহারী বোস। এসে দেখলেন ক্ষুদার্থ যুবকটি ঘরের বারন্দায় ঘুমিয়ে রয়েছে। রাসবিহারী তাঁকে দেখতে পেয়ে কোলে করে একেবারে ঘরের মধ্যে উপস্থিত। তাঁকে ধরে নাচানাচি করতে শুরু করে দিলেন রাসবিহারী বোস। তারপরে বজ্র কঠিন ভাষায় যুবকটিকে নিন্দা করলেন। গালে একটি ধাপ্পড় কষিয়ে দিয়েছিলেন আজ্ঞা পালন না করার জন্য। মহিলা পোশাক পরা অবস্থাই দিল্লি ত্যাগ করেছিল তরুণ যুবকটি। তখনও তাঁর আসল নামটা কেউই জানতো না। দেরাদুনে এসে গুরু রাসবিহারী বোস তাঁকে বকা ঝকা দেওয়া সময়ে তাঁর আসল নামটা উচ্চারণ করলেন। এই যুবকটির নাম হল বসন্ত বিশ্বাস। ঘোষণা করল ইংরেজ সরকার যে কলকাতা থেকে রাজধানি দিল্লিতে স্থানান্তরিত হবে। সেই ঘোষণা দিতে ভারতের ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ দিল্লিতে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। বিপ্লবী রাসবিহারী বোস সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন কলকাতা থেকে রাজধানি দিল্লিতে নিয়ে যাওয়াব সিদ্ধান্তের জন্য ব্রিটিশদের খেশারত দিতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ উন্নয়নে ভারত চেম্বার্স অফ কমার্সের মত

বুদ্ধদেব মিশ্র

পশ্চিমবঙ্গে নতুন সরকারকে ঘিরে বণিকসভাগুলো নিজস্ব মতামত প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছে। ভারত চেম্বার অফ কমার্স থেকে শুরু করে বেঙ্গল চেম্বার্স অফ কমার্স, মার্চান্ট চেম্বার অফ কমার্স প্রভৃতি বণিকসভাগুলো পশ্চিমবঙ্গে শিল্প উন্নয়নের পক্ষে মতামত দিতে শুরু করেছে। এই সব বণিকসভাগুলো আশা প্রকাশ করেছে যে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পে নতুন জোয়ার এসে উপস্থিত হবে। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে বাংলায় বিজেপি সরকার যাতে জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখবে। পশ্চিমবঙ্গে ভারী শিল্প স্থাপিত হচ্ছিল না। ভারতের অধিকাংশ নতুন শিল্পগুলো গুজরাত, হরিয়ানা এবং মুম্বইতে প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করেছিল। মুম্বই আমেদাবাদে বুলেট ট্রেন চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে রেল কর্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যে তার কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। বাংলার বণিকসভাগুলো বাংলায় নতুন করে শিল্প চাঙ্গা করার ইঙ্গিত দিতে শুরু করেছে। অধিকাংশ বণিকসভাগুলো আশা প্রকাশ করছে যে পশ্চিমবঙ্গে নতুন সরকার শিল্প স্থাপন করার দিকে সরকার বিশেষ নজর দেবে। এদিকে জানতে পারা গিয়েছে যে নতুন শিল্পমন্ত্রী যিনি হবেন তার সঙ্গে বণিকসভাগুলোর সদস্যরা মিলিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গে যাতে নতুন শিল্প গড়ে তোলার সম্ভাবনা তৈরি করা যায় তার ক্ষেত্র রচনা করার উদ্যোগী হতে ।

পশ্চিমবঙ্গের নতুন সরকারের শপথ গ্রহণকে ঘিরে আশার আলো দেখছে দেশের অন্যতম প্রাচীন বাণিজ্য সংগঠন Bharat Chamber of Commerce। সংগঠনের সভাপতি Naresh Pachisia এক প্রেস বিবৃতিতে নবনিযুক্ত মুখ্যমন্ত্রী Suvendu Adhikari-কে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এই শপথ গ্রহণ শুধুমাত্র একটি সাংবিধানিক পরিবর্তন নয়, বরং বাংলার উন্নয়ন, স্থিতিশীলতা, শিল্পোন্নয়ন ও নতুন আস্থার সূচনা। তিনি বলেন, বিপুল জনসমর্থন প্রমাণ করেছে যে রাজ্যের মানুষ উন্নয়ন, স্বচ্ছ প্রশাসন, কর্মসংস্থান এবং সামাজিক সম্প্রীতির পক্ষে মত দিয়েছেন। দীর্ঘদিনের পরিশ্রম, সংগ্রাম এবং জনসেবার স্বীকৃতি হিসেবেই শুভেন্দু অধিকারীর এই উত্থানকে ঐতিহাসিক বলে উল্লেখ করেন তিনি।

ভারত চেম্বার অফ কমার্সের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠায় শিল্প, অবকাঠামো ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী Narendra Modi এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আশ্বাস অনুযায়ী, মানুষ এখন সুশাসন, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা, শিল্পবৃদ্ধি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের নতুন যুগের প্রত্যাশা করছে।

১২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ভারত চেম্বার অফ কমার্স জানিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে তারা সবসময় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং নতুন সরকারের উন্নয়নমূলক উদ্যোগে পূর্ণ সমর্থন জানাবে। সীমান্ত নিরাপত্তা, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, MSME উন্নয়ন, শিল্প প্রসার, বাণিজ্য সহজীকরণ ও অবকাঠামো গঠনের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেও সরকার ও শিল্পমহলের গঠনমূলক সহযোগিতার আশাবাদী ব্যক্ত করা হয়েছে।

বিবৃতিতে আরও উল্লেখ করা হয়, এই ঐতিহাসিক শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান এমন এক দিনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যেদিন কবিগুরু Rabindranath Tagore এবং বিশিষ্ট চিন্তাবিদ Gopal Krishna Gokhale-এর জন্মবার্ষিকী পালিত হচ্ছে। তাই এই দিনটি বাংলার জন্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। **ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র।**

ডাবল ইঞ্জিন সরকারের লক্ষ্য অর্থনীতি

চিত্তজিৎ দত্ত

ভোট-পরবর্তী বাংলার অর্থনীতি পরিবর্তনের সম্ভাবনা নাকি পুরনো পথের পুনরাবৃত্তি? নির্বাচন কেবল রাজনৈতিক ক্ষমতার পালাবদল নয়; এটি একটি সমাজের সামগ্রিক দিশা নির্ধারণের মুহূর্ত। প্রতিটি ভোটের রায়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে মানুষের প্রত্যাশা, ভবিষ্যতের স্বপ্ন এবং বর্তমানের সীমাবদ্ধতা থেকে বেরিয়ে আসার আকাঙ্ক্ষা। পশ্চিম বঙ্গের সাম্প্রতিক নির্বাচনের পর তাই স্বাভাবিকভাবেই একটি বড় প্রশ্ন সামনে এসেছে;এই পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে কি রাজ্যের অর্থ নীতিতেও কোনও মৌলিক পরিবর্তন ঘটতে চলেছে, নাকি পুরনো ধারাই নতুন আঙ্গিকে ফিরে আসবে? বাংলার অর্থ নীতি দীর্ঘদিন ধরেই এক জটিল বাস্তবতার মধ্যে আবদ্ধ। একদিকে রয়েছে সমৃদ্ধ ইতিহাস, শিল্প ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য, অন্যদিকে রয়েছে শিল্প হীনতার দীর্ঘ ছায়া, বেকারত্বের চাপ এবং বিনিয়োগের ঘাটতি। এই দ্বৈত বাস্তবতার মধ্যেই প্রতিটি সরকারকে পথ খুঁজে নিতে হয়। নির্বাচন সেই পথের দিকনির্দেশ পাল্টাতে পারে, কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন সুস্পষ্ট পরিকল্পনা এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছা।

ভোটের ফলাফল অনেক সময়ই মানুষের অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতার প্রতিফলন। যদি মানুষ মনে করে যে তাদের জীবনে উন্নতি আসেনি, কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়েনি, বা জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়নি, তবে সেই অসন্তোষ ভোটবাক্সে প্রতিফলিত হয়। এবারের নির্বাচনের ফলাফলেও সেই বার্তা আংশিক ভাবে স্পষ্ট। ফলে নতুন বা পুনর্গঠিত সরকার যেই হোক না কেন, তাদের সামনে প্রধান চ্যালেঞ্জ হবে এই অর্থনৈতিক প্রত্যাশা পূরণ করা।

সবচেয়ে বড় প্রশ্নটি শিল্পায়নকে ঘিরে। পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের পুনর্জাগরণ নিয়ে বহু বছর ধরে আলোচনা চলছে, কিন্তু বাস্তবে সেই অগ্রগতি প্রত্যাশিত গতিতে হয়নি। বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জন, জমি নীতি, পরিকাঠামোর উন্নতি; এই সমস্ত বিষয়েই এখনও অনেক কাজ বাকি। নির্বাচন-পরবর্তী পরিস্থিতি যদি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে পারে, তবে তা বিনিয়োগ আকর্ষণের ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক বার্তা দিতে পারে। কিন্তু শুধুমাত্র স্থিতিশীলতা যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন কার্যকর নীতি এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা। কৃষি ক্ষেত্রও বাংলার অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী না হলে সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে যদি কৃষকদের আয় বৃদ্ধি, বাজারে প্রবেশাধিকার এবং প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর দিকে নজর দেওয়া হয়, তবে তা অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। তবে এই ক্ষেত্রেও প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, শুধুমাত্র স্বল্পমেয়াদি সহায়তা নয়।

একইসঙ্গে পরিষেবা খাতের সম্ভাবনাও উল্লেখযোগ্য। তথ্য প্রযুক্তি, পর্যটন, শিক্ষা;এই ক্ষেত্রগুলি বাংলার অর্থনীতিকে নতুন দিশা দেখাতে পারে। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের জন্য কর্ম সংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে হলে এই খাতগুলিতে বিনিয়োগ বাড়ানো জরুরি। নির্বাচন-পরবর্তী সরকার যদি এই দিকগুলিতে জোর দেয়, তবে তা অর্থনীতির গতিপথ পরিবর্তনে সহায়ক হতে পারে।

তবে এই সমস্ত সম্ভাবনার মাঝেও একটি বড় বাধা হল রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতি। ঋণের বোঝা ক্রমশ বাড়ছে, এবং সেই সঙ্গে বাড়ছে সুদের চাপ। এই পরিস্থিতিতে নতুন প্রকল্প শুরু করা বা বড় মাপের বিনিয়োগ করা সহজ নয়। তাই অর্থনৈতিক নীতিতে ভারসাম্য বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; একদিকে উন্নয়নের গতি বজায় রাখা, অন্যদিকে আর্থিক শৃঙ্খলা রক্ষা করা।

এখানেই আসে প্রশাসনিক দক্ষতার প্রশ্ন। অনেক সময় দেখা যায়, নীতির অভাব নয়, বাস্তবায়নের দুর্বলতাই উন্নয়নের পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায়। প্রকল্পের দেরি, দুর্নীতি, সমন্বয়ের অভাব;এই সমস্যাগুলি দূর না হলে কোনও নীতিই সফল হয় না। নির্বাচন-পরবর্তী সরকার যদি এই ক্ষেত্রগুলিতে কঠোর পদক্ষেপ নিতে পারে, তবে তা অর্থনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে।

রাজনৈতিক সংস্কৃতিও এই প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিনিয়োগকারীরা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক নীতিই দেখেন না; তারা রাজনৈতিক পরিবেশ, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা এবং আইনের শাসনের উপরও গুরুত্ব দেন। তাই একটি সুস্থ, স্থিতিশীল এবং সহযোগিতামূলক রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরি করা জরুরি।

সবশেষে, নাগরিকদের ভূমিকার কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। অর্থনৈতিক পরিবর্তন কেবল সরকারের মাধ্যমে সম্ভব নয়; এতে সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ দরকার। উদ্যোক্তা মানসিকতা, দক্ষতা উন্নয়ন, কর প্রদানে সচেতনতা;এই সমস্ত বিষয়ই অর্থনীতির ভিত্তিকে শক্তিশালী করে।

অতএব, নির্বাচন-পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। সামনে রয়েছে সম্ভাবনা, কিন্তু সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে গেলে প্রয়োজন সঠিক দিশা, দৃঢ় নেতৃত্ব এবং কার্যকর নীতি। পরিবর্তনের সুযোগ এসেছে ঠিকই, কিন্তু সেই সুযোগকে কাজে লাগানোই আসল চ্যালেঞ্জ।

ভোটের রায় একটি সূচনা মাত্র। সেই সূচনাকে সফল পরিণতিতে পৌঁছে দিতে হলে প্রয়োজন ধারাবাহিকতা, দায়িত্ববোধ এবং সবচেয়ে বড় কথা, মানুষের প্রতি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার আন্তরিকতা। বাংলার অর্থনীতি বদলাবে কি না, তার উত্তর লুকিয়ে রয়েছে এই প্রচেষ্টার মধ্যেই। তবে নতুন সরকার এসে যে সব প্রতিশ্রুতি দিতে শুরু করে দিয়েছে তাতে মনে হচ্ছে যে বাংলার অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে সরকার সচেষ্ট হবে। কিন্তু যে বিশাল অঙ্কের ঋণ মাথার ওপরে বোঝা হিসাবে রয়ে গিয়েছে তার কী হবে? কীভাবে সেই সব ঋণকে মকুব করা হবে? তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা হচ্ছে। ডাবল ইঞ্জিন সরকার প্রতিষ্ঠা করে যদি বাংলার অর্থনীতিকে চাঙ্গা না করা যায় তাহলে কিন্তু বাংলার বিজেপি সরকার জনগণের সমানে রাখা প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবে পরিণত হতে প্রশ্ন থেকে যাবে।

ডাবল ইঞ্জিন সরকারের থেকে সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যাশা

বিশেষ প্রতিবেদক

২০২৬ এর নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে প্রথমবারের মতন বিজেপির পিতৃপুরুষ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির বাংলাতে সরকার গঠন করতে চলেছে বিজেপি। অজয় মুখার্জির পর আবার দ্বিতীয়বার পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলা থেকে এই সরকারের নেতৃত্ব দিচ্ছেন পূর্ব মেদিনীপুরের শুভেন্দু অধিকারী। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের পর স্মরণকালের মধ্যে উপমুখ্যমন্ত্রী সহ নতুন সরকার শপথ নিচ্ছেন দীর্ঘদিন থেকে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র শুভেন্দু অধিকারী। এই পট ভূমিকায় নতুন সরকারের কাছে বাংলার প্রত্যাশা অপরিসীম। প্রায় ৪৯ বছর কেন্দ্র ও রাজ্যের আলাদা আলাদা সরকারে থাকার কুফল পিছিয়ে দিয়েছে বাংলাকে সর্বক্ষেত্রে। এই প্রথম দুই সরকার একসাথে বাংলার উন্নতিতে সিদ্ধান্ত নেবে। ১৫ বছরের তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারের পর এই এই সরকারের কাছে আমাদের মূল চাহিদা ও প্রত্যাশাও অনেক। পশ্চিমবাংলা কি নতুন ভাবে করে তুলতে এবং পশ্চিমবাংলাকে আবার সমৃদ্ধশালী করতে সরকারকে অবশ্যই নজর দিতে হবে এই বিষয়গুলিতে তাহলেই একমাত্র সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব। পশ্চিমবঙ্গের সোনার বাংলা করার লক্ষ্যে অন্তত দশটি মূল দিকে বিশেষ নজর দেওয়ার দরকার এই সরকারের, এখন দেখার নতুন সরকারের আমলে এই প্রত্যাশাগুলো বাংলার কতটা পূরণ হয়।

ডাবল ইঞ্জিন বেনিফিট, ভারী শিল্প আসুক বঙ্গে বাড়ুক কর্মসংস্থানঃ ব্র্যান্ড বুদ্ধের আমলে নতুন করে বাংলাতে শিল্প গড়ে তোলার যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল তৎকালীন কেন্দ্রের সহযোগী কংগ্রেস সরকারের আমলে। তা ব্যাহত হয় কৃষি আন্দোলন এবং পরবর্তীকালে টাটার পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে চলে যাওয়ার ঘটনায়। তারপর পশ্চিমবঙ্গে ভারী শিল্প আসেনি এর পিছনে রাজনৈতিক কারণের পাশাপাশি কেন্দ্রের সহযোগিতা না থাকা ও একটা বড় কারণ। আবার খনিজ সম্পদ বাংলায় যথেষ্ট রয়েছে। কিন্তু কেন বাংলায় ভারী শিল্প আসছে না তা নিয়ে ভেবে দেখার সময় এসে গিয়েছে। ডাবল ইঞ্জিন সরকার যদি বাংলাকে আর্থিক দিক দিয়ে শক্তিশালী করতে পারে তাহলে বিজেপি সরকার বাংলার জনগণের আশীর্বাদ লাভ করবে। বাংলায় আর্থিক উন্নতি হবে।

‘রাহুল গান্ধির কাছে হাতজোড় করতে হবে তৃণমূল নেত্রীকে’, খোঁচা অধীরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১০ মেঃ রাজ্যে পালাবদলের আবহে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বেনজির আক্রমণ প্রদেশ কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী। তাঁর দাবি, একসময়কালে বাম শাসন হটাতে নকশালদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন নিজেই রাজনৈতিক অস্তিত্ব সংকটে ভুগছেন। অধীরের খোঁচা, রাহুল গান্ধির কাছে হাতজোড় করতে হবে তৃণমূল নেত্রীকে। অধীর চৌধুরী সরাসরি তোপ দেগে বলেন, ‘‘বামদের তাড়ানোর সময় উনি নকশালদের সাথে বন্ধুত্ব করেছিলেন, পরে কিষানজিকে হত্যা করা হয়েছিল। এখন দিদি বিপদে পড়েছেন, তাই ‘বাঁচাও বাঁচাও’ করে সবাইকে ডাকছেন।’’ তাঁর মতে, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এখন তীব্র হতাশায় রয়েছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগামী দিনের কর্মসূচি ও বৈঠক প্রসঙ্গে তাঁর টিপ্পনি, ‘‘বিকেল চারটে থেকে ছটার মধ্যে ওঁর বাড়িতে কারা দেখা করতে যাচ্ছেন, সেটা আমরা দেখতে চাই। যদি কেউ যায়, তবেই বোঝা যাবে বাংলার মানুষ তাঁকে আন্দোলনের নেত্রী হিসেবে এখনও স্বীকৃতি দিচ্ছে কি না।’’ এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও আক্রমণ করতে ছাড়েননি তিনি। অভিষেকের বাসভবনকে ‘মিউজিয়াম’-এর সঙ্গে তুলনা করে অধীরবাবু বলেন, ‘‘শুনছি খোকাবাবুর বাড়ি নাকি এখন দর্শনীয় স্থান হয়ে গেছে। মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো হওয়ার দৌলতে কী বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হওয়া যায় এবং সেই ক্ষমতায় কেমন বাড়িঘর বানানো যায়, তা দেখতেই মানুষ ভিড় জমাচ্ছে। খোকাবাবুর বাড়ি যেমন মিউজিয়াম হয়েছে, দিদির বাড়িও খুব শীঘ্রই মিউজিয়াম হয়ে যাবে।’’ আগামী দিনের জাতীয় রাজনীতির সমীকরণ নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে অধীর চৌধুরী বলেন, ‘‘দিদি হাজরার মোড়ে দাঁড়িয়ে কী করবেন, সেটা দেখার অপেক্ষায় আছি। তবে এটুকু নিশ্চিত, আগামী দিনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাহুল গান্ধির কাছে হাতজোড় করেই দাঁড়াতে হবে।’’ প্রসঙ্গত, শনিবার কালীঘাটের বাড়িতে রবীন্দ্র জয়ন্তীর অনুষ্ঠানের পর বিজেপিকে রুখতে ‘জোট বাঁধার’ বার্তা দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ‘‘তৃণমূল থেকে আবেদন জানাচ্ছি, দরকারে গ্রহণ করবেন, নয়ত করবেন না। আমি সব ছাত্র-যৌবনদের আবেদনদের বলব জোট বাঁধুন। সবাই এক প্ল্যাটফর্মে আসুন। যত রাজনৈতিক দল আছে যাঁরা বিজেপির বিরোধিতা করে সকলে আসুন...।’’ সেক্ষেত্রে তিনি বাম ও অতিবামদেরও আবেদন জানান। বলেন, ‘‘আমার কোনও ইগো নেই। বিজেপিকে রুখতে হলে সকলে একসঙ্গে থাকব। দিল্লিতে তো লড়াই করব। রাজ্যেও জোট বেঁধে লড়ব।’’ যদিও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই আবেদনে সাড়া দিতে নারাজ বামেরা। আপাতত বামেরা ‘একলা চলো’ নীতিই গ্রহণ করেছে। এর প্রেক্ষিতে রবিবার অধীর চৌধুরীর এই মন্তব্যে নতুন করে রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল পড়েছে। তৃণমূলের পক্ষ থেকে অবশ্য এখনও এই বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

রাজ্যে পালাবদল হতেই বিপজ্জনক সেতু পুনর্নির্মাণ করতে সরব গ্রামবাসীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ময়নাগুড়ি, ১০ মেঃ অভিযোগ, এলাকার বেশিরভাগ মানুষ বিজেপি সমর্থিত হওয়ার কারণে বাঁশের সাঁকো পর্যন্ত ভেঙে দিয়েছিল স্থানীয় তৃণমূল সমর্থকরা। দীর্ঘদিন ধরে যাতায়াতে চরম দুর্ভোগের শিকার সাঁকোর দুই ধারের গ্রামের মানুষরা। রাজ্যে পালাবদল হতেই এবার একজোট হয়ে পাকা সেতুর দাবিতে সরব হলেন ময়নাগুড়ির খাগড়াবাড়ি ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিলারডাঙ্গা এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শিউলি নদীর উপর বহু বছর ধরে একটি বাঁশের সাঁকোই ছিল দুই গ্রামের মানুষের একমাত্র ভরসা। সেই সাঁকো দিয়েই প্রতিদিন স্কুল

পড়ুয়া, কৃষক থেকে সাধারণ মানুষ যাতায়াত করতেন। তবে সময়ের সঙ্গে সাঁকোর অবস্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। অভিযোগ, এক স্কুলছাত্রীর সাঁকো থেকে পড়ে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটে। এরপরও স্থায়ী সমাধানের জন্য কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে দাবি গ্রামবাসীদের। বাসিন্দাদের অভিযোগ, খাগড়াবাড়ি ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তথা তৃণমূল নেতা বাবলু রায়ের কাছে একাধিকবার পাকা সেতুর দাবি জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ নেননি তিনি। উল্টে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণেই এলাকার মানুষকে বঞ্চিত করা হয়েছে বলেও অভিযোগ তাঁদের। এদিকে নতুন সরকার গঠনের পর এলাকাবাসীর আশা বেড়েছে। তাঁদের দাবি, ময়নাগুড়ির বিধায়ক দ্রুত বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে অন্তত অস্থায়ীভাবে একটি নিরাপদ বাঁশের সাঁকো তৈরি এবং পরবর্তীতে স্থায়ী পাকা সেতু নির্মাণের ব্যবস্থা করুক।

‘বিধায়ক এসি ঘরে বসে থাকবে সেই কালচার বিজেপি-র নয়’

হাতে খাতা নিয়ে পাড়া-পাড়া ঘুরছেন নতুন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেদিনীপুর, ১০ মেঃ মানুষের সমস্যার সমাধানে এবার বাড়ি-বাড়ি যাবেন বিধায়ক। রবিবার থেকেই সেই কর্মসূচি শুরু করলেন মেদিনীপুরের বিধায়ক শঙ্কর গুছাইত। মুখ্যমন্ত্রীর শপথ নেওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই এই পদক্ষেপ। শঙ্করের কথায়, ‘‘সাধারণ মানুষকে বিধায়কের কাছে আসতে হবে না। বিধায়ক যাবেন সাধারণ মানুষের বাড়িতে।’’ এই ভাবনাকে সাবনে রেখেই হাতে নোটপ্যাড নিয়ে সাধারণ মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছেন মেদিনীপুরের ডক্তর শঙ্কর গুছাইত। রবিবার সকাল থেকেই মেদিনীপুর শহরের বিভিন্ন বাড়ি বাড়ি ঘুরলেন তিনি। শুনলেন সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগ। আশ্বস্ত করলেন পরিবর্তনের। বিধায়কের বক্তব্য এটা শুধু আশ্বস্ত নয়। অঙ্গীকারবদ্ধ হচ্ছেন তিনি যে এই সমস্ত গরিব মানুষের অবস্থার পরিবর্তন করবেন। এলাকার সাধারণ মানুষও আপ্লুত বিধায়কের এই উদ্যোগ দেখে। তাঁরা আশা রাখছেন এবার তাঁদের পরিবর্তন হবে। শঙ্কর বলেন, ‘‘আমি খাতা নিয়ে বেরিয়েছি। বাড়ি বাড়ি যাচ্ছি। খুব সমস্যা। আল্পনা মাঝির বাড়িতে বাথরুম। আশা চৌবে বয়স ৭০ তাঁর বাড়ি হয়নি। আমরা আশ্বস্ত করছি যে সবটা ঠিক করে দেব। এখানে অনেক গরিব মানুষ রয়েছেন। তাঁরা সত্যিই কিছু পায়নি। আমার দায়িত্ব বাড়ল সমস্যা সমাধানের জন্য। মানুষ ভোট দিয়েছে মানুষের কাজের জন্য। বিধায়ক এসি ঘরে বসে থাকবে সেই কালচার বিজেপির নয়।’’

বহরমপুরে তৃণমূল কাউন্সিলর ভীষ্মদেব জামিন আদালতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বহরমপুর, ১০ মেঃ বহরমপুরে গ্রেপ্তার তৃণমূল কাউন্সিলার। যদিও রবিবার আদালত তাঁকে জামিন দেয়। গত এপ্রিল মাসের একটি ঘটনায় বহরমপুর পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার ভীষ্মদেব কর্মকারকে শনিবার রাতে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ভীষ্মদেব মুর্শিদাবাদ জেলা যুব তৃণমূলের সভাপতিও। রবিবার তাঁকে বহরমপুর সিজেএম আদালতে তোলা হলে জামিন দেয় আদালত। গত ৩ এপ্রিল বহরমপুর পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে ভোট প্রচারকে কেন্দ্র করে তৃণমূল ও কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ভোট প্রচারে গেলে অধীর চৌধুরীকে হেনস্থার অভিযোগ ওঠে। সেই ঘটনায় বহরমপুর থানার পুলিশ ভীষ্মদেবকে গ্রেপ্তার করে শনিবার। কংগ্রেস সেই সময়ে অভিযোগ করেছিল, তাদের প্রচারের সময়ে তৃণমূল কর্মীরা পথ অবরোধ করে বচসা ও হাতাহাতিতে জড়ান। যদিও সে দিন এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছিল তৃণমূল। কংগ্রেসের তরফে আরও অভিযোগ করা হয়েছিল, তৃণমূলের স্থানীয় কাউন্সিলার ভীষ্মদেব কর্মকার ও তাঁর অনুগামীরা ইচ্ছাকৃত ভাবে বাধা সৃষ্টি করেন এবং কর্মীদের মারধর করেন। অধীর চৌধুরী নির্বাচন

কমিশন, মুর্শিদাবাদ জেলাশাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। এমনকী বহরমপুর থানাতেও ওই বিষয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। বাংলায় পালাবদলের পরে এ বার অ্যাকশনে পুলিশ। যদিও এ দিন আদালতে তোলার সময়ে ভীষ্মদেব বলেছিলেন, ‘‘তৃণমূল করেছি, ছাত্র-যুব সংগঠন করেছি। আজকে যারা ক্ষমতায় এসেছে তারা অ্যারেস্ট করাচ্ছে।’’ বহরমপুর থানার আইসি শুভাশিস ঘোষ বলেন, ‘‘ভোট প্রচারে বাধা ও উত্তেজনা সৃষ্টির অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।’’ জামিন পেয়ে ভীষ্মদেব বলেন, ‘‘আমি আইনের উপরে ভরসা রাখি। আর নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাসী। তাই এ ভাবে কেউ আমাদের আটকে রাখতে পারবে না। আমি দলকে ধন্যবাদ জানাব। আইনজীবী দেওয়া থেকে শুরু করে সব রকম ভাবে সহযোগিতা করেছে।’’

রেখা পাত্রের জয়, ন্যাড়া হচ্ছেন একের পর এক বিজেপি কর্মী! কেন?

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা, ১০ মেঃ সুন্দরবনের হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভায় বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রের জয় এবং রাজ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের আবহে এক অভিনব দৃশ্য হেমনগরের

কালীতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের পারঘুমটি এলাকায়। এ যেন মানত পূরণ! দীর্ঘ দেড় দশকের ‘মানত’ পূরণ করতে এবং তৃণমূলের পরাজয়ে উল্লাস প্রকাশ করে মাথা মুণ্ডন করলেন এলাকার একদল বিজেপি কর্মী-সমর্থক। জয়ের উল্লাসে সর্বত্র চলছে ঝালমুড়ি খাওয়া, লাড্ডু বিলি, মুখমিষ্টি, কিন্তু আক্ষরিক অর্থেই বিজেপি কর্মী সমর্থকরা যে লড়াই চালিয়েছেন, তা স্বার্থক হওয়ায় মাথা ন্যাড়া হচ্ছেন। ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু কালীতলার ২৫০ নম্বর বুথ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১১ সালে রাজনৈতিক সংঘর্ষের জেরে ভয়াবহ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলেন বিজেপি কর্মী নিতাই পদ রায় ও তাঁর পুত্র দীনবন্ধু রায়। প্রাণ বাঁচাতে সেদিন তাঁদের নদীতে ঝাঁপ দিয়ে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। সেই কঠিন সময়েই নিতাই সংকল্প করেছিলেন, যেদিন এলাকায় বিজেপির জয় হবে এবং রাজ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তন আসবে, সেদিন তিনি মস্তক মুণ্ডন করে কালীপুজো দেবেন। দীর্ঘ ১৫ বছরের অপেক্ষার পর সেই আকাঙ্ক্ষিত জয় আসতেই পারঘুমটি মিতালী সংঘের মাঠে উৎসবের মেজাজ তৈরি হয়। ঢাকের আওয়াজ আর উলুধ্বনির মাঝে নিতাইবাবুসহ একাধিক সমর্থক ন্যাড়া হয়ে মায়ের পুজো দেন। নিতাই পদ রায় আবেগপ্রবণ হয়ে বলেন, ‘‘এই জয় দীর্ঘ সংগ্রামের জয়। সুন্দরবনের মানুষ আজ সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশের আশায় বুক বাঁধছেন। সেই আনন্দেই আজ মায়ের কাছে মানত পূরণ করলাম।’’ এলাকায় গেরুয়া শিবিরের এই অকাল দিওয়ালিতে খুশির হাওয়া কর্মীদের মধ্যে। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, এই ঘটনা কেবল এক ব্যক্তির মানত পূরণ নয়, বরং সুন্দরবনের সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও বঞ্চনার অবসরের প্রতীক।

বাংলা পড়ানো মাস্টারমশাই আজ বাংলার মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১০ মেঃ প্রতিদিন বহু ছাত্র-ছাত্রীদের বাংলা পড়িয়েছেন। তাঁদের পরীক্ষা নিয়েছেন। ভাল রেজাল্ট হলে ভালবেসেছেন, খারাপ হলে হয়ত পড়ুয়াদের শাসন করেছেন। সেই বাংলার শিক্ষক এখন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মন্ত্রিসভার মন্ত্রী। এখন শুধু পড়ুয়া নয় গোটা বাংলার দেখভালের দায়িত্ব তাঁর কাঁধে। শনিবার বিগ্রেড প্যারেড গ্রাউন্ডে আয়োজিত হয়েছিল শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর পাশাপাশি বেশ কয়েকজন বিধায়ক মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। তাঁদের মধ্যেই ছিলেন বাংলার শিক্ষক তথা রানিবাঁধের বিধায়ক ক্ষুদিরাম টুডু। তবে এখনও পর্যন্ত তাঁর দফতর বণ্টন করা হয়নি। রাজনীতির পাশাপাশি শিক্ষক হিসেবেও পরিচিত ক্ষুদিরাম টুডু। তিনি বর্ধমান শহরের বাণিপীঠ উচ্চ বিদ্যালয়ে বাংলার শিক্ষক হিসেবে কর্মরত। দীর্ঘদিন ধরে বর্ধমান শহরের কালনাগেট সংলগ্ন খাঁপাড়ার একটি ভাড়া বাড়িতে বসবাস করছেন। মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই রানিবাঁধ ও বর্ধমান-দুই জায়গাতেই খুশির হাওয়া। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের মতে, সাধারণ জীবনযাপন ও শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে মানুষের কাছে সহজেই পৌঁছে যেতে পারেন ক্ষুদিরাম। এবার মন্ত্রী হিসেবে তাঁর উপর বাড়তি দায়িত্ব আসতে চলেছে বলেই মনে করছেন বিদ্যাপীঠ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক গোপীবল্লভ রায়। গোপীবল্লভবাবু বলেন, ‘‘ক্ষুদিরাম বাংলার শিক্ষক। ওঁর এক মেয়ে আছে। ওঁর স্ত্রী আশাকর্মী। ক্ষুদিরামের সময় জ্ঞান প্রবল। সঠিক সময়ে আসতেন, সঠিক সময়ে যেতেন। কোনও ঝামেলায় থাকতেন না। উনি এবং আমি একসঙ্গে যৌথভাবে হস্টেল বানিয়েছি। আর উনি না থাকলে সেটা হত না। ওঁকে প্রধানমন্ত্রীও খুব ভালবাসে।’’

মাঝরাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, ঝাড়গ্রামে পুড়ে ছাই ৭টি দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ১০ মেঃ ঝাড়গ্রাম শহরের লোকাল বোর্ড এলাকায় অগ্নিকাণ্ড। ভস্মীভূত ওই এলাকার সাতটি দোকান। শনিবার রাত একটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের একটি ইঞ্জিন। প্রায় আড়াই ঘণ্টার চেষ্টায় দমকল কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও প্রাণহানির খবর মেলেনি। তবে ঠিক কী কারণে ওই এলাকায় আগুন লাগল, তা এখনও জানা যায়নি। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ এবং দমকল। সূত্রের খবর, গত কয়েক বছরে লোকাল বোর্ড এলাকায় টিন ও ত্রিপল ঘেরা একাধিক অস্থায়ী দোকান গড়ে উঠেছিল। তার মধ্যে ভাতের হোটেল, গ্যারাজ, সেলুন, মাংসের দোকান ও স্টেশনারি দোকান রয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার হঠাৎই দোকানগুলোতে আগুন জ্বলতে দেখা যায়। খবর পেয়ে ব্যবসায়ী ও এলাকার বাসিন্দারা দ্রুত সেখানে ছুটে আসেন। তাঁরাই প্রথমে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। তার পরে খবর দেওয়া হয় দমকলে। ব্যবসায়ীদের একাংশের দাবি, ঘটনায় কোনও বড় চক্রান্ত থাকতে পারে। তাঁদের দাবি, রাত ১০টার মধ্যেই সব দোকান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। রাত্রি সাড়ে ১১ টা থেকে প্রায় ১২টা পর্যন্ত বৃষ্টি হয়। তার পরে ভিজে জায়গায় কী ভাবে আগুন লাগতে পারে, প্রশ্ন ব্যবসায়ীদের। দমকল এবং পুলিশ পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান শর্ট-সার্কিট থেকে আগুন লেগে থাকতে পারে। ঝাড়গ্রাম দমকল বিভাগের আধিকারিক নন্দগোপাল পাত্র বলেন, ‘‘প্রায় আড়াই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। কী কারণে আগুন লেগেছে, তা এখনও জানা যায়নি। তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।’’

রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পর আলুচাষিদের মধ্যে আশার সঞ্চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধূপগুড়ি, ১০ মেঃ রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পর উত্তরবঙ্গের আলুচাষিদের মধ্যে ফের আশার সঞ্চার হয়েছে। এক সময় উত্তরবঙ্গের মাটি থেকে উঠে আসা আলুই বদলে দিয়েছিল হাজার হাজার কৃষক পরিবারের ভাগ্য। শীতের মরশুমে মাঠভরা আলু মানেই ছিল উৎসবের আমেজ। ট্রাকের পর ট্রাক আলু পাড়ি দিত অসম, উত্তরপ্রদেশ সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। আলুর ভালো দামে হাসি ফুটত চাষির মুখে, চাঙ্গা থাকত ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি-সহ সমগ্র উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ অর্থনীতি। কিন্তু আলুচাষিদের অভিযোগ, বিগত সরকারের আমলে বিভিন্ন রাজ্যে আলু পাঠানোর ক্ষেত্রে একাধিক বিধিনিষেধ ও সীমান্তে সমস্যার সৃষ্টি হয়। ফলে এক সময় উত্তরবঙ্গের আলু নিয়মিত ভাবে অসম ও উত্তরপ্রদেশ সহ বিভিন্ন রাজ্যে পাঠানো হলেও পরবর্তীতে সেই বাজার কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। একই সঙ্গে অসম সরকার ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ব্যাপক হারে আলু চাষ শুরু করায় উত্তরবঙ্গে আলুর চাহিদা আরও কমে যায়। এবছর অতিবৃষ্টির জেরে বহু জমিতে আলু পচে যায়। তার উপর বাজারে ক্রেতার অভাবে চাষিদের লোকসান আরও বাড়ে। এক সময় ১০ মেট্রিক টদ আলুর দাম যেখানে ১ লক্ষ থেকে ১.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত উঠত, সেখানে বর্তমানে সেই দাম নেমে দাঁড়িয়েছে ৩০ হাজার থেকে ৪০ হাজার টাকায়। উত্তরবঙ্গ আলু ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বাবলু চৌধুরী বলেন, ‘‘বিগত তৃণমূল সরকার উত্তরবঙ্গের আলু চাষকে কার্যত ধ্বংস করে দিয়েছে। নতুন সরকারের কাছে আবেদন জানাব যাতে সরকারি উদ্যোগে বাইরের রাজ্যে আলু পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়।’’ ধূপগুড়ির আলুচাষি দেবাশিস রায় বলেন, ‘‘সরকারি ক্রয় কর্মসূচিতেও প্রকৃত চাষিদের বড় অংশ উপকৃত হননি। রাজনৈতিক রং দেখে কয়েকজন নির্দিষ্ট কৃষকের কাছ থেকেই আলু কেনা হত। আশা করছি নতুন সরকার এই বিষয়গুলির দিকে নজর দেবে।’’

বিজেপি জিততেই ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গেল জেলা তৃণমূল কার্যালয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ১০ মেঃ শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রীর শপথ নেওয়ার দিনেই জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কার্যালয়ের সাইনবোর্ড খুলে গেল। ভোটে ভরাডুবি হওয়ার পর তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের আর দেখা যাচ্ছে না রাস্তায়। এই আবহে এবার হঠাৎ দেখা গেল বাবুপাড়ার কাছে তৃণমূল জেলা কার্যালয়ের সাইনবোর্ড-পোস্টার খুলতে দেখা গেল কিছু তৃণমূল নেতাকে। তা নিয়েই রাজনৈতিক আঙিনায় শুরু হয়েছে চর্চা। যদিও এই নিয়ে তৃণমূলের শ্রমিক নেতা পুণ্যব্রত মিত্রের দাবি, এই জায়গাটা ভাড়ায় নেওয়া ছিল। চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার কারনে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হবে। তবে এখন জেলা কার্যালয়ে কোথায় হবে তা স্পষ্ট করে বলতে পারেনি তিনি। তবে খোঁচা দিতে ছাড়ছে না বিজেপি। বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য পলেন ঘোষ বলেন, ‘‘তৃণমূল এখন আর সরকারে নেই। তাই তোলা তুলতে পারবে না। সেই কারণে পার্টি অফিসের ভাড়াও আর দিতে পারবে না। এখন পার্টি অফিসের সব খুলে নিয়ে চম্পট দিচ্ছে তৃণমূল নেতারা। জেলায় কোথাও তৃণমূলের একটিও নিজস্ব কার্যালয় নেই, আর থাকবেও না। কারণ ওরা আর ক্ষমতাতেই ফিরতে পারবে না।’’ প্রসঙ্গত, ২০২২ সালে তদানীন্তন জেলা সভাপতি কৃষ্ণ কুমার কল্যানীকে সরিয়ে মহুয়া গোপকে জেলা সভাপতি করেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মহুয়া জেলা সভাপতি হওয়ার পর কৃষ্ণ কুমার কল্যানীর অফিস থেকে আর দলের কাজ না চালিয়ে শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাবুপাড়ায় একটি বহুতলের মধ্যে জেলা কার্যালয় করেছিলেন। গত শুক্রবার পর্যন্তও সব ঠিকঠাক ছিল। কিন্তু শনিবার বিকেলের পরেই ছবিটা বদলে যায়। দেখা যায় তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের টাউন ব্লক সভাপতি পূর্ণব্রত মিত্র সহ কিছু নেতারা কার্যালয়ে সমস্ত কিছু বের করে একটি ট্রাকে করে অন্যত্র নিয়ে যাচ্ছেন। তবে এই কার্যালয়ে জিনিসপত্র এখন কোথায় থাকবে বা কোথায় নতুন জেলা কার্যালয় হবে সেটা এখনো জানাতে পারেনি তৃণমূল নেতারা।

লাড্ডু থেকে ল্যাংচা বিতরণ, জেলা জুড়ে খুশির জোয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি

রাজ্যে প্রথম বার বিজেপি সরকারের শপথ গ্রহণ নিয়ে শনিবার আনন্দে মেতে রইল শিল্পাঞ্চল। বিশেষ করে, নতুন সরকারের মন্ত্রিসভায় আসানসোল দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পল শপথ গ্রহণের জন্য এগিয়ে আসতেই উল্লাসে ফেটে পড়েন পদ্ম-শিবিরের কর্মী-সমর্থকরা। আসানসোল থেকে রানিগঞ্জ, জামুড়িয়া থেকে কুলটি, সর্বত্রই ছবিটা একই ধরনের। বিজেপির পক্ষ থেকে আসানসোল-সহ শহরের বিভিন্ন জায়গায় এলইডি স্ক্রিনে সরাসরি শপথ অনুষ্ঠান দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী-সহ অন্য মন্ত্রীরা শপথ নিতেই নেতা-কর্মীরা ফাটাতে শুরু করেন আতশবাজি। পথচলতি মানুষদের মধ্যে লাড্ডু বিতরণ করা হয়। ওঠে জয় শ্রীরাম ধ্বনিও। ব্রিগেডের সভা থেকে ফেরার পথে বর্ধমানের শক্তিগড়ের আমড়া এলাকার ল্যাংচার দোকানগুলিতে উপচে পড়ে ভিড়। দোকানে মিষ্টিমুখের পাশাপাশি অনেকে বাড়িতেও নিয়ে গিয়েছেন ল্যাংচা। হয়েছে ঝালমুড়ি খাওয়াও। আসানসোল থেকে আসা শক্তিনাথ সিং বললেন, ‘‘আমাদের দলের ও দেশের নেতা মোদিজি এখন ঝালমুড়িকে ট্রেন্ডে পরিণত করে দিয়েছেন।’’ ইন্দাস থেকে আসা

পশুপতি বিশ্বাসের মন্তব্য, ‘‘বাড়ির জন্য ল্যাংচা কিনেছি ২৫টা। পার্টির কর্মীদের জন্য কিনেছি ১৫০টি ল্যাংচা। মিষ্টি খেয়ে নতুন সরকারের শপথ গ্রহণের উৎসব করব।’’ ল্যাংচা ব্যবসায়ী বিদ্যু ঘোষ বললেন, ‘‘অনেক দিন পরে একসঙ্গে এত ল্যাংচা বিক্রি হলো। ওঁদের সঙ্গে আমাদেরও কপাল ফিরল মনে হচ্ছে।’’ বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম জেলার নানা প্রান্ত থেকে আসা বহু কর্মী-সমর্থক ব্রিগেডের সভা থেকে ফেরার পথে শক্তিগড় থেকে সীতাভোগ ও মিহিদানা কিনলেন। খণ্ডঘোষের বেড়ুভূগ্রাম অঞ্চলের বিজেপি নেতা কৌশিক দত্ত বললেন, ‘‘আজ আমাদের আনন্দের দিন। শুধু কর্মীদের সঙ্গে মিষ্টিমুখ করছি না, পাড়া-প্রতিবেশীদের জন্যও মিষ্টি নিয়ে যাচ্ছি।’’ দুর্গাপুরেও ছিল সকাল থেকে উৎসবের মেজাজ। গেরুয়া আবির মেখে মিষ্টিমুখ করেন কর্মীরা। দুর্গাপুর স্টেশন বাজারে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান দেখানোর জন্য বড় এলইডি স্ক্রিন লাগানো হয়। পথচলতি মানুষ ও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান দেখতে আসা দর্শকদের ঝালমুড়ি ও লাড্ডু খাওয়ানো হয়। এ দিন সকালে দুর্গাপুর স্টেশন থেকে ট্রেনে বহু বিজেপি কর্মী কলকাতায় গিয়েছিলেন। অন্ডাল ব্লকের উখড়ায় বিজেপি মহিলা মোর্চার সদস্যরা অন্যরকম ভাবে এই দিনটি স্মরণীয় করে রাখেন। একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। সংগ্রহ করা রক্ত দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে জমা করা হয়। অনেককে পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনার শ্বাসপুর কাঁঠালতলায় ঝালমুড়ি খাওয়ান বিজেপির কর্মীরা। নাদনঘাটের ভাতশালায় এ দিন বাড়ি বাড়ি গিয়ে লাড্ডু বিতরণ করেন বিজেপির কর্মীরা। বাঁকুড়া জেলা জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় জায়ান্ট স্ক্রিন লাগানো হয়েছিল, যাতে শপথ অনুষ্ঠান সবাই সরাসরি দেখতে পারেন। পথচলতি মানুষকে করানো হয় মিষ্টিমুখ। ৮ নম্বর ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি লাড্ডু বিতরণ করেন কর্মীরা। ঝালমুড়ি বিতরণ করা হয় পুরুলিয়া জেলার মানবাজারে।

এসকেপি সিকিউরিটিজ লিমিটেড

সিআইএন-এল৭৪১৪০ডব্লুবি১৯৯০পিএলসি০৪৯০৩২

রেজি. অফিসঃ ১৭০২-১৭০৩, বায়োওনডার, ৭৮৯ আনন্দপুর, কলকাতা-৭০০১০৭

ফোনঃ +৯১ ০৩৩ ৬৬৭৭ ৭০০০, ইমেলঃ cs@skpsecurities.com, ওয়েবসাইটঃ www.skpsecurities.com

৩১শে মার্চ ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং আর্থিক বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্তসার

(টাকা লক্ষে)

ক্রম নং.		ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৬ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	বছর সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৬ (নিরীক্ষিত)	বছর সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)
১	অপারেশন থেকে মোট আয়	১,০৭৮.৭০	৮৪৯.২৩	৪,১০২.৩৮	৩,৭২০.৮৫
২	সময়ের জন্য নিট লাভ (কর এবং ব্যতিক্রমী আইটেমের আগে)	২৭৭.৭৭	১৫৯.৯৪	১,৩৮৬.৩০	১,৩২৮.৩০
৩	ট্যাক্স পরবর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ (অসাধারণ আইটেমের পরে)	১৯০.২৯	১১৫.৮৮	১,০৩৪.৭৫	৯৯৮.৯৫
৪	অন্যান্য ব্যাপক আয়	৭৬.৯২	(১৩.৮৬)	৬৯.৯৩	(৮.৯০)
৫	সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় (মুনাফা এবং সময়ের জন্য অন্যান্য ব্যাপক আয় সমন্বিত)	২৬৭.২১	১০২.০২	১,১০৪.৬৮	৯৯০.০৫
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০ টাকা)	৬৮০.৮৮	৬৮০.৮৮	৬৮০.৮৮	৬৮০.৮৮
৭	রিজার্ভ (আগের বছরের ব্যালেন্স শীটে দেখানো পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত)		-	৫,৩৫৯.১৫	৪,৩৯০.৬৪
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতিটি)				
	১. মৌলিক (টাকা)	২.৭৯	১.৭০	১৫.২০	১৪.৬৭
	২. মিশ্র (টাকা)	২.৭৯	১.৭০	১৫.২০	১৪.৬৭

মন্তব্যঃ

উপরোক্তটি এসইবিআই (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি পরিসংখ্যান। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে পাওয়া যায় সেটা (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.skpsecurities.com)।

বোর্ডের জন্য এবং পক্ষে
এসকেপি সিকিউরিটিজ লিমিটেড
স্বা/-
বৈভব পাচিসিয়া
পূর্ণ সময়ের ডিরেক্টর
ডিআইএনঃ ১১১১৫১৩৬

স্বাক্ষরের স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৯ই মে, ২০২৬

ব্যক্তিগত সম্পদ । ব্রোকিং । বিতরণ । প্রাতিষ্ঠানিক ইক্যুইটি । বিনিয়োগ ব্যাংকিং

এনএসই এবং বিএসইঃ আইএনজেড০০০১৯৯৩৩৫ | এনএসডিএল এবং সিডিএসএলঃ ইন-ডিপি-১৫৫-২০১৫ | আরএঃ আইএনএইচ৩০০০০২৯০২ | পিএমএসঃ আইএনপি০০০০০৬৫০৯ | এমবিঃ আইএনএম০০০০১২৬৭০ | এএমএফআইঃ এআরএন ০০০৬

ফ্যাসন ও রূপচর্চা

চামচের ছোঁয়াতেই ফিরবে ত্বকের তারুণ্য! ঘরোয়া এই সহজ কৌশলেই কমবে মুখের ফোলাভাব

সকালে ঘুম থেকে উঠে আয়নায় তাকিয়ে যদি হঠাৎ মনে হয় মুখটা যেন আগের মতো নেই- চোখের নিচে ফোলা ভাব, গাল ভারী, ত্বকের টানটান উজ্জ্বলতা উধাও- তবে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আধুনিক জীবনযাত্রার ব্যস্ততা, অনিয়মিত খাদ্যাভ্যাস, পর্যাপ্ত ঘুমের অভাব কিংবা অতিরিক্ত মানসিক চাপের কারণে এমন সমস্যা এখন খুবই সাধারণ। বিশেষজ্ঞদের মতে, শরীরে অতিরিক্ত জল জমে থাকা বা ' রিটেনশন'-এর ফলেই মুখে এই ফোলাভাব দেখা দেয়। তবে সুখবর হল, এর সমাধানের জন্য সবসময় দামি প্রসাধনী বা পার্লারে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। হাতের কাছেই থাকা একটি সাধারণ স্টিলের চামচ দিয়েই মিলতে পারে দারুণ উপকার। ত্বক বিশেষজ্ঞদের মতে, মুখ ফুলে যাওয়ার পেছনে সবচেয়ে ব। কারণ হল অতিরিক্ত লবণযুক্ত খাবার খাওয়া। আমরা অনেকেই রাতে চিপস, ফাস্ট ফুড, প্রক্রিয়াজাত খাবার বা অতিরিক্ত মশলাদার খাবার খেয়ে থাকি। এসব খাবারে সোডিয়ামের পরিমাণ বেশি থাকায় শরীরে জল জমতে শুরু করে। তার প্রভাব সবচেয়ে বেশি দেখা যায় মুখে এবং চোখের চারপাশে। এছা।া রাতে কম জল খাওয়া, দীর্ঘ সময় স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকা এবং পর্যাপ্ত ঘুম না হওয়াও এই সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। বিশেষ করে রাতে মদ্যপান বা ভারী খাবার খাওয়ার অভ্যাস থাকলে পরের দিন সকালে মুখে তার স্পষ্ট প্রভাব দেখা যায়। তবে যদি দিনের কাজকর্ম শুরু হওয়ার পর ধীরে ধীরে ফোলা ভাব কমতে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে এটি সাময়িক সমস্যা। কিন্তু যদি দীর্ঘ সময় ধরে মুখ ফুলে থাকে, সঙ্গে চুলকানি, লালচে ভাব বা অস্বস্তি দেখা দেয়, তবে তা অ্যালার্জির লক্ষণও হতে পারে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চিকিসকের পরামর্শ

নেওয়া জরুরি। ঠান্ডা চামচেই মিলবে ম্যাজিকের মতো উপকার- শুনতে অবাক লাগলেও স্টিলের ঠান্ডা চামচ ত্বকের ফোলাভাব কমাতে অত্যন্ত কার্যকর। এই পদ্ধতিটি বহু বছর ধরেই বিভিন্ন বিউটি এক্সপার্ট ব্যবহার করে আসছেন। কীভাবে করবেন? প্রথমে দুটি স্টিলের চামচ ফ্রিজে কিছুক্ষণ রেখে দিন। চামচ দু'টি ভালোভাবে ঠান্ডা হয়ে গেলে চোখের নিচে, গালের পাশে কিংবা যেখানে ফোলা ভাব বেশি সেখানে আলতোভাবে চেপে ধরুন। ঠান্ডা ধাতু ত্বকের রক্তনালী সংকুচিত করতে সাহায্য করে, ফলে দ্রুত ফোলাভাব কমে আসে। একই সঙ্গে চোখের ক্লান্তিও অনেকটা দূর হয়। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর মাত্র পাঁচ মিনিট এই পদ্ধতি ব্যবহার করলেই মুখ অনেক বেশি সতেজ দেখাবে।

ঠান্ডা জল ও আইস প্যাকের ব্যবহার-চামচের পাশাপাশি ঠান্ডা জলও ফোলাভাব কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। সকালে ঘুম থেকে উঠেই মুখে বারবার ঠান্ডা জলের ঝাপটা দিলে ত্বক চাঙ্গা হয়ে ওঠে। চাইলে একটি পরিস্কার কাপ।ে বরফ জড়িয়ে হালকা করে মুখে ব্যবহার করতে পারেন। আইস প্যাক বা কোল্ড কম্প্রেসও খুব কার্যকর। তবে বরফ সরাসরি ত্বকে না লাগানোই ভালো, এতে ত্বকের ক্ষতি হতে পারে।

হালকা ম্যাসাজে বাড়বে রক্ত সঞ্চালন-মুখের ফোলাভাব কমাতে খুব হালকা হাতে ম্যাসাজও দারুণ উপকারী। আঙুলের ডগা দিয়ে নিচ থেকে উপরের দিকে ধীরে ধীরে ম্যাসাজ করলে রক্ত সঞ্চালন বা।ে এবং জমে থাকা তরল সরে যেতে সাহায্য করে। বিশেষ করে চোখের নিচে এবং গালের পাশে আলতো ট্যাপিং করলে দ্রুত আরাম পাওয়া যায়। চাইলে অ্যালোভেরা জেল বা হালকা ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করেও ম্যাসাজ করতে পারেন। পর্যাপ্ত জল পান করাই আসল সমাধান অনেকেই মনে করেন শরীরে জল জমলে কম জল খাওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবে ঠিক উল্টোটা সত্যি। শরীর পর্যাপ্ত জল না পেলে নিজেই জল ধরে রাখতে শুরু করে, ফলে ফোলাভাব আরও বাড়ে। তাই দিনে পর্যাপ্ত পরিমাণ জল পান করা অত্যন্ত জরুরি। নিয়মিত জল খেলে শরীরের টক্সিন বেরিয়ে যায় এবং ত্বকও থাকে উজ্জ্বল ও সতে

যে অভ্যাসগুলো বদলানো জরুরি-ত্বকের যত্ন শুধু বাইরে থেকে নিলেই হবে না, জীবনযাত্রাতেও কিছু পরিবর্তন আনতে হবে। রাতে খুব দেরি করে খাবার খাওয়ার অভ্যাস বাদ দেওয়া প্রয়োজন। অতিরিক্ত লবণ ও প্রক্রিয়াজাত খাবার এ।িয়ে চলতে হবে। পাশাপাশি দীর্ঘক্ষণ মোবাইল বা ল্যাপটপের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকাও চোখ ও ত্বকের উপর খারাপ প্রভাব ফেলে। তাই স্ক্রিন টাইম কমানো জরুরি। পর্যাপ্ত ঘুমও সুস্থ ত্বকের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিন অন্তত সাত থেকে আট ঘণ্টা ঘুম হলে শরীর নিজেকে পুনরুদ্ধার করার সময় পায়। ফলে সকালে মুখে ক্লান্তি বা ফোলাভাব অনেকটাই কম দেখা যায়। কখন চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন? সাধারণ ফোলাভাব সাধারণত কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কমে যায়। কিন্তু যদি মুখের সঙ্গে ঠোঁট ফুলে যায়, তীব্র চুলকানি হয়, লালচে দাগ দেখা দেয় বা শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, তাহলে বিষয়টিকে হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয়। এটি গুরুতর অ্যালার্জির লক্ষণ হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে দ্রুত চিকিৎসকের কাছে যাওয়া প্রয়োজন। ত্বকের যত্ন নিতে সবসময় যে দামি প্রসাধনী বা জটিল ট্রিটমেন্টে র প্রয়োজন হয়, তা নয়। অনেক সময় ছোট ছোট ঘরোয়া উপায়ই ব। সমস্যার সহজ সমাধান দিতে পারে। তাই প্রতিদিনের ব্যস্ত জীবনে একটু সচেতনতা, পর্যাপ্ত বিশ্রাম আর স্টিলের একটি ঠান্ডা চামচ- এই কয়েকটি সহজ অভ্যাসেই ফিরতে পারে আপনার ত্বকের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ও আত্মবিশ্বাস।

দক্ষিণ আফ্রিকায় 'কুমিরের পেটে মিলল প্রৌঢ়ের দেহাংশ

দক্ষিণ আফ্রিকায় ' কুমিরের পেটে মিলল প্রৌঢ়ের দেহাংশ, সঙ্গে ৬ জোড়া জুতো! রহস্য ঘিরে চাঞ্চল্যত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের গল্পে ডমরুধর যে ভয়াল অতিকায় কুমিরের কথা বলেছিল, বাস্তব যেন এবার সেই কল্পনাকেও হার মানাল। দক্ষিণ আফ্রিকায় উদ্ধার হল এক বিশালাকৃতি কুমির, যার পেট চিরে মিলেছে ৫৯ বছরের এক প্রৌঢ়ের দেহাংশ, একটি আংটি এবং অবিশ্বাস্য ভাবে ৬ জোড়া জুতো! ঘটনাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। স্থানীয়দের অনেকেই বলছেন, এমন ভয়ংকর দৃশ্য তাঁরা জীবনে দেখেননি।মৃত ব্যক্তির নাম গ্যাব্রিয়েল বাতিস্তা। জানা গিয়েছে, তিনি নিজের গাড়িতে করে হোটেলের দিকে ফিরছিলেন। প্রবল বর্ষণের কারণে নদীর উপর থাকা একটি সেতু তখন বিপজ্জনক অবস্থায় ছিল। অনুমান, সেতু পার হওয়ার সময় আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জলে পড়ে যায় তাঁর গাড়ি। মুহূর্তের মধ্যে তীব্র স্রোত তাঁকে গাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন করে গভীর জলের দিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আর সেখানেই ওত পেতে ছিল ভয়াল সেই কুমির।স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর, নিখোঁজ হওয়ার পর থেকেই বাতিস্তাকে খুঁজতে শুরু করে উদ্ধারকারী দল। ড্রোন ব্যবহার করে নদীর বিস্তীর্ণ এলাকা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছিল। সেই সময় আকাশ থেকে তোলা ফুটেজে দেখা যায়, একটি বিশাল কুমির মানুষের দেহের অংশ ছিঁড়ে খাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ও বনদপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে কুমিরটিকে গুলি করে হত্যা করে।এরপর হেলিকপ্টারের সাহায্যে প্রায় ১৫ ফুট দীর্ঘ এবং এক হাজার পাউন্ড ওজনের ওই কুমিরটিকে উদ্ধার করে তীরে আনা হয়। বিশাল প্রাণীটিকে পরীক্ষা করতে গিয়ে রীতিমতো স্তম্ভিত হয়ে যান তদন্তকারীরা। কুমিরের পেট চিরে প্রথমে পাওয়া যায় মানবদেহের কিছু অংশ। পরে উদ্ধার হয় একটি আংটি, যা দেখে পরিবারের সদস্যরা গ্যাব্রিয়েল বাতিস্তাকে শনাক্ত করেন। কিন্তু সবচেয়ে ভয়ঙ্কর আবিষ্কার ছিল অন্যটি-কুমিরের পাকস্থলীতে মিলেছে ৬ জোড়া জুতো!তদন্তকারীদের একাংশের ধারণা, জুতোগুলি সম্ভবত আরও কয়েক জন নিখোঁজ ব্যক্তির। অর্থা, এই কুমির অতীতেও বহু মানুষের উপর হামলা চালিয়ে থাকতে পারে। স্থানীয়দের দাবি, গত কয়েক বছরে ওই নদী সংলগ্ন এলাকায় একাধিক ব্যক্তি রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ হয়েছিলেন। যদিও প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কুমিরের আক্রমণের প্রমাণ মেলেনি। কিন্তু এই ঘটনার পর নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, বড় আকারের কুমির সাধারণত নদী বা জলাভূমির গভীরে লুকিয়ে থাকে এবং সুযোগ পেলেই আক্রমণ করে। বিশেষ করে জলে পড়ে যাওয়া বা আহত মানুষ তাদের সহজ শিকার হয়ে ওঠে। কুমিরের কামড় অত্যন্ত শক্তিশালী। শিকারকে প্রথমে জলের তলায় টেনে নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে মারে, তারপর দেহ ছিন্নভিন্ন করে খায়। অনেক সময় দেহের কিছু অংশ পাকস্থলীতে দীর্ঘদিন পর্যন্ত থেকে যায়। সেই কারণেই জুতো বা ধাতব বস্তু উদ্ধার হওয়া অস্বাভাবিক নয়।তবে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এখনও রয়ে গিয়েছে- গ্যাব্রিয়েল বাতিস্তার মৃত্যু ঠিক কীভাবে হয়েছিল? তদন্তকারীরা নিশ্চিত নন, তিনি গাড়ি দুর্ঘটনায় জলে ডুবে মারা গিয়েছিলেন, নাকি জীবিত অবস্থাতেই কুমিরের কবলে পড়েছিলেন। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত এই রহস্যের সম্পূর্ণ সমাধান সম্ভব নয়। এমনও আশঙ্কা করা হচ্ছে, একটি নয়, একাধিক কুমির তাঁর দেহ ছিঁড়ে খেয়েছিল।এই ঘটনার পর নদী সংলগ্ন এলাকায় নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে জানিয়েছে, বর্ষার সময়ে নদীর ধার বা সেতুর কাছে অপ্রয়োজনে না যেতে। বিশেষ করে যেখানে কুমিরের উপস্থিতির খবর রয়েছে, সেখানে বাড়তি সাবধানতা নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞদের মতে, জলবায়ু পরিবর্তন এবং মানুষের ক্রমাগত নদী ও জলাভূমির দখলদারির ফলে মানুষ ও বন্যপ্রাণীর সংঘাত বাড়ছে। কুমিরদের স্বাভাবিক বাসস্থান কমে যাওয়ায় তারা অনেক সময় জনবসতির কাছাকাছি চলে আসছে। ফলে এমন ভয়াবহ ঘটনার আশঙ্কাও বাড়ছে দিন দিন।তবে এই ঘটনার সবচেয়ে শিহরণ জাগানো দিক নিঃসন্দেহে সেই ৬ জোড়া জুতো। প্রতিটি জুতো যেন এক একটি অজানা গল্পের ইঙ্গিত দিচ্ছে। কত মানুষ এই ভয়াল প্রাণীর শিকার হয়েছে, তার পূর্ণ হিসেব হয়তো কোনও দিনই জানা যাবে না।

দেশ-বিদেশ

রুশ প্রেসিডেন্টকে হত্যার ছক? পুতিনের বাসভবনে হামলার আশঙ্কা

১০ মে ঃ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ চতুর্থ বছরে পা রাখতেই ফের তীব্র চাঞ্চল্য আন্তর্জাতিক মহলে। এবার সামনে এল আরও বিস্ফোরক দাবি। রুশ প্রেসিডেনন্ট কে হত্যার ছক কষছে ইউক্রেনের বিশেষ ঘাতক বাহিনী- এমনই দাবি ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত একাধিক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, পুতিনের ব্যক্তিগত বাসভবনের আশেপাশে হামলার পরিকল্পনার আশঙ্কা করছে রুশ গোয়েন্দারা। যদিও এই অভিযোগের সত্যতা এখনও স্বাধীনভাবে যাচাই করা যায়নি। অন্যদিকে ইউক্রেন এবং আমেরিকা- দুই দেশই এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে। তবুও পরিস্থিতিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখছে মস্কো। রুশ প্রেসিডেনেট র নিরাপত্তা নজিরবিহীনভাবে বাড়ানো হয়েছে। গোটা রাশিয়াজুড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কড়াকড়ি করা হয়েছে বলেও খবর। ফাঁস হওয়া গোয়েঃদা রিপোর্ট ঘিরে তোলপাড়- আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের দাবি, ইউরোপীয় গোয়েঃদা সংস্থাগুলির কিছু গোপন রিপোর্ট ফাঁস হওয়ার পরই এই তথ্য সামনে আসে। সেই রিপোর্ট বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে, নভগোরোদ অঞ্চলে অবস্থিত পুতিনের ব্যক্তিগত বাসভবনের আশপাশে সন্দেহজনক গতিবিধি নজরে এসেছে। রুশ কর্তৃপক্ষের দাবি, ইউক্রেনপন্থী কোনও ঘাতক দল সেখানে হামলার পরিকল্পনা করতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিশেষ করে ড্রোন হামলা কিংবা দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র হামলার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না গোয়েন্দারা। যদিও এখনও পর্যন্ত কোনও সরাসরি হামলার প্রমাণ প্রকাশ্যে আসেনি। ফলে গোটা বিষয়টি নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে জল্পনা তৈরি হলেও তা নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। পুতিনের নিরাপত্তায় নজিরবিহীন কড়াকড়ি-হামলার আশঙ্কার পর থেকেই প্রেসিডেঃট পুতিনের নিরাপত্তা বহুগুণ বাড়ানো হয়েছে। সূত্রের খবর, তাঁর বাসভবনের চারপাশে বহুস্তরীয় নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়েছে। নিরাপত্তা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, মাছিও গলতে পারবে না- এমন মন্তব্যও শোনা যাচ্ছে রুশ মহলে। কেউ প্রেসিডেন্টে র সঙ্গে দেখা করতে গেলে কঠোর তল্লাশির মুখোমুখি হতে হচ্ছে। নিরাপত্তা রক্ষীরা অত্যাধুনিক স্ক্যানিং প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন। এমনকি প্রেসিডেন্টের সফরসূচিও গোপন রাখা হচ্ছে বলে খবর। রুশ প্রশাসনের দাবি, যেকোনও ধরনের সম্ভাব্য হামলা ঠেকাতে অ্যান্টি -ড্রোন সিস্টেমও সক্রিয় করা হয়েছে। আকাশপথে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে বহুগুণ। বাসভবনে যাতায়াত কমিয়েছেন পুতিন-রিপোর্ট অনুযায়ী, মস্কোর ওবলাস্ট এবং নভগোরোদ ওবলাস্টের ভ্যালডাই অঞ্চলে অবস্থিত বাসভবনে যাতায়াতও কমিয়ে দিয়েছেন পুতিন। রুশ গোয়েন্দাদের আশঙ্কা, নির্দিষ্ট রুটে হামলার পরিকল্পনা করা হতে পারে। এছাড়াও জনসমক্ষে প্রেসিডেন্টের উপস্থিতিও অনেক কমে গিয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। প্রয়োজন ছাড়া বড় প্রশাসনিক সফর এড়িয়ে চলছেন তিনি। সাম্প্রতিক সময়ে তাঁর বহু কর্মসূচি ভার্চুয়াল মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে

বলেও জানা যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, যুদ্ধ পরিস্থিতিতে কোনও দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের নিরাপত্তা জোরদার হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবে বর্তমানে রাশিয়া যেভাবে নিরাপত্তা কড়াকড়ি করেছে, তা পরিস্থিতির গুরুত্বই তুলে ধরছে। রুশ সেনা আধিকারিক হত্যার পর বেড়েছে উদ্বেগ-সম্প্রতি এক শীর্ষ রুশ সেনা আধিকারিকের মৃত্যুর ঘটনাও পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, রাশিয়ার লেফটেন্যান্ট জেনারেল ফানিলসারভারোভের গাড়ির নিচে বিস্ফোরক বসানো হয়েছিল। তিনি গাড়িতে উঠতেই ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে এবং ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। এই ঘটনার পর থেকেই রাশিয়ার শীর্ষ প্রশাসন ও সামরিক মহলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। রুশ গোয়েন্দারা মনে করছেন, এটি যদি পরিকল্পিত হামলা হয়ে থাকে, তাহলে উচ্চপদস্থ নেতাদের উপর আরও বড় আক্রমণের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আর সেই কারণেই প্রেসিডেঃট পুতিনের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। ইউক্রেন ও আমেরিকার পাল্টা দাবি-যদিও ইউক্রেন সরকার এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে। কিয়েভের দাবি, রাশিয়া আন্তর্জাতিক সহানুভূতি আদায়ের জন্য এ ধরনের প্রচার চালাচ্ছে। একইভাবে আমেরিকাও জানিয়েছে, তাদের কাছে এমন কোনও নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই যা থেকে বোঝা যায় পুতিনকে হত্যার পরিকল্পনা চলছে। বিশ্লেষকদের মতে, যুদ্ধের আবহে তথ্যযুদ্ধও এখন বড় অস্ত্র হয়ে উঠেছে। দুই পক্ষই নিজেদের অবস্থানকে শক্তিশালী করতে নানা ধরনের তথ্য ও পাল্টা তথ্য ব্যবহার করছে। চার বছরের যুদ্ধ, বাড়ছে উত্তেজনা- ২০২২ সালে শুরু হওয়া রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এখনও থামার কোনও ইঙ্গিত দিচ্ছে না। বরং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সংঘাত আরও জটিল হয়েছে। পশ্চিমি দেশগুলির সামরিক সহায়তায় ইউক্রেন পাল্টা প্রতিরোধ জোরদার করেছে। অন্যদিকে রাশিয়াও হামলা আরও আক্রমণাত্মক করেছে। এই পরিস্থিতিতে পুতিনকে ঘিরে নতুন নিরাপত্তা আতঙ্ক আন্তর্জাতিক মহলের উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। কারণ বিশ্বের অন্যতম শক্তিধর দেশের প্রেসিডেন্টে র নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে তার প্রভাব আন্তর্জাতিক কূটনীতিতেও পড়তে বাধ্য। নজরে গোটা বিশ্ব-বর্তমানে গোটা বিশ্বের নজর মস্কোর দিকে। রাশিয়ার দাবি কতটা সত্য, আদৌ কোনও হামলার ছক রয়েছে কি না- তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে একথা নিশ্চিত, যুদ্ধ যত দীর্ঘ হচ্ছে, ততই বাড়ছে অনিশ্চয়তা, আতঙ্ক এবং সংঘাতের ঝুঁকি। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পরিস্থিতিতে সামান্য ভুল সিদ্ধান্তও বড় আন্তর্জাতিক সঙ্কট ডেকে আনতে পারে। তাই কূটনৈতিক সমাধানের পথ খোঁজাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

যাত্রীদের সুবিধার্থে ৮০টিরও অধিক ট্রেন পরিষেবার সময়সূচির সংশোধন

মালিগাঁও, ১০মেঃ উত্তর-পূর্বসীমান্তরেলওয়ে ৩০ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ থেকে তার নেটওয়ার্কের অধীনে বেশ কিছু অতিরিক্ত মেল এক্সপ্রেস, প্যাসেঞ্জার, ডিএমইউএবংদীর্ঘ দূরত্ব রে ট্রেনের সময় সূচিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন মূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সময়ানুবর্তিতা উন্নীতকরণ, ট্রেন পরিচালন ব্যবস্থাকে সুশৃঙ্খল করা এবং অসম, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্য, পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ও তার বাইরের যাত্রীদের অধিক তর সুবিধা প্রদানের চলমান প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে ৮০টিরও অধিক ট্রেন পরিষেবার জন্য সংশোধিত সময় সূচি চালু করা হয়েছে। এই পরিবর্তন গুলো উত্তর-পূর্বসীমান্তরেলওয়ের দিকেও সেখান থেকে চলাচলকারী বহু সংখ্যক গুরুত্ব পূর্ণ ট্রেনকে অন্তর্ভুক্ত করে। যে গুলি উল্লেখ যোগ্য ট্রেনের সময়সূচি সংশোধন করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে ১২০৮৭১২০৮৮ নাহরলগুন-গুয়াহাটি শতাব্দী এক্সপ্রেস, ২০৫০১২০৫০২ আনন্দবিহার-আগরতলাতে জসরাজধানী এক্সপ্রেস, ১২৪২৩১২৪২৪ডিব্রুগড়-নিউদিল্লি রাজধানি এক্সপ্রেস, ১৫৬৪১১৫৬৪২ শিলচর-নিউতিনসুকিয়া এক্সপ্রেস, ১৫৬৬৯১৫৬৭০ গুয়াহাটি-ডিব্রুগড় এক্সপ্রেস এবং ১৫৬৭৫১৫৬৭৬ গুয়াহাটি-নিউ জলপাইগুড়ীইঃটারসিটি এক্সপ্রেসরয়েছে। গুয়াহাটি, কামাখ্যা, লামডিং, নিউহাফলং, বদরপুর, ডিব্রুগড়, নিউতিনসুকিয়া, রঙিয়া, শিলচর এবং আগরতলা সহ গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলিতে ও সংশোধিত সময়গুলি কার্যকর করা হয়েছে। এহ ৈজোনের বিভিন্ন অংশ জুড়ে উন্নত সংযোগ এবং ট্রেনেরসুগমচলাচলনিশ্চিতকরারজন্য, অসম ও ত্রিপুরার বেশকিছু প্যাসেঞ্জার ও ডিএমইউ পরিষেবার সময়সূচি ও পরিবর্তন করা হয়েছে।

ভূয়ো এসটি সার্টিফিকেট বন্ধে তদন্তের নির্দেশ ঃ মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডুর

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১০ মেঃ রাজ্যের মন্ত্রীসভায় শপথ নেওয়ার পরই পূর্ব বর্ধমানে এসে কড়া বার্তা দিলেন ক্ষুদিরাম টুডু। রবিবার পূর্ব বর্ধমান জেলার এক জাহের থানে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে ভুয়ো এসটি সার্টিফিকেট ইস্যুকে কেন্দ্র করে তীব্র সুরে আক্রমণ শানালেন তিনি। একই সঙ্গে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের হুঁশিয়ারিও দেন নবনিযুক্ত মন্ত্রী। মন্ত্রী জানান, খুব শীঘ্রই নিজের দপ্তরের দায়িত্ব পুরোপুরি বুঝে নিয়ে পূর্ণমাত্রায় কাজ শুরু করবেন। তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিপুল সংখ্যক ভুয়ো এসটি সার্টিফিকেট ইস্যু হয়েছে এবং এই চক্রের বিরুদ্ধে সরকার এবার কড়া অবস্থান নিতে চলেছে। ক্ষুদিরাম টুডুর স্পষ্ট বার্তা, ভুয়ো সার্টিফিকেট নিয়ে যারা পড়াশোনা করছে বা চাকরি করছে, তাদের বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি যেসব আধিকারিক এই ধরনের ভুয়ো সার্টিফিকেট ইস্যুর সঙ্গে যুক্ত, তাদের বিরুদ্ধেও তদন্ত করে কড়া আইনি পদক্ষেপ করা হবে। এদিন তিনি আরও অভিযোগ করেন, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা একাধিক আদিবাসী স্কুল ও আশ্রমের হস্টেল দীর্ঘদিন ধরে কার্যত বন্ধ হয়ে রয়েছে। বিশেষ করে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও মালদা জেলার বহু আদিবাসী ছাত্রছাত্রী এর ফলে চরম সমস্যার মুখে পড়েছে বলে দাবি করেন তিনি। নবনিযুক্ত মন্ত্রীর আশ্বাস, আদিবাসী পড়ুয়াদের স্বার্থে খুব দ্রুত বন্ধ হয়ে থাকা সমস্ত আদিবাসী হস্টেল পুনরায় চালু করা হবে। শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নের স্বার্থে সরকার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিষয়টি দেখবে বলেও জানান তিনি।

NAME CHANGE

I, Shidul Molla (Old Name) S/o Maimur Hosen Molla Residing at Kankjole Paschim, P.o - Maheswara, P.s - Ramnagar, District - South 24 Parganas, Pin - 743368, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Shidul Molla (Old Name) to Sahidul Molla (New Name) and henceforth I shall be known as Sahidul Molla (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 08-05-2026. Sahidul Molla (New Name) and Shidul Molla (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Shambhu Nath Ghosh, S/O- Late Prahlad Chandra Ghosh, residing at Chandmari Road, 2nd By Lane, Kachipukur North, P.O.- Burdwan, P.S.- Burdwan, District - Purba Bardhaman, PIN -713101,do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as SAMBHUNATH GHOSH vide affidavit No-313 Dated - 07/05/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman. That Shambhu Nath Ghosh and Sambhunath Ghosh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Billal Hossain S/O- SK Karim Hossain, resident of 18, A.C. Mitra Lane, P.O.- Burdwan, P.S.- Burdwan, District - Purba Bardhaman, West Bengal -713101, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as SK BILLAL HOSSAIN vide affidavit No-348 Dated - 07/05/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman. That Billal Hossain and SK Billal Hossain both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Sherajuddin (Old Name) S/o Md Abbas Residing at 8A/2, Topsia 1st Lane, Near Albela Hotel, P.o - Tiljala, District - Kolkata, Pin - 700039 West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Md Sherajuddin (Old Name) to Md Serajuddin (New Name) and henceforth I shall be known as Md Serajuddin (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 08-05-2026. Md Serajuddin (New Name) and Md Sherajuddin (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sabil Akhter (Old Name) S/o Sohail Akhtar Syed Residing at 59, Collin Street, P.s - Park Street, District - Kolkata, Pin - 700016, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Sabil Akhter (Old Name) to Md. Sabil Akhtar (New Name) and henceforth I shall be known as Md. Sabil Akhtar (New Name) in all purpose, vide affidavit no 100600 Sworn before the Ld. Judicial Magistrate at Kolkata on Dated 18-10-2025. Md. Sabil Akhtar (New Name) and Sabil Akhter (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Gulzar Ahmed (old name) son of Abdul Majid Hajisepay, resident of Vill: Ban Harishpur, Sepay Para, Panchla, Howrah – 711322, W.B., do hereby declare that I have changed my name from Gulzar Ahmed (old name) to Sepay Mohammed Gulzar (new name) and henceforth I shall be known as Sepay Mohammed Gulzar (new name) in all purpose, vide affidavit no. 13 sworn before the Notary Public at Kolkata on 07/05/226. Sepay Mohammed Gulzar (new name) and Gulzar Ahmed (old name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Avita Kundu D/o Late Nemai Chandra Kundu Residing at Satyajit Nagar Behind B C College Near to New Shiv Temple, P.o - Asansol, P.s - Asansol South, District - Paschim Bardhaman, Pin - 713301, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my deceased father name from Nemai Kundu (Old Name) to Nemai Chandra Kundu (New Name) and henceforth I shall be known as Nemai Chandra Kundu (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 08-05-2026. Nemai Kundu (Old Name) and Nemai Chandra Kundu (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Nikhat Parweeen (Old Name) W/o Tahir Ahmed Residing at M H Street Munshi Bazar, P.o - Asansol, P.s - Asansol South, District - Paschim Bardhaman, Pin - 713301, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Nikhat Parween (Old Name) to Nikhat Parveen (New Name) and henceforth I shall be known as Nikhat Parveen (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 08-05-2026. Nikhat Parveen (New Name) and Nikhat Parween (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Dinesh Kr Burnwal (Old Name) S/o Yamuna Prasad Residing at Sri Kashi Niwas Municipality Road, P.o - Neamatpur, P.s - Kulti, District - Paschim Bardhaman, Pin - 713359, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Dinesh Kr Burnwal (Old Name) to Dinesh Kumar Burnwal (New Name) and henceforth I shall be known as Dinesh Kumar Burnwal (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 08-05-2026. Dinesh Kumar Burnwal (New Name) and Dinesh Kr Burnwal (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Tajdar Mohammed Iqbal Iqbal (Old Name) S/o Late Md Iqbal Residing at 79 West Apcar Garden, P.o - Asansol, P.s - Asansol South, District - Paschim Bardhaman, Pin - 713304, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Tajdar Mohammed Iqbal Iqbal (Old Name) to Tajdar Mohammed Iqbal (New Name) and henceforth I shall be known as Tajdar Mohammed Iqbal (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 08-05-2026. Tajdar Mohammed Iqbal (New Name) and Tajdar Mohammed Iqbal Iqbal (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Indrani Dasgupta Agarwal, Indrani Agarwal (Old Name) D/o Milan Chandra Dasgupta W/o Ajay Agarwal Residing at Flat No. 11A, Tower-1, Haritage Srijan Park, 72A, Tiljala Road, P.o - Gobinda Khatick Road, P.s - Beniapukur, District - Kolkata, Pin - 700046, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Indrani Dasgupta Agarwal, Indrani Agarwal (Old Name) to Indrani Dasgupta (New Name) and henceforth I shall be known as Indrani Dasgupta (New Name) in all purpose, vide affidavit no 1499 Sworn before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Kolkata on Dated 27-04-2026. Indrani Dasgupta (New Name) and Indrani Dasgupta Agarwal Indrani Agarwal (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Saleha Khatoon Mohammed Iqbal Iqbal (Old Name) W/o Late Md Iqbal Residing at 79 West Apcar Garden, P.o - Asansol, P.s - Asansol South, District - Paschim Bardhaman, Pin - 713304, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Saleha Khatoon Mohammed Iqbal Iqbal (Old Name) to Saleha Khatoon (New Name) and henceforth I shall be known as Saleha Khatoon (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 08-05-2026. Saleha Khatoon (New Name) and Saleha Khatoon Mohammed Iqbal Iqbal (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Avik Pramanick (Old Name) S/o Uday Pramanik Residing at FR-4th RN-E Shantiniketan, Subhaspaliy Road, Madhyamgram, P.o - Madhyamgram Bazar, District - North 24 Parganas, Pin - 700130, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Avik Pramanick (Old Name) to Avik Pramanik (New Name) and henceforth I shall be known as Avik Pramanik (New Name) in all purpose, vide affidavit no 10 Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 07-05-2026. Avik Pramanik (New Name) and Avik Pramanick (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Subodh Kumar Dhariwal (Old Name) S/o Late Jhankar Mal Dhariwal Residing at 4E Shree Krishna Garden, 9 Binova Bhave Road, Sahapur, District - Kolkata, Pin - 700038, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Subodh Kumar Dhariwal (Old Name) to Subodh Dhariwal (New Name) and henceforth I shall be known as Subodh Dhariwal (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 07-05-2026. Subodh Dhariwal (New Name) and Subodh Kumar Dhariwal (Old Name) both are same and one identical person.

Name correction

I, Aminul Malitha (old name) S/o- Anarul Malithya residing at Shitalnagar, Kupila, Domkal, Dist-Murshidabad, Pin-742303 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from AMINUL MALITHA to AMINUL MALITHYA and henceforth I shall be known as AMINUL MALITHYA (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 08/05/2026. AMINUL MALITHA (old name) and AMINUL MALITHYA (new name) both are same and one identical person.

Name correction

I, Anarul Malitha (old name) S/o- Alimuddin Malithya residing at Shitalnagar, Kupila, Domkal, Dist-Murshidabad, Pin-742303 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from ANARUL MALITHA to ANARUL MALITHYA and henceforth I shall be known as ANARUL MALITHYA (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 08/05/2026. ANARUL MALITHA (old name) and ANARUL MALITHYA (new name) both are same and one identical person.

Name correction

I, Mosammat Nazima Bibi (old name) W/o- Abdul Mannan Seikh residing at Sahebnagar, Bhagwangola, Bhagwangola, Dist-Murshidabad, Pin-742135 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MOSAMMAT NAZIMA BIBI to MST NAZIMA KHATUN and henceforth I shall be known as MST NAZIMA KHATUN (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 08/05/2026. MOSAMMAT NAZIMAV BIBI (old name) and MST NAZIMA KHATUN (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sahina Perween, Shahina Parvin (Old Name) W/o Rafi Ahmed Residing at 3A, Satyen Bose Road, P.o - Danesh Sk Lane, P.s - Sankrail, District - Howrah, Pin - 711109, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Sahina Perween, Shahina Parvin (Old Name) to Shahina Pravin (New Name) and henceforth I shall be known as Shahina Pravin (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 08-05-2026. Shahina Pravin (New Name) and Sahina Perween, Shahina Parvin (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ramesh Roy (Old Name) S/o Rajendra Roy Residing at 4D/1, Dharmatala Road, P.o - Tiljala, P.s - Kasba, District - Kolkata, Pin - 700039, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Ramesh Roy (Old Name) to Ramesh Kumar Roy (New Name) and henceforth I shall be known as Ramesh Kumar Roy (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 08-05-2026. Ramesh Kumar Roy (New Name) and Ramesh Roy (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Puspita Ghosh Mondal (Old Name) D/o Ashis Kumar Ghosh W/o Milon Kumar Mondal Residing at 36/11, Umesh Mukherjee Road Belghoria, P.o - Belghoria, P.s - Belghoria, District - North 24 Parganas, Pin - 700056, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Puspita Ghosh Mondal (Old Name) to Puspita Ghosh (New Name) and henceforth I shall be known as Puspita Ghosh (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 08-05-2026. Puspita Ghosh (New Name) and Puspita Ghosh Mondal (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Rafi Ahamad, Md Rafi Ahmed (Old Name) S/o Abdul Jabbar Residing at 3A, Satyen Bose Road, P.o - Danesh Sk Lane, P.s - Sankrail, District - Howrah, Pin - 711109, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Rafi Ahamad, Md Rafi Ahmed (Old Name) to Rafi Ahmed (New Name) and henceforth I shall be known as Rafi Ahmed (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 08-05-2026. Rafi Ahmed (New Name) and Rafi Ahamad, Md Rafi Ahmed (Old Name) both are same and one identical person.

শান্তিদেব ঘোষ, যাঁর জীবন জুড়ে রবীন্দ্রনাথ, জন্মদিনের শ্রদ্ধার্ঘ্য

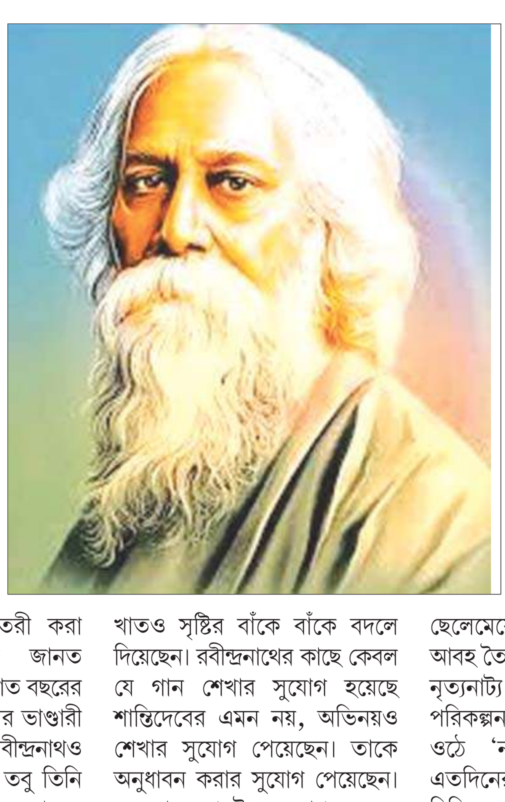

কৌশিক দাসঃতিনি ছিলেন রবীঃদ্রনাথের নাচের কাণ্ডারী। দীনেঃদ্রনাথের মৃত্যুর পর হয়ে উঠেছিলেন গানেরও ভাণ্ডারী। তখন নতুন গানটি লিখে, সুরটি দিয়ে রবীঃদ্রনাথ তাঁর কণ্ঠে সেই গান তুলিয়ে যেন ভারি নিশ্চিন্ত হতেন। গান লিখেই ডাক দিতেন যখন-তখন, আসতে দেরি হলে অভিমান করতেন। তাঁকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ' গানের সঞ্চয় তোর কাছে আছে- বিশুদ্ধভাবে সে গানের প্রচার করা তোর কাজ।' গুরুর আদেশ মাথায় নিয়ে সেই কাজ তিনি আজীবন করে গেছেন। ' শান্তিদেব ঘোষ। শান্তিদেব আপাদমস্তক শান্তিনিকেতনের। কেননা, বাল্য থেকে তাঁর সুদীর্ঘ জীবন শান্তিনিকেতনে কেটেছে, শান্তিনিকেতনের জন্য কেটেছে। তাঁর এই যে ' নাম এর মূলেও আছে শান্তিনিকেতন। এবং অবশ্যই আছেন গুরুদেব রবীঃদ্রনাথ। আসলে, শান্তিদেবের পিতা কালীমোহন ঘোষ বঙ্গভঙ্গ যুগের স্বদেশি করা লোক। শান্তিনিকেতন গড়ে ওঠার প্রথম পর্বে এলেন রবীন্দ্রসান্নিধ্যে। বাঁধা প।লেন আত্মার টানে। যুক্ত হলেন রবীঃদ্রনাথের কর্মযজ্ঞে। কালীমোহনের দেশের বাড়ি পুববাংলার মেঘনার পাড়ে বাজাপ্তি গ্রামে। সেখানেই ১৯১০ সালের ৭ই মে জন্ম হল শান্তিদেবের। কালীমোহনের ভিতরে-বাহিরে অন্তরে অন্তরে তখন কেবলই ' তাই পুত্রের নামকরণে অন্তরলোকের সেই তীর্থের নামই এসে গেল। নাম দিলেন, ' সুতরাং শান্তিদেবের পিতৃদত্ত নাম, ' শান্তিময়ের বয়স বছর তিন হতে-না-হতেই কবির আহ্বানে কালীমোহন সপরিবারে শান্তিনিকেতনের বাসিন্দা হলেন। কবিগুরুর সান্নিধ্য, শিক্ষায়, ছায়াতলে, বোলপুরের উদার মাঠে, লালপথের দু'ধারের শাল জঙ্গলে, খোয়াইয়ের অবাধ জলে বড় হয়ে উঠতে লাগলেন শান্তিময়। আশ্রম বিদ্যালয়ে হাজির হতে শুরু করলেন বৃক্ষছায়ার প্রাথমিক শিক্ষার আসরে। পাশাপাশি সঙ্গীত শিক্ষাও চলতে লাগল দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে। ক্রমে সেই পাঁচ-ছ'বছর বয়সেই জায়গা হয়ে গেল মাঘোসব প্রভৃতি অনুষ্ঠানের গানের দলে। নতুন লেখা গান কবি যখন দীনু ঠাকুরকে শেখান, পেছনে দাঁড়িয়ে শান্তিময়রাও শেখার সুযোগ পেতে লাগলেন। গান শেখার সময় ঘন ঘন মাথা চুলকানোর বদ-অভ্যেস তাঁর। সেটা কবির দৃষ্টি এড়াল না। কবি-কৌতুক হতে তা বঞ্চিতও হল না। ফলে হাসি-খুনসুটির অবিরল স্রোত বইবার অবকাশ পেল। তবে তাতে নির্মলতার অভাব ছিল না বলে, শান্তিময়ের মনে কুণ্ঠা জমবার সুযোগ ঘটল না। যাই হোক, শেখাতে শেখাতেই রবীন্দ্রনাথ হিরে চিনলেন। তাই শান্তিময়ের সতের-আঠার বছর বয়স হতে-না-হতেই কালীমোহনকে ডেকে একদিন রবীন্দ্রনাথ বললেন, ' গানের দিকেই দাও। একজনকে ত ভবিষ্যতের জন্য তৈরী করা দরকার!' তখন কে জানত অল্পবয়সে, অকালে ছ'-সাত বছরের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের গানের ভাণ্ডারী দীনু ঠাকুর মারা যাবেন! রবীন্দ্রনাথও হয়তো কল্পনা করেননি। তবু তিনি এক উত্তরাধিকারীর বর্তমানে আরেক উত্তরাধিকারী তৈরি করে যেতে চেয়েছিলেন। এবং যোগ্য উত্তরসূরিই বেছে নিতে পেরেছিলেন। ফলত ১৯৩৫ সালে অত্যন্ত স্নেহের দীনু মারা যাওয়ায় রবীন্দ্রনাথের অন্তরে সাময়িক একটা শূন্যতা তৈরি হল বটে, কিন্তু উত্তরাধিকারের ধারাচ্ছেদ ঘটল না। শান্তিময় হয়ে উঠলেন তাঁর গানের দ্বিতীয় ' আর ইতোমধ্যেই শান্তিময় রবীন্দ্রনাথের হাতে ' হয়ে উঠলেন। তিনি তখন বছর বিশের যুবক। নাটক ও গীতিময় এক অনুষ্ঠানে অংশগ্রাহীদের তালিকা প্রস্তুত করতে বসে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই তাঁকে এক লহমায় ' থেকে করে দিলেন ' তালিকা থেকেই এই নাম তাঁর পাকা হয়ে উঠল আজীবনের লিপিতটে। শুধু নাম নয়, বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের খাতও সৃষ্টির বাঁকে বাঁকে বদলে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে কেবল যে গান শেখার সুযোগ হয়েছে শান্তিদেবের এমন নয়, অভিনয়ও শেখার সুযোগ পেয়েছেন। তাকে অনুধাবন করার সুযোগ পেয়েছেন। কেননা, যখনই অবকাশ হয়েছে রবীনন্দ্রনাথ তাঁকে নারী-পুরুষ-বৃদ্ধ-বাউল প্রভৃতি নানান ধরণের চরিত্রে নামিয়ে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্র-মণির স্পর্শে সেই সমস্ত চরিত্রই তিনি সার্থকভাবে রূপায়ণ করে তুলতে পেরেছেন। মাত্র ন'বছর বয়সে ' নাটকের মধ্য দিয়ে তাঁর অভিনয়ে হাতেখড়ি। ' নাটকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নেচেছেন। পরে 'তাসের দেশ', ' ' প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করে তাঁর প্রশংসাধন্য হয়েছেন। ১৯২৯ সাল নাগাদ আবার মোড় ঘুরল অন্য এক সৃষ্টিশীল অধ্যায়ের দিকে। ঘোরালেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রজীবনে এই অধ্যায় অবশ্য শুরু হয়েছে আরও আগে। ১৯১৮ সাল নাগাদ শিলচরে মণিপুরের গীতিধর্মী নাচ দেখে কবির এত ভালো লাগে যে, সেই নাচের গুরু এনে শান্তিনিকেতনে তা শেখাবার ব্যবস্থা করেন ছেলেদের মধ্যে। অবশ্য এরও কিছুকাল আগে মাদ্রাজ থেকে শান্তিনিকেতনে আসা এক ছাত্রের নাচের অসম্ভব সু ন্দর উপস্থাপনা দেখেই ছেলেদের নাচ শেখানোর ইচ্ছে জাগে তাঁর। মণিপুরী নাচের মধ্য দিয়েই তাঁর সেই ইচ্ছে পূর্ণতা পায়। গুরুদেবের ইচ্ছেয় শান্তিনিকেতনে মেয়েদের নাচের সূত্রপাত হয় গুজরাটি এক মহিলার মাধ্যমে। তাঁর কাছেই গুজরাটি ও গরবা নাচ শেখেন মেয়েরা। শান্তিনিকেতনে ছেলেমেয়েদের মধ্যে এমন নাচের আবহ তৈরি হওয়ার পরই রবীন্দ্রনাথ নৃত্যনাট্য রচনা ও মঞ্চস্থ করার পরিকল্পনা করেন। এভাবেই গড়ে ওঠে 'নটীর পূজা' নৃত্যনাট্য। এতদিনের শেখা নৃত্য-আঙ্গিক মিলিয়ে পরিকল্পনা হয় নৃত্যের, অসম্ভব সফলতার সঙ্গে তা মঞ্চস্থ হয়। আর সেই সঙ্গে খুলে যায় রবীন্দ্রসৃষ্টিরথের আরেকটি পথ। গড়ে উঠতে শুরু করে ' এক সংকর ধারা। এবং তারও কান্ডারী হয়ে ওঠেন শান্তিদেব। ১৯২৯ সালের আগে নাচের দলে কিন্তু শান্তিদেব প্রবেশ করেননি। তবে এই সময় বীরভূমের এক অনুষ্ঠানে গুরুসদয় দত্তের ব্রতচারী দলের রায়বেঁশে দেখে রবীন্দ্রনাথের এত ভালো লেগে গেল যে, তাঁদের শান্তিনিকেতনে আসতে আমন্ত্রণ জানিয়ে দিলেন। তাঁরা শান্তিনিকেতনে আসতেই শান্তিদেবের ওপর ভার দিলেন একটি একটি করে তাঁদের সব লোকনৃত্য তুলে নেওয়ার। কবির নির্দেশে শান্তিদেব নাচ শিখতে নেমেই তার ভেতরের আনন্দরসটুকু এমনভাবে আত্মস্থ করে ফেললেন যে, গানের পাশাপাশি নাচও হয়ে উঠল তাঁর অন্তরের ধন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সেই আত্মস্থ করার ক্ষমতা দেখে সুখী হলেন। একে একে মণিপুরী নাচ, দক্ষিণ ভারতের মুখোশ নৃত্য, কেরালার লোকনৃত্য শেখার ব্যবস্থা করে দিলেন। শ্রীলঙ্কায় পাঠালেন ক্যান্ডিদলের নাচ শিখতে। রবীন্দ্রসান্নিধ্যে শান্তিদেব অনুধাবন করেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ মুদ্রার চেয়ে অভিনয়কে বেশি গুরুত্ব দেন। তাই বিভিন্ন নাচে অভিনয়ের যে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকগুলি রয়েছে, তা আয়ত্ব করে তিনি প্রয়োজনীয় মুদ্রার অলঙ্কারে সাজিয়ে রবীনন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যগুলির সৃজন শুরু করলেন। গড়ে উঠল গুরুশিষ্যের সমন্বয়ে সৃজনের অনন্য এক অধ্যায়। রবীন্দ্রনৃত্য। সারাজীবন রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সৃষ্টির অনুধ্যানে কাটিয়ে দেওয়া শান্তিদেব অসংখ্য রবীন্দ্র সঙ্গীত রেকর্ড করেছেন। তাঁর কণ্ঠে রেকর্ডধৃত রবীন্দ্র সঙ্গীত শোনা এক অন্য অভিজ্ঞতা। শুনতে শুনতে তাতে রবীন্দ্রনাথের একান্ত অনুভবের পরশটি যেন টের পাওয়া যায়। উপলব্ধি করা যায় গানের প্রতিটি চরণ আসন তলে বসে শেখার সাধনা। সেই সাধনার বীণেই তাঁর কণ্ঠের মায়ায় সুর ও স্বর হয়ে ওঠে চলমান ছবি। অবিরাম এক ভাবালু আবেশে মুগ্ধ করে রাখে আমাদের। আজও, এখনও, প্রতিটি মুহূর্তে

জঙ্গিপুর সুপার স্পেসিলিটি হাসপাতাল নরকের সমতুল্য ঃ বিজেপি বিধায়ক চিত্ত মুখার্জী

মিঠুন হালদারঃ প্রথমবারের জন্য বিধায়ক নির্বাচিত হয়ে রবিবার ছুটির দিন আচমকা জঙ্গিপুর হাসপাতাল পরিদর্শনে চলে গেলেন সেখানকার নবনির্বাচিত বিধায়ক চিত্ত মুখার্জী। হঠাৎ করে হাসপাতাল পরিদর্শনে গিয়ে সেখানকার পরিষেবার মান দেখে ক্ষুব্ধ বিজেপি বিধাযক হাসপাতালকে নরকের সঙ্গে তুলনা করে বসলেন। হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের ক্ষোভকে সামনে রেখে আজ কড়া বার্তা দিলেন জঙ্গিপুরের বিধায়ক।

বিজেপির বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হয়েই জঙ্গিপুর হাসপাতাল সুপারকে তিন দিনের 'ডেডলাইন ' বেঁধে দিয়েছিলেন তিনি। দাবি ছিল, হাসপাতাল চত্বরে দালালদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে হবে এবং কারণ ছাড়াই রোগীকে কথায় কথায় অন্যত্র রেফার করা চলবে না। কিন্তু তিন দিন কেটে গেলেও সুপারের তরফ থেকে আসেনি কোনও ফোন। কর্তৃপক্ষের এই উদাসীনতায় ক্ষুব্ধ হয়েই রবিবার হঠাৎই হাসপাতালে পৌঁছে যান বিধায়ক। এদিন ওপিডিতে ঢুকে খতিয়ে দেখলেন পরিষেবা। পাশাপাশি রোগী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন বিজেপি বিধায়ক। উঠে আসে একের পর এক অভিযোগ। পরিদর্শন শেষে বিধায়ক সাফ জানিয়ে দেন, স্বাস্থ্য নিয়ে ছেলেখেলা চলবে না। দালাল রাজ আর ফাঁকিবাজি বরদাস্ত করব না। হাসপাতাল পরিদর্শন করতে গিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে চিত্তবাবু বলেন , সুপারকে হাসপাতালের পরিবেশ ঠিক করার জন্য তিনদিন সময় দিয়েছিলাম কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। মানুষ এখানে পরিষেবা পেতে আসে, হয়রানি হতে নয়। আমাদের কাছে অভিযোগ রয়েছে এই হাসপাতালের সুপার সপ্তাহে মাত্র তিন দিন অফিস করেন । ইতিমধ্যে আমার সঙ্গে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কথা হয়েছে। তিনি বহরমপুরে আলোচনার জন্য ডেকেছেন। আগামীকাল সমস্ত বিধাযকের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও বৈঠক আছে। সুযোগ পেলে জঙ্গিপুর হাসপাতালের উন্নতি নিয়ে আলোচনা হবে। হাসপাতালের বর্তমান ছবি তুলে ধরে চিত্ত মুখার্জীর অভিযোগ, সন্ধ্যার পর হাসপাতাল চত্বর দুস্কৃতীদের আখড়া হয়ে যায়। ডাক্তাররা ঠিকমতো রোগী দেখেন না। নার্সদের একাংশ অসহযোগিতা করেন। এসব আর চলতে দেওয়া যাবে না। জঙ্গিপুরে বিজেপি বিধায়ক অভিযোগ করেন ,এই হাসপাতালে কোথাও ময়লা পরিষ্কার করা হয় না, রোগীদের জন্য জলের ব্যবস্থা নেই, ব্লাড ব্যাঙ্কে দু'নম্বরী চলছে। টাকা দিয়ে ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে রক্ত পেতে হয় । এটা হাসপাতাল না নরক? এখানে ন্যূনতম পরিষেবা রোগীরা পায় না। এর পাশাপাশি নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়কের আরও অভিযোগ ,হাসপাতালে চুক্তিভিত্তিক কর্মী সরবরাহের জন্য যে সংস্থা নিযুক্ত রয়েছে তারাও অনেক ক্ষেত্রে বেআইনি কাজ করছে ।সে সবই খতিয়ে দেখতে হবে । হাসপাতালের স্টোর থেকে প্রচুর ওষুধ বাইরে বিক্রি হয়ে যায়। জঙ্গিপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ডাক্তারদের ' রেফার ডাক্তার' বলে সম্বোধিত করে চিত্ত মুখার্জি বলেন, এখানে কোনও রোগী ভর্তি হতে এলেই তাঁদের বেশিরভাগকেই কলকাতা অথবা বহরমপুরে রেফার করে দেওয়া হয়। হাসপাতালে দালালরাজ এবং ডাক্তারদের ফাঁকিবাজি চূড়ান্ত । আমার কাছে এই হাসপাতাল নিয়ে যে সমস্ত অভিযোগ জমা পড়েছিল আজ পরিদর্শনে এসে তার ৯০ শতাংশই যে সত্য, তা নিজে চোখে দেখে গেলাম।

অধীরের উপর 'হামলার' অভিযোগ,বহরমপুর থেকে গ্রেপ্তার তৃণমূলের শীর্ষ যুব নেতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদহ, ১০ মে ঃ সালের বিধানসভা নির্বাচনী প্রচার পর্বে বহরমপুরের কংগ্রেস প্রার্থী অধীর চৌধুরীর উপর 'হামলা' চালানোর অভিযোগে শনিবার গভীর রাতে বহরমপুর পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের নিজের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার হলেন ওই ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর তথা তৃণমূল কংগ্রেসের বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা যুব সভাপতি ভীষ্মদেব কর্মকার। প্রসঙ্গত, গত ৪ এপ্রিল সকালবেলায় বহরমপুর পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের নির্বাচনী প্রচার চালাচ্ছিলেন বহরমপুর বিধানসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী অধীর চৌধুরী। বি টি কলেজ এলাকায় একটি গলির ভেতর দিয়ে অধীর চৌধুরীর মিছিল শুরু হতেই সেই সময় ভীষ্মদেব কর্মকারের নেতৃত্বে কিছু তৃণমূল কর্মী সমর্থক অধীর চৌধুরী এবং কংগ্রেস কর্মীদের উপর হামলা করেন বলে অভিযোগ উঠেছিল। ঘটনাস্থলে থাকা অধীর চৌধুরীর নিরাপত্তারক্ষী এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা সেদিন কোনওক্রমে অধীর চৌধুরীকে ওই এলাকা থেকে বার করে নিয়ে আসেন। এরপরই অধীর চৌধুরীর তরফ থেকে নির্বাচন কমিশনে ভীষ্মদেব কর্মকার সহ আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। বহরমপুর থানার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, সেই মামলাতেই শনিবার রাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা যুব সভাপতি ভীষ্মদেব কর্মকার। প্রসঙ্গত গতকালও বহরমপুর থানার পুলিশের তরফ থেকে পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডে গির্জাপাড়া এলাকায় অসীম সরকার নামে এক তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। সেখান থেকে পুলিশ তিনটি বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র ,১৪০ রাউন্ড গুলি এবং চারটি ম্যাগাজিন উদ্ধার করেছে। পুলিশের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে, অভিযান চালানোর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত অসীম সরকারের বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন বহরমপুর টাউন যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি পাপাই ঘোষ। পুলিশের গ্রেপ্তারি এড়াতে বর্তমানে পাপাই ঘোষ এবং অসীম সরকার দু'জনেই পলাতক বলে জানা গিয়েছে। সেই ঘটনার রেশ কাটার আগেই ভীষ্মদেব কর্মকারের গ্রেপ্তারি মুর্শিদাবাদ জেলায় তৃণমূলের অন্দরে শোরগোল ফেলে দিয়েছে। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্বাচনী প্রচারে বহরমপুর কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী নাড়ুগোপাল মুখার্জির হয়ে ভীষ্মদেব কর্মকার এবং পাপাই ঘোষ দু'জনেই সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। নির্বাচনী প্রচার পর্বে ভীষ্মদেবের বিরুদ্ধে যেমন সরাসরি অধীর চৌধুরীর প্রচারে বাধা দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে, তেমনই পাপাই ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে যে বা যারা অধীর চৌধুরীকে সাহায্য করেছিলেন তাঁদেরকে হুমকি দেওয়া এবং মারধর করার। গোটা ঘটনা সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তথা কান্দির প্রাক্তন বিধায়ক অপূর্ব সরকার বলেন, ভোট প্রচার পর্বে ওই দিন দু'দলের মধ্যেই ধস্তাধস্তি হয়েছিল অথচ এখন একতরফা ভাবে তৃণমূলের কর্মী নেতাদেরকে গ্রেপ্তারে করা হচ্ছে। এটা থেকেই প্রমাণ হয় অধীর চৌধুরীর সঙ্গে বিজেপির সখ্যতা রয়েছে। হয় তিনি বিজেপির মদত নিয়ে মুর্শিদাবাদ দখলের স্বপ্ন দেখছেন অথবা বিজেপিকে মুর্শিদাবাদ দখল করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

কোন্নগরে শকুন্তলা কালীমায়ের ১৩৭ তম পূজো উপলক্ষে ভক্তদের ঢল প্রশাসনের কড়া ব্যবস্থা

বনস্পতি দে, কোন্নগর হুগলিঃ ব্যাপক সংখ্যক মানুষের ভিড় সামাল দিতে প্রথম থেকেই তৈরি ছিল প্রশাসন ও মন্দির কর্তৃপক্ষ। প্রথম থেকেই গোটা এলাকা মুড়ে ফেলা হয় সিসিটিভিতে। আগের দিন রাত ১২টা থেকে শুরু হয় হুগলির কোন্নগরের শকুন্তলা কালীপুজোর জল ঢালা পর্ব। যেখানে কয়েক লক্ষ পুণ্যার্থীরা গঙ্গা থেকে স্নান করে, সোজা পৌঁছে যান মায়ের বেদীতে জল ঢালতে। সারা রাত ধরে চলে এই জল ঢালা পর্ব। কয়েকশো পুলিশ কর্মী সহ প্রায় সাড়ে ৩০০ জন স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা হয় এই কাজে। কেননা প্রশাসন এবং মঃিদর কমিটির মূল লক্ষ্য ছিল, যে কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানো। কালীপুজোর জল ঢালা পর্ব শুরু হওয়ার আগে থেকেই মঃিদর সংলগ্ন এলাকাকে সাজিয়ে তোলা হয় উসবের মেজাজে। কেননা শুধুমাত্র হুগলি জেলা নয়, জেলার বাইরের রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু সংখ্যক মানুষ আসেন এই পুজো উপলক্ষে। একদিকে যেমন নৈহাটির বড়মার মাহাত্ম্য রয়েছে ঠিক তেমনই হুগলিতে মাহাত্ম্য রয়েছে শকুন্তলা কালী মায়ের। প্রত্যেক বছরের মত এই বছরও কয়েক লক্ষ মানুষ মায়ের বেদীতে পূর্ণ অর্জনের জন্য জল ঢালতে আসেন। গঙ্গাস্নান করে মোট তিনটি রুটে তারা পৌঁছান মায়ের বেদীতে জল ঢালার জন্য। কোন্নগরে ১৩৭ বছরের প্রাচীন জাগ্রত মা শকুন্তলা কালীর সারারাত্রি ব্যাপী পুজো হাজার হাজার ভক্তদের ঢল। জানা গেল আজ থেকে অনেক বছর আগে ব্রিটিশ আমলে এই পুজোর প্রচলন হয় এখন যেখানে শকুন্তলা মায়ের কালিবাড়ি তখন সেখানে জঙ্গল ছিল সেই সময় প্রায় সন্ধের সময় হবে এক ব্রাহ্মণ সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন হঠাৎ তিনি দূর থেকে দেখতে পান এক অল্পবয়সী সু ন্দরী কন্যা স্নান সেরে সেখানে দাঁড়িয়ে. আছে। তা ব্রাহ্মণ একটু কাছে যাওয়ার পর চোখের পলকে সেই কন্যা অদৃশ্য হয়ে যায় রাতে ব্রাহ্মণ ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন পান যে স্বয় মা কালী তাকে ওই স্থানে মায়ের পুজো করার আদেশ দিলেন। তখন সেই ব্রাহ্মণ চিন্তায় পড়লেন কি করবেন কিন্তু মায়ের কৃপায় সেখানে আশেপাশে জঙ্গল পরিষ্কার করে একটি কুঁড়েঘর করলেন মায়ের পুজোর জন্য সেখানেই মা পূজিত হতে লাগলেন আস্তে আস্তে মন্দির হল। আরও জানা যায় ওইখানে উঁচু গাছ ছিল সেখানে নাকি শকুন বসতো সেই থেকে মায়ের নাম হয় মা শকুন্তলা যেটুকু জানা গিয়েছে সেইভাবে চলে আসছে পুজো আসতে আসতে লোক বসতি বেড়ে গেল মায়ের মন্দিরও ভালোভাবে হয়ে গেল। ভক্তরা শুক্রবার সারারাত ধরে মায়ের বেদিতে জল ঢালেন । এই জল ঢালা চলে শনিবার দুপুর একটা পর্যন্ত দূর দূরান্ত থেকে ভক্তরা এখানে আসেন মায়ের পূজো দেন। মায়ের বেদীতে জল ঢালেন যাদের মানত করা আছে তারা দন্ডী কাটেন । এই পুজো উপলক্ষে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েছে পুলিশ প্রশাসন । বৈশাখ মাসের কৃষ্ণপক্ষের শেষ শনিবারে এবার মায়ের পুজো পড়েছে। শনিবার দুপুরে মায়ের প্রতিমা মন্দিরে নিয়ে আসা হয়। সন্ধ্যে থেকে হয় পুজো, দুপুর থেকে ভক্তদের ঢল পড়তে শুরু করেছে সন্ধ্যা থেকে রাত যত গড়ায় তত হাজার হাজার ভক্ত মন্দিরে চলে আসবে এই পুজোর বিশেষত্ব জানা গেল পাঠাবলি হবে। পুজো শেষ হওয়ার পর একদম উষালগ্নে মায়ের গমন। সারা বছর মন্দিরে বেদীতে ঘট পুজো হয়। এই প্রসঙ্গে কোন্নগর মা শকুন্তলা কালীর মায়ের পুজো কমিটির সম্পাদক জানালেন আমাদের এখানে মায়ের এই পুজো বহু প্রাচীন তা এবার ১৩৭ বছরে পড়ল। মাকে দুপুরে নিয়ে আসা হয় সন্ধ্যা থেকে পুজো শুরু হয়। তারপর ঊষা লগ্নে মায়ের গমন । প্রচুর ভক্তরা আসেন দূর-দূরান্ত থেকে নানা জেলা থেকে আসে ভক্তরা তারা পুজো দেয় মায়ের বেদীতে জল ঢালেন অনেকে দন্ডি কাটেন নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকে প্রচুর, প্রচুর পুলিশ দেওয়া হয় থাকছে অনেক সিসি ক্যামেরা মহিলা পুলিশ ও আছে, প্রচুর ভিড় হবে। এছাড়া আমরা গরিবদের জন্য স্কুল করেছি। ওষুধপত্র দেওয়া হয় ও নানা সমাজসেবামূলক কাজ হয়। আগামী দিনে আরো ভালো কাজ করার চেষ্টা করব আমরা সবার সহযোগিতা চাই। এই উপলক্ষে এখানে ১০-১২ দিন ধরে মেলা বসে প্রায় লাখ খানেক ভক্তের সমাগম। কোন্নগর পৌরসভার তরফে পৌরকর্মীরাও রাত জেগে পরিষেবা প্রদান করেন পুণ্যার্থীদের। পুরসভার তরফ থেকে একটি অ্যাম্বুলেন্সও মজুত রাখা হয়েছিল। সব মিলিয়ে উৎসবের মধ্যে যাতে কোনরকম সমস্যার সম্মুখীন না হতে হয় তার জন্য সব দিক দিয়ে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তার বেষ্টনি তৈরি করেছিল প্রশাসন ও পূজা উদ্যোক্তারা দুইয়ে মিলে।

পিছিয়ে পড়া সমাজের পড়ুয়াদের সাফল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, বোলপুর ঃ পিছিয়ে পড়া সমাজের ৭ পড়ুয়ার সাফল্যে খুশির হাওয়া মির্জাপুর বিবেকানন্দ আশ্রমে। মাধ্যমিকে সাত ছাত্রদের সবাই উত্তীর্ণ। বিদ্যালয়ে প্রথম আশ্রমের ছাত্র সুরেশ হেমরম। অত্যন্ত অসহায় ও দুস্থ পরিবারের সন্তানদের মানুষ করে তোলার লক্ষ্য নিয়েই ২০০৭ সালে বোলপুরের শুড়িপাড়ার একটি ভাড়া বাড়ি থেকে পথচলা শুরু হয়েছিল মির্জাপুর বিবেকানন্দ আশ্রমের। বহু প্রতিকূলতা, ঝড়-ঝাপটা পেরিয়ে আজ বোলপুর লাগোয়া রায়পুর-সুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মির্জাপুর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আশ্রমটি। সমাজের কাছে ধীরে ধীরে এক পরিচিত ও নির্ভরযোগ্য নাম হয়ে উঠেছে এই আশ্রম।

এবার মাধ্যমিক পরীক্ষায় আশ্রমের ৭ জন ছাত্র অংশগ্রহণ করে এবং সাতজনই ভালো নম্বরে উত্তীর্ণ হয়েছে। শুধু তাই নয়, আশ্রমের ছাত্র সুরেশ হেমরম ৫০৪ নম্বর পেয়ে বিদ্যালয়ের প্রথম স্থান অধিকার করেছে। অন্য ছাত্ররাও ভালো ফল করে আশ্রমের মুখ উজ্জ্বল করেছে। ছাত্রদের এই সাফল্যে খুশির হাওয়া আশ্রম জু।ে। বর্তমানে আশ্রমে প্রায় ৭০ জন ছেলে-মেয়ে রয়েছে। চার বছর বয়স থেকেই অসহায় ও পিছিয়ে পড়া পরিবারের শিশুরা এখানে থেকে বড়হয়ে উঠছে। প।াশোনার পাশাপাশি আত্মনির্ভরশীল হওয়ার শিক্ষাও দেওয়া হয়। নিজেদের দৈনন্দিন কাজ নিজেরাই করে আশ্রমের ছাত্রছাত্রীরা।

আশ্রমের মহারাজ স্বামী নির্মালঃদজি বলেন, বহু প্রতিকূলতার মধ্যেও সকলের সহযোগিতায় আশ্রম এগিয়ে চলেছে। অনেক সহৃদয় ব্যক্তি আশ্রমের পাশে দাঁড়িয়েছেন, আবার অনেকেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। তবে ঈশ্বরের আশীর্বাদে আজ আশ্রম ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। আশ্রমের মূল উদ্দেশ্য পিছিয়ে পড়া সমাজের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা। তাঁর কথায়, একটি শিশু কন্যাকে নিয়ে যে পথচলা শুরু হয়েছিল, আজ সেই আশ্রমেই রাজ্য ও জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা অসংখ্য অসহায় সন্তান নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখছে।

বিক্রমশীলা সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর দেওঘর ও সরাইগড়ের মধ্যে অসংরক্ষিত স্পেশাল ট্রেন পরিষেবা চালু

কলকাতা, ১০ মেঃ গঙ্গা নদীর ওপর বিক্রমশীলা সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে ভাগলপুর এবং উত্তর-পূর্ব বিহার ও সীমান্তাঞ্চল (সীমাঞ্চল) এলাকার মধ্যে স।ক যোগাযোগ ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। জনস্বার্থের কথা বিবেচনা করে পূর্ব রেল এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং দেওঘর ও সরাইগ।রে মধ্যে আগামী ৩১ মে, ২০২৬ পর্যন্ত একটি অসংরক্ষিত স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ সেতু সংযোগটি বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে ভাগলপুর এবং কাটিহার, সহর্ষা, মাধেপুরা, নবগাছিয়া, কিষাণগঞ্জ ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দা, ছাত্রছাত্রী, ব্যবসায়ী ও নিত্যযাত্রীরা চরম অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। সাধারণ মানুষের এই দুর্ভোগের কথা মাথায় রেখে পূর্ব রেল দ্রুত বিকল্প ও নির্ভরযোগ্য পরিবহণ ব্যবস্থা প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছে। দেওঘর ও সরাইগড়ের মধ্যে এই অসংরক্ষিত মেমু স্পেশাল ট্রেন পরিষেবার মূল লক্ষ্য হলো নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং যাত্রী চলাচল সহজতর করা। ০৫৫৭৩ সরাইগ।-দেওঘর অসংরক্ষিত স্পেশাল ট্রেনটি ৩১.০৫.২০২৬ পর্যন্ত প্রতিদিন রাত ০৩.০৫ মিনিটে সরাইগ। থেকে ছেড়ে ওই দিনই সকাল ১১.২০ মিনিটে দেওঘর পৌঁছাবে এবং ০৫৫৭৪ দেওঘর-সরাইগ। অসংরক্ষিত স্পেশাল ট্রেনটি ৩১.০৫.২০২৬ পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১১.৩৫ মিনিটে দেওঘর থেকে ছেড়ে ওই দিনই রাত ২২.১৫ মিনিটে সরাইগ। পৌঁছাবে। যাত্রাপথে ট্রেনটি উভয় দিকেই পূর্ব রেলওয়ের এক্তিয়ারভুক্ত বাঁকা, বারাহাট, ভাগলপুর, সুলতানগঞ্জ, রতনপুর এবং মুঙ্গের স্টেশনে থামবে।

গ্রীষ্মকালে যাত্রীদের অতিরিক্ত সুবিধার জন্য রেল প্রশাসন গ্রীষ্মকালীন অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন ব্যবস্থা করেছে

গোরখপুর, ১০ই মেঃ গ্রীষ্মকালে যাত্রীদের অতিরিক্ত সুবিধার জন্য, রেলওয়ে প্রশাসন ০৯১৫৭০৯১৫৮ বান্দ্রা টার্মিনাস-গোরখপুর-রতলাম গ্রীষ্মকালীন অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেনটি ১০ই মে, ২০২৬ তারিখে বান্দ্রা টার্মিনাস থেকে এবং ১১ই মে, ২০২৬ তারিখে গোরখপুর থেকে নিম্নরূপে পরিচালনা করবে।

০৯১৫৭ বান্দ্রা টার্মিনাস - গোরখপুর গ্রীষ্মকালীন অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেনটি ১০ই মে, ২০২৬ তারিখে বান্দ্রা টার্মিনাস থেকে ০০.৩০ ঘটিকায় ছাড়বে এবং বোরিভালি পৌঁছাবে ০১.০৩ ঘটিকায়, ভাপি পৌঁছাবে ০২.৪৪ ঘটিকায়, সুরাট পৌঁছাবে ০৪.০৫ ঘটিকায়, ভাদোদরা পৌঁছাবে ০৬.২২ ঘটিকায় এবং রতলাম পৌঁছাবে ১০.৩২ ঘটিকায়। ১১.৩২ টায় নাগদা, ১৪.২৭ টায় কোটা, ১৬.৩৭ টায় সওয়াই মাধোপুর, ১৮.৪২ টায় বায়ানা, ১৯.৩২ টায় ভরতপুর, মথুরা জং। এটি ২১.৪২ ঘটিকায়, হাথরাস সিটি ২৩.১৭ ঘটিকায়, পরের দিন কাসগঞ্জ ০০.৩৭ ঘটিকায়, বরেলি সিটি ০৩.০৯ ঘটিকায়, ইজ্জতনগর ০৩.৪৯ ঘটিকায়, পিলিভিট ০৬.২৯ ঘটিকায়, মৈলানি ০৭.৩৯ ঘটিকায়, সীতাপুর ০৯.৫৯ ঘটিকায়, বুধওয়াল ১২.০৪ ঘটিকায়, গোন্ডা ১৩.২৯ ঘটিকায়, বস্তি ১৫.০৪ ঘটিকায় এবং খলিলাবাদ ১৫.৫৪ ঘটিকায় ছেড়ে ১৭.৩০ ঘটিকায় গোরখপুর পৌঁছাবে। ফিরতি যাত্রায়, ০৯১৫৮ গোরখপুর - রতলাম সামার আনরিজার্ভড স্পেশাল ট্রেনটি ১১ই মে, ২০২৬ তারিখে রাত ৮. ৩০ মিনিটে গোরখপুর থেকে ছাড়বে এবং রাত ৯.১৭ মিনিটে খলিলাবাদ, রাত ৯.৪৯ মিনিটে বস্তি, রাত ১১.২৯ মিনিটে গোন্ডা, পরের দিন রাত ১২.৩৪ মিনিটে বুড়ওয়াল, রাত ২.৩৬ মিনিটে সীতাপুর, ভোর ৪.৪১ মিনিটে মৈলানি, সকাল ৬.০৬ মিনিটে পিলিভিট, সকাল ৭.৩৭ মিনিটে ইজ্জতনগর, সকাল ৮.০৯ মিনিটে বরেলি সিটি, সকাল ১০.৪৪ মিনিটে কাসগঞ্জ, দুপুর ১২.০৭ মিনিটে হাথরাস সিটি এবং মথুরা জংশনে পৌঁছাবে। এটি ১৩.৪৭ ঘটিকায়, ভরতপুর ১৫.৫২ ঘটিকায়, বায়ানা ১৬.৪২ ঘটিকায়, সাওয়াই মাধোপুর ১৮.৫২ ঘটিকায়, কোটা ২১.০২ ঘটিকায় এবং নাগদা ২৩.৪৯ ঘটিকায় ছেড়ে তৃতীয় দিনে ০১.০০ ঘটিকায় রতলামে পৌঁছাবে। এই ট্রেনে মোট ২০টি কোচ থাকবে, যার মধ্যে ১৮টি জেনারেল সেকেন্ড ক্লাসস্লিপার ক্লাস কোচ এবং ০২টি এসএলআরডি কোচ। এই সমস্ত কোচই অসংরক্ষিত শ্রেণীর হবে।

গঙ্গায় স্নান করতে নেমে তলিয়ে নিখোঁজ অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী

প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ১০ মে ঃ পূর্বস্থলীর কমলনগর গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে নেমে তলিয়ে নিখোঁজ হয়ে গেল অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রী। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকাজুড়ে। শনিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে পূর্বস্থলী থানার অন্তর্গত মাজিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের কমলনগর গঙ্গার ঘাটে। নিখোঁজ ছাত্রীর নাম রিয়া মন্ডল। সে লক্ষ্মীপুর হাই স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী বলে জানা গিয়েছে।স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শনিবার দুপুরে নিজের বোনের সঙ্গে ভাগীরথী নদীতে স্নান করতে নেমেছিল রিয়া। স্নান করার সময় হঠাই অসাবধানতাবশত গভীর জলে তলিয়ে যায় সে। ঘটনাটি চোখের সামনে ঘটতে দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে তার বোন। সে তড়িঘড়ি নদীর পাড়ে থাকা স্থানীয়. মানুষজনকে ডাকাডাকি শুরু করে। তবে এলাকাবাসী ছুটে এসে নদীতে খোঁজাখুঁজি শুরু করলেও ততক্ষণে নদীর জলে তলিয়ে যায় রিয়া।ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পূর্বস্থলী থানার পুলিশ। পাশাপাশি খবর দেওয়া হয় ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট টিমকেও। শনিবার বিকেল থেকেই নিখোঁজ ছাত্রীর খোঁজে তল্লাশি অভিযান শুরু হয়। নদীতে নৌকা নামিয়ে ও বিভিন্ন এলাকায় খোঁজ চালান উদ্ধারকারী দলের সদস্যরা। তবে রাত পর্যন্ত কোনও সন্ধান মেলেনি রিয়ার।রবিবার সকাল থেকেও ফের শুরু হয়েছে তল্লাশি অভিযান। ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টে র কর্মীরা নদীর বিভিন্ন অংশে খোঁজ চালাচ্ছেন। ঘটনাস্থলে এদিন যান পূর্বস্থলী থানার আইসি সুপ্রিয় রঞ্জন মাঝি। তিনি উদ্ধারকারী দলের সঙ্গে কথা বলেন এবং গোটা পরিস্থিতির খোঁজখবর নেন।এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে রিয়ার পরিবার ও এলাকাজুড়ে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, গঙ্গার ওই ঘাটে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকায় মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হয়। ঘটনার পর থেকে আতঙ্কিত এলাকার মানুষও। এখনও পর্যন্ত নিখোঁজ ছাত্রীর কোনও খোঁজ না মেলায় উকণ্ঠা বাড়ছে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে।

নবদ্বীপে জয়ের উচ্ছ্বাস, প্রথম বিজয় মিছিলে জনতার ঢল

ছোটন বিশ্বাস, নদিয়া ঃ নির্বাচনী জয়ের পর প্রথমবার এলাকার মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করতে রবিবার নবদ্বীপ ব্লকের চর মাজদিয়া-চর ব্রহ্মনগর পঞ্চায়েত এলাকায় পৌঁছন নবদ্বীপের নবনির্বাচিত বিজেপি বিধাযক শ্রুতি শেখর গোস্বামী। তাকে ঘিরে এলাকাজুড়ে তৈরি হয় উৎসবের আবহ। বর্ণাঢ্য বিজয় মিছিল, সংবর্ধনা, কীর্তন ও প্রসাদ বিতরণকে কেন্দ্র করে দিনভর ছিল ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা।সকাল থেকেই এলাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা জড়ো হতে থাকেন। হাতে দলীয় পতাকা, পদ্মফুল ও গেরুয়া আবির নিয়ে মিছিলে সামিল হন বহু সাধারণ মানুষও। ঢাকের বাদ্যি, শঙ্খধ্বনি ও রাজনৈতিক স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে গোটা চর ব্রহ্মনগর এলাকা।এদিন বিধায়ক এলাকায় পৌঁছতেই ফুলের মালা ও উত্তরীয় পরিয়ে তাকে বরণ করে নেন স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রথমেই তিনি স্থানীয় মন্দিরে গিয়ে পুজো ও প্রণাম করেন। পরে গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং সকলের শুভেচ্ছা গ্রহণ করেন।এরপর কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে বিশাল বিজয় মিছিলে অংশ নেন শ্রুতি শেখর গোস্বামী। মিছিল ঘিরে রাস্তার দু'ধারে ভিড় জমায় বহু মানুষ। এলাকার মহিলা ও প্রবীণদের একাংশও বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে নবনির্বাচিত বিধায়ককে শুভেচ্ছা জানান।বিজয় উৎসব উপলক্ষে বিশেষ নামসংকীর্তন ও কীর্তনের আয়োজন করা হয়েছিল। ধর্মীয় আবহে মুখর হয়ে ওঠে গোটা অনুষ্ঠানস্থল। পাশাপাশি উপস্থিত সকলের জন্য প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থাও করা হয।সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শ্রুতি শেখর গোস্বামী বলেন,যারা এতদিন অন্য দলে ছিল, তারাই এখন বিজেপির নাম ব্যবহার করে বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা করছে। এতে দলের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

অভাবের সংসারে লড়াই করে ৭২৮ মেহেরুন্নিসার

মুরারইঃ বীরভূমের মুরারই -২ ব্লকের আমডোল পঞ্চায়েতের কনকপুরের বাসিন্দা মেহেরুন্নিসা। বাবা পেশায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পার্শ্বশিক্ষক। এই প্রান্তিক পরিবার থেকে লড়াইটা সহজ ছিলো না। কলহপুর এম কে এইচ হাইমাদ্রাসা স্কুলের ছাত্রী মেহেরুন্নিসা। এবারে মাদ্রাসা পরীক্ষায় তার প্রাপ্ত নাম্বার ৭২৮। বাংলায় -৯৮, ইংরেজি -৭১, গণিত -৯০, পদার্থ বিদ্যা ও পরিবেশ -৯০, জীবন বিজ্ঞান ও পরিবেশ -৯১, ইতিহাস ও পরিবেশ-৯৪, ভূগোল ও পরিবেশ -১০০, ইসলাম পরিচয় - ৯৪, আরবিক-৭৮, ওয়ার্ক এডুকেশন ও ফিজিক্যাল এডুকেশন -৭৯। মা মুসলিমা খাতুন একজন গৃহবধূ। মতিউর রহমান একজন পার্শ্ব শিক্ষক। কোন জমিজমা নেই। কনকপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পার্শ্ব শিক্ষক তিনি। মাসে ১০ হাজার ৫০০ টাকা বেতন পান। অভাবের সংসারে অনটন ছিলো। একমাত্র ভরসা দারুল হুদা বালিকা বিদ্যালয়। সেখানেই টিউশন নিতো সে। দারুল হুদার আমিনুল স্যার তাকে বিভিন্ন বিষয় .দেখিয়ে দিতেন। ভবিষ্যতে চিকিৎসক হওয়ার ইচ্ছা তার। পাপুড়ি আল আমিন মিশন থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পড়াশোনা করবে বলে মেহেরুন্নিসা জানিয়েছে। তার বাবা মতিউর রহমানের বড় মেয়ে .মেহেরুন্নিসা। ছেলে ছোটো। অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। নাম মোহর আলি। টিনের বাড়িতে থাকেন। তবু বুকে আশা জাগিয়ে রেখেছেন, মেয়ে একদিন চিকিৎসক হবে।

সিএসকে বনাম এলএসজি ম্যাচে গড়াপেটার সন্দেহ? ডাগআউটে ফোন ব্যবহার ঘিরে তীব্র বিতর্ক

চেন্নাই, ১০ মে ঃ ২০২৬ সালের আইপিএলে আবারও ব। বিতর্কের ছায়া। চেন্নাই সুপার কিংস ও লখনৌ সুপার জায়ান্টস ম্যাচকে ঘিরে নতুন

করে প্রশ্ন উঠেছে ম্যাচের স্বচ্ছতা নিয়ে। অভিযোগ, ম্যাচ চলাকালীন লখনৌ দলের ডাগআউটে এক সদস্যকে মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছে। সেই দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি হতেই ক্রিকেট মহলে শুরু হয়েছে তুমুল আলোচনা-এটা কি শুধুই নিয়মভঙ্গ, নাকি এর পিছনে রয়েছে আরও বড় কোনও ইঙ্গিত? ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে সম্প্রচার চলাকালীন একটি ফুটেজ থেকে। সেখানে দেখা যায়, লখনৌ সুপার জায়ান্টসের জার্সি পরা এক ব্যক্তি ডাগআউটে বসে কানে ফোন ধরে কারও সঙ্গে কথা বলছেন। মুহূর্তের মধ্যেই সেই ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে এবং শুরু হয় বিতর্ক। অনেকেই প্রশ্ন তুলতে থাকেন, ম্যাচ চলার সময় কীভাবে এমন সংবেদনশীল জায়গায় মোবাইল ফোন ব্যবহার করা সম্ভব? উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই প্রথম নয়। এর আগেও কয়েক দিন আগে রাজস্থান রয়্যালসের এক টিম ম্যানেজারকে ম্যাচ চলাকালীন ডাগআউটে মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছিল। সেই ঘটনাও তখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছিল। ফলে একের পর এক এমন ঘটনা ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রণ ও নিয়ম মানা নিয়ে নতুন প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে। সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে যে দৃশ্য দেখা গিয়েছে, তা নিয়ে সমর্থকদের মধ্যে মতভেদ তৈরি হয়েছে। একাংশের দাবি, এটি স্পষ্ট নিয়মভঙ্গ এবং তদন্ত হওয়া উচিত। আবার কেউ কেউ বলছেন, পুরো বিষয়টি হয়তো অতিরঞ্জিত করা হচ্ছে এবং পরিস্থিতি না জেনে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো ঠিক নয়।

তবে আইপিএল পরিচালনাকারী সংস্থা ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড এর নিয়ম অনুযায়ী বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর। টুর্নামেন্টে ম্যাচ চলাকালীন ডাগআউটকে সুরক্ষিত এলাকা বা রেস্ট্রিকটেড জোন হিসেবে গণ্য করা হয়। সেখানে মোবাইল ফোন, স্মার্ট ওয়াচ বা যেকোনো ধরনের যোগাযোগের ডিভাইস ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী, খেলোয়া। ও সাপোর্ট স্টাফদের মাঠে প্রবেশের আগেই নিজেদের মোবাইল ফোন জমা দিতে হয়। শুধুমাত্র নির্দিষ্ট অনুমোদিত ব্যক্তিরাই বিশেষ প্রয়োজনে যোগাযোগের ডিভাইস ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু সেই অনুমতি সাধারণত ডাগআউট বা খেলাধুলা চলাকালীন মুহূর্তে প্রযোজ্য নয়। ড্রেসিংরুম, ডাগআউট, ম্যাচ অফিসিয়ালদের ঘর, খাবার এলাকা এবং মাঠের কিছু নির্দিষ্ট অংশকে সংবেদনশীল এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই জায়গাগুলিতে বাইরের যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ করা হয় যাতে ম্যাচের স্বচ্ছতা বজায় থাকে এবং কোনও ধরনের অনিয়ম বা তথ্য ফাঁসের আশঙ্কা না থাকে। এই প্রেক্ষাপটে লখনৌ শিবিরের ওই ভিডিও সামনে আসায় প্রশ্ন উঠছে- ম্যাচ চলাকালীন ওই ফোন কলের উদ্দেশ্য কী ছিল? কেউ কি বাইরের কারও সঙ্গে যোগাযোগ করছিল? নাকি এটি শুধুই ব্যক্তিগত প্রয়োজন ছিল? এই সব প্রশ্নই এখন তদন্তের কেন্দ্রবিন্দুতে। তবে এখনও পর্যন্ত লখনৌ সুপার জায়াণ্টসের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। তারা বিষয়টি নিয়ে চুপ থাকায় আরও জল্পনা বা।ছে। অন্যদিকে সূত্রে জানা যাচ্ছে, বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে এবং প্রয়োজন হলে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করা হতে পারে। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের মতে, আইপিএলের মতো হাই-ভোল্টেজ টুর্নামেন্টে প্রতিটি মুহূর্তই অত্যন্ত সংবেদনশীল। তাই ডাগআউটে এমন কোনও ডিভাইস ব্যবহার করা হলে তা শুধু নিয়মভঙ্গ নয়, বরং ম্যাচের স্বচ্ছতা নিয়েও প্রশ্ন তুলতে পারে। বিশেষ করে যেখানে কোটি কোটি দর্শক ও বিশাল বাণিজ্যিক বিনিয়োগ জড়িত, সেখানে এমন ঘটনা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে দেখা উচিত। অন্যদিকে সমর্থকদের একাংশ মনে করছেন, গড়াপেটার মতো গুরুতর অভিযোগ তোলার আগে যথাযথ প্রমাণ প্রয়োজন। শুধুমাত্র একটি ভিডিও দেখে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো উচিত নয়। অনেক সময় টিম ম্যানেজমেন্টের জরুরি নির্দেশ বা চিকিৎসা সংক্রান্ত যোগাযোগের কারণেও এমন ঘটনা ঘটতে পারে। তবে একই সঙ্গে উঠে আসছে অতীতের কিছু ঘটনার প্রসঙ্গ, যেখানে ক্রিকেটে নিয়ম ভঙ্গ বা সন্দেহজনক যোগাযোগ নিয়ে বড় বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। ফলে বর্তমান ঘটনাও স্বাভাবিকভাবে আরও বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। সব মিলিয়ে ম্যাচ ঘিরে এই নতুন বিতর্ক এখন আইপিএলের পরিবেশকে আরও উত্তপ্ত করে তুলেছে। তদন্তের ফল কী আসে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে আপাতত প্রশ্ন একটাই-ডাগআউটের সেই ফোন কল কি শুধুই নিয়মভঙ্গ, নাকি এর আড়ালে রয়েছে আরও গভীর কিছু?ম্যাচকে ঘিরে ডাগআউটে মোবাইল ফোন ব্যবহারের যে ঘটনা সামনে এসেছে, তা নিঃসন্দেহে আইপিএল ২০২৬-এর অন্যতম আলোচিত বিতর্কে পরিণত হয়েছে। যদিও এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক তদন্ত রিপোর্ট বা প্রমাণ প্রকাশিত হয়নি, তবুও ঘটনাটি যেভাবে সোশাল মিডিয়া ও ক্রিকেট মহলে ছড়িয়ে পড়েছে, তা টুর্নামেন্টের স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে। আইপিএলের মতো উচ্চমানের প্রতিযোগিতায় প্রতিটি নিয়মের পেছনে থাকে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য-ম্যাচের নিরাপত্তা, স্বচ্ছতা এবং বাইরের প্রভাব থেকে খেলাকে দূরে রাখা। ডাগআউট বা ড্রেসিংরুমকে ‘জোন’ হিসেবে ঘোষণা করার মূল কারণই হল, এই জায়গাগুলিতে বাইরের যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ করা। তাই সেখানে মোবাইল ফোন ব্যবহার দেখা গেলে তা স্বাভাবিকভাবেই গুরুতর বিষয় হিসেবে গণ্য হয়। এই কারণেই লখনৌ সুপার জায়ান্টসের ডাগআউট সংক্রান্ত ভিডিওটি নিয়ে এত আলোচনা তৈরি হয়েছে। তবে শুধুমাত্র একটি ভিডিও বা মুহূর্ত দেখে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোও ঠিক নয়। ক্রিকেট একটি দ্রুত পরিবর্তনশীল খেলা, যেখানে অনেক সময় টিম ম্যানেজমেন্ট, মেডিকেল স্টাফ বা প্রশাসনিক কারণে জরুরি যোগাযোগের প্রয়োজন হয়। ফলে ওই ফোন কলের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী ছিল, তা না জেনে সরাসরি গড়াপেটা বা অনিয়মের মতো গুরুতর অভিযোগ তোলা যথেষ্ট সংবেদনশীল বিষয়।

১৩ বলেই ঝড়! আইপিএলে আগুন উর্ভিল প্যাটেলের ব্যাটে, হাফসেঞ্চুরির পর বাবার জন্য আবেগঘন বার্তা

চিপকে, ১১০ মে ঃ চিপকের মাঠে যেন আচমকাই নেমে এল ব্যাটিং-তুফান। দর্শকরা তখনও ম্যাচের সমীকরণ কষছেন, ঠিক সেই সময় ক্রিজে দাঁড়িয়ে একের পর এক ছক্কায় ম্যাচের রং বদলে দিলেন তরুণ ব্যাটার উর্ভিল প্যাটেল। মাত্র ১৩ বলে হাফসেঞ্চুরি করে আইপিএলের ইতিহাসে যৌথভাবে দ্রুততম অর্ধশতরানের নজির গ।লেন তিনি। আর সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের পর পকেট থেকে একটি ছোট্ট চিরকুট বের করে যা দেখালেন, তা ছুঁয়ে গেল কোটি ক্রিকেটপ্রেমীর মন। চেন্নাইয়ের চিপক স্টেডিয়ামে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে লখনউ সুপার জায়ান্টস তোলে ২০৩ রানের বিশাল স্কোর। রানতা।ায় নেমে চেন্নাইয়ের শুরুটা অবশ্য যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী ছিল। ওপেনিং জুটিতে রুতুরাজ গায়কোয়াড় এবং সঞ্জু স্যামসন দলকে মজবুত ভিত গড়ে দেন। পাওয়ারপ্লে কাটতেই মনে হচ্ছিল ম্যাচটি ধীরে ধীরে জমাট লড়াইয়ের দিকে এগোচ্ছে। কিন্তু এরপরই মাঠে নামেন উর্ভিল প্যাটেল, আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই গোটা ম্যাচের চিত্র পাল্টে যায়। ক্রিজে এসে প্রথম বলেই একটি শর্টরান নেন উর্ভিল। অনেকেই ভেবেছিলেন, হয়তো একটু সময় নিয়ে ইনিংস গড়বেন। কিন্তু তারপর যা হল, তা যেন টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের অভিধান নতুন করে লিখে দিল। পরপর পাঁচ বলে পাঁচটি বিশাল ছক্কা হাঁকিয়ে লখনউ বোলারদের কার্যত দিশেহারা করে দেন তিনি। গ্যালারিতে তখন উন্মাদনা তুঙ্গে। প্রতিটি শটেই ছিল নিখুঁত টাইমিং, আত্মবিশ্বাস এবং আগ্রাসনের মিশেল। এরপরও থামেননি উর্ভিল। একটি চার, ফের একটি ছক্কা, তারপর আবার শর্টরান, একটি ডট বল-তবুও রান ওঠার গতি কমেনি। মাত্র ১১ বলে তাঁর রান পৌঁছে যায় ৪৮-এ। তখন গোটা স্টেডিয়াম অপেক্ষা করছিল ইতিহাসের সাক্ষী হওয়ার। আর একটি চার বা ছক্কা মারলেই ১২

বলে হাফসেঞ্চুরির রেকর্ড ভেঙে ফেলতে পারতেন তিনি। কিন্তু সেই মুহূর্তে সামান্য ছন্দপতন। শেষ পর্যন্ত ১৩ বলেই পঞ্চাশ পূর্ণ করেন উর্ভিল।ফলে আইপিএলের দ্রুততম হাফসেঞ্চুরির রেকর্ড ভাঙা না গেলেও তিনি ছুঁয়ে ফেললেন যশস্বী জয়সওয়ালকে। ২০২৩ সালে মাত্র ১৩ বলে অর্ধশতরান করেছিলেন যশস্বী। এবার সেই একই কীর্তির অংশীদার হলেন উর্ভিল প্যাটেল। তবে পরিসংখ্যানের বাইরে গিয়ে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি আলো কা।ল, তা হল তাঁর সেলিব্রেশন। হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেই প্রথমে দু'হাত জো। করে আকাশের দিকে তাকান উর্ভিল। তারপর ধীরে ধীরে পকেট থেকে বের করেন একটি ছোট্ট চিরকুট। ক্যামেরা জুম করতেই দেখা যায়, সেখানে লেখা-বাবা, এটা তোমার জন্য। মুহূর্তের মধ্যে আবেগে ভেসে যায় গোটা স্টেডিয়াম। ধারাভাষ্যকাররাও কিছুক্ষণের জন্য থমকে যান। কারণ, এই একটি বাক্যের পিছনে লুকিয়ে রয়েছে দীর্ঘ লড়াই, পরিশ্রম আর আত্মত্যাগের গল্প। উর্ভিলের ক্রিকেটজীবনের পিছনে সবচেয়ে ব। ভূমিকা তাঁর বাবা মুকেশ প্যাটেলের। তিনি পেশায় একজন ফিজিক্যাল ট্রেনার। ছেলের প্রতিভা ছোটবেলাতেই বুঝতে পেরেছিলেন। মাত্র চার বছর বয়স থেকেই উর্ভিলকে কঠোর অনুশীলনের মধ্যে রাখতেন তিনি। সকালবেলার ফিটনেস ট্রেনিং থেকে শুরু করে ব্যাটিং প্র্যাকটিস-সবকিছুতেই ছিল বাবার কড়া নজর। অনেক সময় আর্থিক সমস্যাও এসেছে, কিন্তু ছেলের স্বপ্নপূরণে কখনও পিছিয়ে যাননি মুকেশ। সেই কারণেই আইপিএলের মতো মঞ্চে জীবনের অন্যতম সেরা ইনিংস খেলার পর বাবাকেই স্মরণ করলেন উর্ভিল। ক্রিকেটপ্রেমীদের মতে, এটাই হয়তো ম্যাচের সবচেয়ে সুন্দর মুহূর্ত। তবে যারা ঘরোয়া ক্রিকেট নিয়মিত অনুসরণ করেন, তাঁদের কাছে উর্ভিলের এই বিধ্বংসী ব্যাটিং খুব একটা অচেনা নয়। ২০২৪ সালের সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতেও ঝড় তুলেছিলেন তিনি। ত্রিপুরার বিরুদ্ধে মাত্র ২৮ বলে সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন গোটা ক্রিকেটমহলকে। সেই ইনিংসে তিনি মেরেছিলেন ৭টি চার এবং ১২টি ছক্কা। শেষ পর্যন্ত ৩৫ বলে ১১৩ রান করে অপরাজিত ছিলেন। তাই অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, উর্ভিল কেবল এক দিনের বিস্ময় নন। ভারতীয় ক্রিকেট হয়তো আরও এক ভয়ংকর টি-টোয়েন্টি ব্যাটারের খোঁজ পেয়ে গেল। তাঁর ব্যাটে রয়েছে ভয়হীনতা, ম্যাচের গতি বদলে দেওয়ার ক্ষমতা এবং বড় মঞ্চে নিজেকে প্রমাণ করার সাহস। চিপকের সেই রাত তাই শুধু একটি দ্রুত হাফসেঞ্চুরির গল্প নয়। এটি এক তরুণ ক্রিকেটারের স্বপ্নপূরণের গল্প, একজন বাবার নিরলস পরিশ্রমের স্বীকৃতি এবং ভারতীয় ক্রিকেটে নতুন তারকার আগমনের ঘোষণা। উর্ভিল প্যাটেলের ব্যাটে সেই আগুনে ইনিংস এখন আইপিএলের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে অনেক দিন।

বেতন নিয়ে বৈষম্য, বিদ্রোহের ঘোষণা অস্ট্রেলিয়ান প্লেয়ারদের

১০ মে ঃ অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটে ভিতরে ভিতরে যে অশান্তি তৈরি হচ্ছিল এবার তা প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার নতুন কেঃদ্রীয় চুক্তি ঘিরে ক্ষোভে ফুঁসছেন একাধিক সিনিয়র ক্রিকেটার। পাঁচজন তারকা ক্রিকেটার এখনও নতুন চুক্তিতে সই করেননি। শুধু টাকার অঙ্ক নয়, বিদেশি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলার স্বাধীনতা নিয়েও তৈরি হয়েছে ব। সংঘাত। আর এই পরিস্থিতির প্রভাব প।তে পারে সরাসরি বিগ ব্যাশ লিগের ভবিষ্যতের উপর। একসময় আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়ার জন্য পরিচিত ছিল অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু সময় বদলেছে। এখন বিভিন্ন লিগে বিপুল অর্থের প্রলোভন ক্রিকেটারদের ভাবাচ্ছে। অনেক অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার মনে করছেন, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেও তাঁরা সেই আর্থিক নিরাপত্তা পাচ্ছেন না যা ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট সহজেই দিচ্ছে। এই ক্ষোভ আরও বেড়েছে প্যাট কামিন্সকে ঘিরে। অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ও ওয়ানডে অধিনায়ককে তিন বছরের জন্য প্রায় ১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিশেষ চুক্তি দেওয়ার খবর সামনে আসতেই বাকি ক্রিকেটারদের মধ্যে অসন্তোষ ছ।য়ে পড়ে। অনেকের মতে, কামিন্স অবশ্যই বিশ্ব ক্রিকেটের বড় নাম কিন্তু বাকি খেলোয়াড়দের পারিশ্রমিক বর্তমান বাজারমূল্যের তুলনায় অনেক কম। বিশেষ করে টি-২০ ক্রিকেটাররা মনে করছেন, বিদেশি লিগে খেললে তাঁরা কয়েকগুণ বেশি আয় করতে পারবেন। শুধু জাতীয় দলের ক্রিকেটাররাই নন, বিগ ব্যাশ লিগের ক্রিকেটারদের মধ্যেও ক্ষোভ বা।ছে। জানা গিয়েছে গত বছর অক্টোবর মাসে ১২ জন গুরুত্বপূর্ণ বিবিএল ক্রিকেটারকে নিয়ে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি হয়েছিল। সেখানে মূল আলোচনা ছিল বেতন বৈষম্য নিয়ে। স্থানীয় অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটারদের অভিযোগ, বিদেশ থেকে আসা অনেক ক্রিকেটার তুলনামূলক কম পরিচিত হলেও তাঁরা বেশি টাকা পাচ্ছেন। অথচ বহু বছর ধরে বিগ ব্যাশ খেলেও স্থানীয় ক্রিকেটারদের আয় সেই হারে বাড়েনি। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া বিগ ব্যাশ লিগকে বেসরকারিকরণের পরিকল্পনা করেছিল। আশা ছিল, তাতে নতুন বিনিয়োগ আসবে এবং ক্রিকেটারদের পারিশ্রমিক বা।বে। কিন্তু গত মাসে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার প্রধান নির্বাহী টড গ্রিনবার্গ জানান, ছয়টি রাজ্য সংস্থার মধ্যে প্রয়োজনীয় সমর্থন না মেলায় সেই পরিকল্পনা আপাতত থমকে গিয়েছে। আর সেখান থেকেই হতাশা আরও গভীর হয়েছে ক্রিকেটারদের মধ্যে। এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে ব। প্রশ্ন উঠছে বিগ ব্যাশের ভবিষ্য নিয়ে। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ক্রিকেটাররা এখন শুধু টাকার জন্য সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন না। তাঁরা দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তা এবং নিজের কেরিয়ারের উপর বেশি নিয়ন্ত্রণ চাইছেন। বহু ক্রিকেটার বহু বছরের এনওসি চাইছেন, যাতে প্রত্যেক টুর্নামেন্টের আগে অনুমতি নেওয়ার ঝামেলা থাকে না।

সিটবেল্ট না পরায় রাস্তায় থামলেন পাক ক্রিকেটার

ইসলামাবাদ, ১০ মে ঃ মাঠে ছক্কা হাঁকিয়ে দর্শকদের মাতানো তাঁর নিত্যদিনের কাজ। কিন্তু এবার ক্রিকেট নয়, ট্রাফিক আইন ভাঙার কারণেই শিরোনামে উঠে এলেন পাকিস্তানের তরুণ ক্রিকেটার ইরফান খান নিয়াজি। ব্যস্ত রাস্তায় সিটবেল্ট না পরে গাড়িতে বসেছিলেন তিনি। আর তাতেই মাঝরাস্তায় তাঁকে থামিয়ে দিল ট্রাফিক পুলিশ। তবে এরপর যা ঘটল, তা এখন সোশাল মিডিয়ার অন্যতম ভাইরাল মুহূর্ত। ঘটনাটি পাকিস্তানের একটি ব্যস্ত শহরের রাস্তায়। ইরফান খান নিয়াজি সেদিন নিজে গাড়ি চালাচ্ছিলেন না। তিনি বসেছিলেন সামনের যাত্রীর আসনে। কিন্তু সমস্যা হল, শুধু চালকই নন, ইরফান নিজেও সিটবেল্ট পরেননি। ট্রাফিক পুলিশের নজরে পড়তেই সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটি থামানো হয়। গাড়ির কাছে গিয়ে পুলিশকর্মী প্রথমেই প্রশ্ন করেন, সিটবেল্ট পরেননি কেন? আচমকা এমন প্রশ্নে কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন তরুণ ক্রিকেটার। নিয়ম ভাঙার জন্য জরিমানা হতে পারে বলেও জানান ওই পুলিশকর্মী। পরিস্থিতি তখন বেশ গম্ভীর বলেই মনে হচ্ছিল। এরপরই পুলিশকর্মী ইরফানের পরিচয় জানতে চান। নিজের নাম বলতেই পরিস্থিতির আবহাওয়া বদলে যায়। পুলিশ জানতে পারেন, তিনি পাকিস্তান সুপার লিগের পরিচিত ক্রিকেটার এবং সম্প্রতি হায়দরাবাদ কিংসের হয়ে দুরন্ত পারফরম্যান্স করেছেন। এমনকি দলকে ফাইনালেও তুলেছিলেন তিনি। যদিও শেষ পর্যন্ত পেশোয়ার জালমির বিরুদ্ধে হেরে রানার্স হয় ইরফানের দল। ক্রিকেটারের পরিচয় জানার পর পুলিশের আচরণেও আসে খানিক নরম সুর। তবে নিয়মের গুরুত্ব বোঝাতে ভোলেননি তিনি। ইরফানের উদ্দেশে পুলিশকর্মী বলেন, আপনারা দেশের গর্ব। কিন্তু নিরাপত্তার জন্য সিটবেল্ট পরা খুবই জরুরি। এরপরই শুরু হয় এক মজার কথোপকথন। হাসতে হাসতেই পুলিশকর্মী প্রশ্ন করেন, একটা ছয় মারলে কত টাকা পান? আচমকা এই প্রশ্নে হেসে ফেলেন ইরফান নিজেও। আশেপাশের পরিবেশও মুহূর্তে হালকা হয়ে যায়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই কড়া ট্রাফিক চেকিং পরিণত হয় ক্রিকেট আড্ডায়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ইরফানকে জরিমানা করা হয়নি। শুধুমাত্র সতর্ক করেই ছেড়ে দেন ওই পুলিশকর্মী। বিদায় নেওয়ার আগে তিনি বলেন, আপনি আমাদের কাছে বিশেষ মানুষ। পাল্টা ধন্যবাদ জানান ইরফানও। মাঠের বাইরের এই ছোট্ট ঘটনাই এখন সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল। নেটিজেনরা মজার মজার মন্তব্যে ভরিয়ে দিয়েছেন কমেন্ট বক্স। কেউ লিখেছেন, পুলিশও বুঝে গিয়েছে, ছক্কা মারার আগে সিটবেল্ট বাঁধা জরুরি! আরেকজনের মন্তব্য, জরিমানার বদলে ছক্কার রেট জেনে নিলেন পুলিশ! কেউ আবার গোটা ঘটনাকে ক্রিকেটীয় ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন। এক নেটিজেন লিখেছেন, ইরফানের জন্য এটা ছিল একেবারে ফ্রি হিট! অন্য একজনের মন্তব্য, মাঠে বাউন্ডারি মারলেও রাস্তায় কিন্তু নিয়ম মানতেই হবে। তবে হাসি-মজার মাঝেও উঠে এসেছে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। অনেকেই বলছেন, ক্রিকেটার বা সেলিব্রিটি বলে আলাদা সুবিধা পাওয়া উচিত নয়। ট্রাফিক আইন সবার জন্য সমান হওয়া দরকার। একজন নেটিজেনের মন্তব্য, সাধারণ মানুষ হলে কি শুধু সতর্ক করে ছেড়ে দিত? এই প্রশ্নও এখন আলোচনায়। যদিও অনেকেই আবার পুলিশের মানবিক আচরণের প্রশংসা করেছেন। তাঁদের মতে, কঠোরতার পাশাপাশি সচেতনতা তৈরি করাও পুলিশের দায়িত্ব। আর সেই কাজটাই করেছেন ওই পুলিশকর্মী। ঘটনা ছোট হলেও বার্তাটা স্পষ্ট-আপনি যত বড় তারকাই হন না কেন, রাস্তায় নিরাপত্তা নিয়ম মানা অত্যন্ত জরুরি। কারণ একটি সিটবেল্ট কখন যে প্রাণ বাঁচিয়ে দিতে পারে, তা আগে থেকে কেউ জানে না। আর সেই কারণেই ভাইরাল এই ঘটনার শেষে নেটিজেনদের একটাই কথা-ছক্কা পরে মারবেন, আগে সিটবেল্ট বাঁধুন!

শুধু ক্রিকেট নয়, ব্যবসাতেও ‘ক্যাপ্টেন কুল’! ১০৬০ কোটির সাম্রাজ্যে এগিয়ে বিরাটের থেকেও

১০ মে ঃ ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে মহেন্দ্র সিং ধোনি শুধু একজন সফল অধিনায়ক নন, তিনি আজ এক বিশাল ব্র্যান্ড। মাঠে শান্ত মাথার নেতৃত্ব, অবিশ্বাস্য ফিনিশিং ক্ষমতা এবং ট্রফি জয়ের অভ্যাস তাঁকে ‘ কুল’ বানিয়েছে। কিন্তু ক্রিকেট মাঠের বাইরেও ধোনি যে কত বড় সাম্রাজ্যের মালিক, তা জানলে অবাক হতেই হয়। বর্তমানে তাঁর মোট সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ১,০৬০ কোটি টাকা। আর আশ্চর্যের বিষয়, এই বিপুল সম্পদের ব। অংশই এসেছে ক্রিকেটের বাইরের আয় থেকে। ক্রিকেট খেলে ধোনি আয় করেছেন আনুমানিক ৬০০ কোটি টাকা। অর্থা বাকি প্রায় অর্ধেক সম্পদ গ।ে উঠেছে বিজ্ঞাপন, ব্র্যান্ড এন্ডোর্সমেন্ট , স্টার্টআপে বিনিয়োগ এবং ব্যবসায়িক দূরদর্শিতার উপর ভর করে। এই জায়গাতেই তিনি অনেক তারকার থেকে আলাদা। কারণ ধোনি কখনও শুধু ক্রিকেটার হয়ে থাকতে চাননি, বরং নিজেকে তৈরি করেছেন দীর্ঘমেয়াদি ব্র্যান্ড হিসেবে। তুলনায় আনলে দেখা যাবে, বিরাট কোহলির বার্ষিক আয় অনেক সময় ধোনির থেকেও বেশি ছিল। কেরিয়ারের সেরা সময়ে কোহলি বছরে ২০০ কোটিরও বেশি আয় করেছেন। সেখানে ধোনির সর্বোচ্চ বার্ষিক আয় ছিল প্রায় ১০০ কোটি টাকার আশেপাশে। তবুও সামগ্রিক সম্পত্তির হিসেবে ধোনি সামান্য এগিয়ে। কারণ তিনি শুধুমাত্র নগদ আয়ের উপর নির্ভর করেননি। বরং বিনিয়োগ, ইক্যুইটি এবং দীর্ঘমেয়াদি সম্পদ তৈরির পথে হেঁটেছেন। ধোনির সাফল্যের সবচেয়ে বড় রহস্য তাঁর ব্র্যান্ড বাছাইয়ের কৌশল। তিনি কখনও সব বিজ্ঞাপনে মুখ দেখানোর পথে হাঁটেননি। বরং খুব বেছে বেছে ব্র্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। এমনও জানা যায়, একবার প্রায় ৪০ কোটির একটি বিজ্ঞাপনী চুক্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। কারণ সেই পণ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে তাঁর সংশয় ছিল। এই সিদ্ধান্তই প্রমাণ করে, ধোনির কাছে অর্থের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাঁর ভাবমূর্তি এবং মানুষের বিশ্বাস।

ফলে সংস্থাগুলিও ধোনিকে শুধু জনপ্রিয় মুখ হিসেবে ব্যবহার করেনি। তাঁরা জানত, দেশের কোটি কোটি মানুষের কাছে ধোনি মানেই ভরসা। তাঁর উপস্থিতি একটি ব্র্যান্ডের বিশ্বাসযোগ্যতা কয়েকগুণ বা।িয়ে দিতে পারে। আর এই কারণেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পরও তাঁর বাজারদর কমেনি। ধোনির ব্যবসায়িক বুদ্ধির সবচেয়ে বড় উদাহরণ চেন্নাই সুপার কিংসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক।

ইন্ডিয়া সিমেন্টসে শেয়ার নেওয়ার মাধ্যমে তিনি সিএসকের অংশীদার হন। সময়ের সঙ্গে সেই সিদ্ধান্ত তাঁর সম্পদ বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ২০২৩ সালে সিএসকের মূল্য ১০ হাজার কোটিরও বেশি পৌঁছে যায়। আইপিএলের অন্যতম সফল ফ্র্যাঞ্চাইজি হিসেবে সিএসকের ব্র্যান্ড যত বা।ছে, ধোনির সম্পত্তির মূল্যও তত বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু ক্রিকেট দল নয়, একাধিক স্টার্টআপ এবং ব্যবসাতেও বিনিয়োগ করেছেন তিনি। ‘ বাই এমএস ধোনি’ নামে তাঁর নিজস্ব পোশাক ব্র্যান্ড রয়েছে। পাশাপাশি ‘ স্পোর্টস’-এর মতো সংস্থার সঙ্গেও তিনি যুক্ত। এছাড়া ড্রোন প্রযুক্তি, খাদ্য ব্যবসা এবং স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট ক্ষেত্রেও তাঁর বিনিয়োগ রয়েছে। রাঁচিতে ‘ রেসিডেন্সি’ নামে একটি হোটেলের মালিকও তিনি। শিক্ষাক্ষেত্রেও উদ্যোগ নিয়েছেন ধোনি। বেঙ্গালুরুতে তিনি তৈরি করেছেন ‘ ধোনি গ্লোবাল স্কুল’। এই প্রতিষ্ঠান শুধু ব্যবসা নয়, তাঁর সামাজিক ভাবমূর্তিকেও আরও শক্তিশালী করেছে। ধোনি বুঝেছিলেন, শুধুমাত্র ক্রিকেটার হিসেবে জনপ্রিয় থাকা যথেষ্ট নয়। দীর্ঘমেয়াদে নিজের ব্র্যান্ডকে টিকিয়ে রাখতে হলে নানা ক্ষেত্রে উপস্থিতি দরকার। ২০২০ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার সময় অনেকেই মনে করেছিলেন, ধীরে ধীরে তাঁর জনপ্রিয়তা কমে যাবে। কিন্তু বাস্তবে ঘটেছে সম্পূর্ণ উল্টো। আইপিএলে খেলা চালিয়ে যাওয়ার ফলে কোটি কোটি দর্শকের সামনে তিনি নিয়মিত থেকেছেন। ফলে তাঁর ব্র্যান্ড ভ্যালু এতটুকুও কমেনি। বরং অবসর-পরবর্তী সময়ে আরও বেশি সংস্থা তাঁর সঙ্গে যুক্ত হতে আগ্রহ দেখিয়েছে। বর্তমানে প্রায় ২০টি ব্র্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ধোনি। প্রতিটি বিজ্ঞাপনের জন্য তিনি ৪ থেকে ৬ কোটি টাকা পর্যন্ত পারিশ্রমিক নেন। শুধু তাই নয়, সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি প্রচারমূলক পোস্টের জন্যও তিনি ১ থেকে ২ কোটি টাকা আয় করেন বলে জানা যায়। ধোনির জীবনযাপনও তাঁর বিপুল সম্পদের পরিচয় দেয়। রাঁচিতে তাঁর বিশাল ফার্মহাউস ‘ ইতিমধ্যেই ভক্তদের কাছে বিখ্যাত। প্রকৃতিপ্রেমী ধোনি সেখানে সময় কাটাতে ভালবাসেন। তবে তাঁর সবচেয়ে বড় শখ বাইক। তাঁর গ্যারাজে রয়েছে কাওয়াসাকি নিনজা এইচ২, হার্লে ডেভিডসন ফ্যাটবয়, দুকাটি এবং নর্টনের মতো একাধিক দামী সুপারবাইক। গাড়ির সংগ্রহও কম চমকপ্রদ নয়। পোর্শে ৯১১, অডি, মার্সিডিজ, রেঞ্জ রোভার, মিসুবিশি পাজেরোর মতো বিলাসবহুল গাড়ি রয়েছে তাঁর সংগ্রহে। ধোনির গ্যারাজ যেন একপ্রকার ব্যক্তিগত মোটর মিউজিয়াম। ২০০৮ সালে আইপিএল শুরু হওয়ার সময় ধোনির বয়স ছিল মাত্র ২৬ বছর। সেই সময় থেকেই ভারতীয় ক্রিকেটে অর্থনৈতিক বিপ্লব শুরু হয়। গত প্রায় দুই দশক ধরে তিনি শুধু ক্রিকেট খেলেননি, নিজের ব্র্যান্ডকেও ধাপে ধাপে গ।ে তুলেছেন। আজ ৪৪ বছর বয়সেও তাঁর জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়েনি। বিশ্বের অন্যতম ধনী ক্রিকেটারদের তালিকায় ধোনির নাম এখন স্থায়ীভাবে জায়গা করে নিয়েছে। তবে তাঁর সবচেয়ে বড় সম্পদ হয়তো টাকা নয়-মানুষের বিশ্বাস। কারণ মাঠে যেমন ঠান্ডা মাথায় ম্যাচ জিতিয়েছেন, তেমনই মাঠের বাইরেও ধৈর্য, পরিকল্পনা এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে গড়ে তুলেছেন হাজার কোটির সাম্রাজ্য।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com